36

2/192

LIBRARY 2/192
No. ~~328~~ ৪০৭
Shri Shri Ma Anandamayee Askram
BANARAS.

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর
শ্রীপাদপদ্মে সশ্রদ্ধ
সমর্পণ।

বলমনী,
২৬.১১.৫২.

2/192

# শ্রীগীতা

( শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাংলা অমিত্রাক্ষর
কাব্য সংস্করণ—মূল গীতা ও
গীতামাহাত্ম্য সমেত )

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,
বিরচিত

মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র

Published by
Messrs BANERJEE & Co.
P. O.-Gidni; Dt.-Midnapore.

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল
প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ হইতে
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে বি, এস-সি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# ভূমিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—"গীতা"—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মানব-মনের এমন কোনও প্রশ্ন নাই যাহার উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় না, এবং পৃথিবীর কোনও দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারেই এমন কোনও গ্রন্থ নাই যাহাতে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এবং সেই সকল প্রশ্নের যে উত্তর ইহাতে পাওয়া যায় তাহা দেশকালজাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মহাসত্য। এই সব কারণেই "গীতা" জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং এই সব কারণেই পাশ্চাত্য জগতও আজ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এবং বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষা লুপ্তপ্রায় বলিয়া এই মহামূল্য নিত্যপাঠ্য গ্রন্থের পাঠ আজ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে দেশের মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের মধ্যে। এক কথায়, আজ এই মহামূল্য গ্রন্থ পরিণত হইয়াছে মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানকুবেরের সম্পদে মাত্র। দেশের আপামর সংস্কৃতাজ্ঞ অথচ শিক্ষিত জনসাধারণ ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত। ইহা পরিতাপের বিষয়। সংস্কৃত ভাষা যেরূপ দ্রুত লুপ্তির পথে চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় এই মহামূল্য গ্রন্থ অচিরেই জাতির নিকট একটি লুপ্ত গ্রন্থে পরিণত হইবে। সেই আশঙ্কাজনক পরিণতি হইতে এই গ্রন্থকে রক্ষা করিয়া আমার জাতির সর্ব্বসাধারণের সম্পদে ইহাকে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই আমি চেষ্টা করিয়াছি "শ্রীগীতায়" ইহাকে বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঁধিতে—গীতারই ন্যায় উদাত্ত গম্ভীর ও নাটকীয় এবং সুখপাঠ্য অথচ যথাসম্ভব সুখবোধ্য ভাষায়, যাহাতে আমার

জাতির সামান্য শিক্ষিত জনসাধারণও ইহা পাঠ করিয়া গীতাপাঠের আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আমার এই চেষ্টায় আমি কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিম্বা মোটেই কৃতকার্য্য হইয়াছি কিনা সে বিচার করিবেন সুধী পাঠকগণ। আমার "শ্রীগীতা" গীতারই বাংলা অমিত্রাক্ষর কাব্য-সংস্করণ মাত্র। আমি মূল গ্রন্থের ভাব ও মর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে কাব্য সৃষ্টির প্রয়োজনে এবং সুখবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, মূল গ্রন্থের ভাব ও মর্ম্ম সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়া যদি কোনও স্থলে মোটেই কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকি; তাহা হইলে সে জন্য সুধী পাঠকগণ অবশ্যই আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, এই বিবেচনায় যে প্রাণহীন নীরস শব্দানুবাদ কখনও সুখপাঠ্য সুখবোধ্য এবং প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমার "শ্রীগীতা" যদি পাঠকগণকে গীতা-পাঠের আনন্দ ও জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও দিতে সক্ষম হয় এবং যাহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না বলিয়া ইচ্ছা এবং আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও মূল গীতা পাঠ করিতে কিম্বা নিত্যপাঠ করিতে সক্ষম নহেন, তাহারা যদি "শ্রীগীতা" পাঠ ও নিত্যপাঠ করিয়া সেই আনন্দ ও জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও লাভ করেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। মূল সংস্কৃত গীতা পাঠ করিলে ফল হইবে, আর অন্য ভাষায় সেই জিনিষই পাঠ করিলে ফল হইবে না, এরূপ ভাবিবার কোনও হেতু নাই। ভাষা ও ভাব মনের উপর রেখাপাত করিবেই, এবং সেই রেখা ক্রমশঃ কর্ম্মে রূপায়িত হইয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক। চরিত্রগঠন ও ক্রমবর্দ্ধমান নৈতিক উন্নতি ও তদনুযায়ী কর্ম্মশক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই গীতার ন্যায় গ্রন্থ নিত্যপাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

7

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, "শ্রীগীতা" প্রণয়নে আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য জাতিগঠন। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, কাজেই স্বাধীন ভাবে জাতিগঠন করিবার সময় ও সুযোগ আসিয়াছে; এবং আমার মনে হয় একমাত্র গীতার শিক্ষাই জাতিকে উপযুক্তরূপে গঠিত করিতে পারে। অন্ততঃ গীতাকে বাদ দিয়া জাতিগঠন সম্ভব নহে, কারণ গীতাহীন শিক্ষার অপরিহার্য্য পরিণতি পশুত্ব কিম্বা ক্লীবত্ব, কিম্বা দুই-ই—মনুষ্যত্ব নহে। সমগ্র জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই, এ কথার কোনও মূল্য আছে কিনা তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এখানে একটু বলা প্রয়োজন, গীতা জ্ঞানগ্রন্থ বা যোগগ্রন্থ। যোগ এক প্রকার অতি উন্নত ধরণের মানসিক ব্যায়াম মাত্র—বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষাও আরও অধিকতর উন্নত ধরণের। কাজেই গীতার শিক্ষায় জাতিধর্ম্মের কোনও প্রশ্ন আসেনা, যেমন আসেনা বিদ্যা-শিক্ষায়। গীতার জ্ঞান ও যোগ, গীতার মানসিক ব্যায়াম ( Psychic exercise ) মানুষকে করিয়া তুলিতে পারে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী কর্ম্মবীর। গীতার শিক্ষা অর্জ্জুনকে করিয়াছিল জগতে অজেয়। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান যুগেও আমাদের দেশের যত মহান্ চরিত্র, যত মহান্ কর্ম্মবীর তাঁহারা সকলেই গঠিত হইয়াছেন গীতার-ই অগ্নিমন্ত্রে। গীতা দূরীভূত করে মৃত্যুভয়, উদ্বুদ্ধ করে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, প্রেরণা দেয় কর্ম্মে। গীতার নিত্যপাঠের ব্যবস্থা অন্ধ কুসংস্কারপ্রসূত নহে, কিম্বা শুধুমাত্র ধর্ম্মের অনুশাসন নহে। চরিত্রগঠন ও কর্ম্মশক্তি লাভের জন্য ইহা এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন। কাজেই গীতাকে বাদ দিয়া জাতিগঠনের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে না। গীতার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। গীতাহীন শিক্ষা

শিবহীন যজ্ঞের-ই ন্যায় অসার। আর সেই গীতাহীন শিক্ষাই চলিয়াছে এই দুর্ভাগ্য পরাধীন দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, আর তাহার ফলে জাতি লভিয়াছে এক চরম ক্লীবত্ব। আর সেই ক্লীবত্ব দূরীভূত করিয়াছে জাতির কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি। কি শোচনীয় পরিণতি! ইহা হইতে কি উত্থানের উপায় নাই?

যাও "শ্রীগীতা," হও তুমি বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিত্যপাঠ্য, শিক্ষিত করিয়া তোল তুমি জাতিকে তোমার শিক্ষায়, দূরীভূত কর তুমি জাতির ক্লীবত্ব; জাগ্রত কর তুমি তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং দাও তাহাকে প্রেরণা কর্ম্মে, আর গড়িয়া উঠুক সোনার দেশে লক্ষ লক্ষ লৌহদৃঢ় গাণ্ডিবী; করুক তাহারা বিশ্বের নেতৃত্ব, আর সফল হউক আমার স্বপ্ন। ইতি

তারিখ—<br>
১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭ সাল।<br>
ইংরাজী, ১৭ই জুলাই, ১৯৫০

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়<br>
P. O.—GIDNI,<br>
Dt.—Midnapore.

পুঃ—

যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এ জন্য সুধী পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। যদি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার কখনও প্রয়োজন হয়; তাহা হইলে তখন যাহাতে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয় সেজন্য আরও অধিকতর যত্নশীল হইব।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই গ্রন্থ আমার পিতা ও মাতার
স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম।

গ্রন্থকার

## — সূচীপত্র —


| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রীগীতা ( বাংলা অমিত্রাক্ষর কাব্য ) | ... | ১ | পৃষ্ঠা |
| গীতামাহাত্ম্য ( বাংলা ) ... | ... | ২১৩ | „ |
| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( মূল সংস্কৃত—বাংলা অক্ষরে ) | ... | ২৩১ | „ |
| শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্ ( মূল সংস্কৃত—বাংলা অক্ষরে ) | ... | ৩২৪ | „ |


## ভ্রম সংশোধন

| পৃঃ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৯,১২৯ | ... | নারিগণ | স্থলে | নারীগণ |
| ১৪ | ... | ক্ষণিকস্থায়ী | „ | ক্ষণেকস্থায়ী |
| ১৭ | ... | ক্ষণিকের | „ | ক্ষণেকের |
| ৩০ | ... | মনিষী | „ | মনীষী |
| ৩৫ | ... | আত্মমূখী | „ | আত্মমুখী |
| ৯৬ | ... | সত্ত্বরজতমোময়ী | „ | সত্ত্বরজস্তমোময়ী |
| ১০৯ | ... | পরম-ঈশ্বরমূখী | „ | পরম-ঈশ্বরমুখী |
| ১১১ | ... | অ-দোষদর্শী | „ | অ-দোষদর্শী |
| ১১৩ | ... | প্রবাহে | „ | প্রবাহে। |
| ১১৪ | ... | ব্যর্থ-আশা | „ | ব্যর্থ-আশ |
| ১২১,১৯৭,১৯৮ | ... | স্থিরিকৃত | „ | স্থিরীকৃত |
| ১৩০ | ... | বিনা | „ | বিনা। |
| ১৩২ | ... | অলৌকীক | „ | অলৌকিক |
| ১৪৯ | ... | সর্ব্বপ্রাণীহিতরত | „ | সর্ব্বপ্রাণিহিতরত |
| ১৫৮ | ... | গুনভোগ | „ | গুণভোগ |
| ১৭৭ | ... | তেজস্বীতা | „ | তেজস্বিতা |
| ১৮৩ | ... | উল্লঙ্ঘনকারীজন | „ | উল্লঙ্ঘনকারিজন |
| ১৯৮ | ... | ব্যাভিচারহীন | „ | ব্যভিচারহীন |
| ২০২ | ... | নৈষ্কর্ম্ম | „ | নৈষ্কর্ম্ম্য |
| ২১৩ | ... | সুধিগণ | „ | সুধীগণ |
| ২১৬ | ... | অব্যাভিচারিনী | „ | অব্যভিচারিণী |
| ২১৮ | ... | পদস্বরূপীনী | „ | পদস্বরূপিনী |

LIBRARY
No. 2/192
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

# শ্রীগীতা

## প্রথম অধ্যায়।

### বিষাদযোগ।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সমরপ্রান্তরে
আরম্ভিল যবে কুরু-পাণ্ডবের রণ,
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বসি' নিরালায়
জিজ্ঞাসিলা দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয়ে সম্ভাষি'—
"কহ মোরে হে সঞ্জয়, পুণ্য ভূমি
কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গনে কি করিলা
যুদ্ধার্থী আমার পুত্র দুর্য্যোধন আদি
আর পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ? কহ মোরে,
কহ সেই কথা।"

উত্তর করিলা ধীরে সঞ্জয় তখন—
"হেরিয়া পাণ্ডবসৈন্য সুরচিত ব্যূহের

আকারে, পুত্র তব রাজা দুর্য্যোধন
গেলা দ্রুত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য পাশে,
কহিলা তাহারে—'হে আচার্য্য,
তোমার ধীমান শিষ্য দ্রুপদ-তনয়
রচিয়াছে সুবিশাল পাণ্ডবের ব্যূহ,
হের ওই সম্মুখে তোমার। আছে যত
শূর মহা শূরগণ সুবিশাল এ বিরাট
ব্যূহের মাঝারে, মহাযোদ্ধা তারা সবে
ভীমার্জ্জুন সম। আছে এই ব্যূহের মাঝারে
মহাযোদ্ধা যুযুধান, বিরাটের রাজা,
আছে হেথা মহারথ দ্রুপদ-নৃপতি,
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান
কাশীর সম্রাট। আছে হেথা পুরুজিৎ,
আছে কুন্তিভোজ, আছে নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য
আর যুধামন্যু পরাক্রমশালী।
আরও আছে উত্তমৌজা মহাবলী,
অভিমন্যু সুভদ্রা-তনয়, আর সেই
দ্রৌপদীর বীর পুত্রগণ—মহারথী সবে।
'হে আচার্য্য, দ্বিজোত্তম, জ্ঞাতার্থে তোমার
করিতেছি নাম, আমারও স্বপক্ষে যারা

রহিয়াছে হেথা—যাহারা প্রধান যোদ্ধা,
সৈন্যের নায়ক মম। আপনি স্বয়ং,
ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য রণজয়ী,
অশ্বত্থামা তনয় তোমার, ভূরিশ্রবা
সৌমদত্তাত্মজ, অজেয় সে জয়দ্রথ
বীর। আরও আছে বহু বীর স্বপক্ষে
আমার, সুনিপুণ অস্ত্র চালনায়,
মহা যুদ্ধবিশারদ যারা—যাহারা
আমার লাগি' নিয়ত প্রস্তুত ত্যজিবারে
প্রাণ তাহাদের, যদি হয় প্রয়োজন।
'আছে এত বহু বহু বীর আমারও
স্বপক্ষে, রক্ষা যাহাদের করিছেন
বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পিতামহ। আর
মহাযোদ্ধা ভীম রক্ষিছে পাণ্ডবসৈন্য,
হীন যারা অতীব সংখ্যায় আমার
এ সুবিরাট বাহিনীর কাছে। তথাপি
প্রার্থনা মম সবাকার পাশে, করিবে
রক্ষণ সবে ভীষ্ম পিতামহে রোধিয়া
ব্যূহের দ্বার সর্ব্বপথ দিয়া অতীব
কৌশলে। শঙ্কা জাগে প্রাণে, আমারই

বিপুল এই বিরাট বাহিনী হবে যেন
পরাজিত এ ঘোর আহবে।'
তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ
ভীষ্ম মহাবীর, হরিবারে অমঙ্গলশঙ্কা
যেন তার, পরাজয় ভীতি, করিলেন
সিংহনাদ ধ্বনিয়া আপন শঙ্খ
বিরাট বিক্রমে। সঙ্গে সঙ্গে তার
আরও কত শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢোলক,
রণশিঙ্গা কত, কত যুদ্ধবাদ্য আরও
গর্জ্জিয়া উঠিল যেন ভয়ঙ্কর
সমশব্দে এক, কাঁপাইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র
কুরুক্ষেত্র সমর প্রান্তর, প্রলয়ের
মত ভীম প্রতিধ্বনি দিয়া।
তার পরে, কৌরবের শঙ্খধ্বনি,
রণবাদ্য হেন ভয়ঙ্কর পশিল
শ্রবণে যবে, শ্বেতাশ্ব-চালিত সেই
অর্জ্জুনের রথে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন মিলি'
করিলেন শঙ্খধ্বনি আপন আপন।
পাঞ্চজন্য বাজাইলেন শ্রীকৃষ্ণ
তখন, ধনঞ্জয় ধ্বনিলেন দেবদত্ত

তার, পৌণ্ড্র শঙ্খ ভীম মহাবীর,
অনন্তবিজয়শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির।
নকুল ধ্বনিল শঙ্খ সুঘোষ তাহার,
সহদেব বাজাইল শঙ্খ তার
মনি(র)পুষ্পক। কাশীরাজ ধনুর্দ্ধর,
মহারথী বিজয়ী শিখণ্ডি, ধৃষ্টদ্যুম্ন,
বিরাটের রাজা, অজেয় সাত্যকী আর
দ্রুপদ সম্রাট, মহাবলী অভিমন্যু
আর দ্রৌপদী-তনয়গণ বাজাইল
নিজ নিজ শঙ্খ সকলেই। সে ভীষণ
সম্মিলিত শঙ্খধ্বনি যেন আরও
ভয়ঙ্কর, সৃজিয়া ভীষণ শব্দ
গুরু প্রতিধ্বনি জলে স্থলে ব্যোমপথে
মহাপ্রলয়ের, বিদীর্ণ করিল যেন
দুর্য্যোধনহৃদি।

মহারাজ, তখন সে ধনঞ্জয়
মহাধনুর্দ্ধর, অবস্থিত আপনার
কপিধ্বজরথে, হেরিয়া কৌরব সৈন্য
সমরসজ্জিত উদ্যত ক্ষেপনে অস্ত্র,
করিলেন উত্তোলন গাণ্ডীব তাহার,

কহিলেন নররূপী নারায়ণ
সারথীরে তার—'হে অচ্যুত, চালিত
করহ রথ, স্থাপন করহ ইহা
হেনভাবে এই দুই যুধ্যমান
সুবিরাট বাহিনীর মাঝে, যাহাতে হেরিতে
পারি কোন্ কোন্ রথী মহারথিগণ
করিয়াছে যোগদান এ ঘোর সমরে
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনসাথে তার
হিতৈষীর মত। স্থাপন করহ রথ
হেনভাবে যাহাতে হেরিতে পারি
কোন্ কোন্ রথী মহারথীসাথে
তাহাদের মাঝে, করিতে হইবে মোর
যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।'

শুনি' হেন বাক্য বীরধনঞ্জয়-মুখে,
করিলেন কপিধ্বজ চালিত শ্রীহরি,
স্থাপিলেন ঠিক দুই যুধ্যমান বাহিনীর
মাঝে, রাখিয়া সম্মুখে তার, ভীষ্ম, দ্রোণ,
কৃপাচার্য্য যত বীরগণে। কহিলেন,—
'ধনঞ্জয়, হের এই কৌরবের সমবেত
সেনা সম্মুখে তোমার, কর সবে

নিরীক্ষণ'।

সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয় হেরিল
তখন, নিক্ষেপ করিয়া দৃষ্টি উভয়
বাহিনীমাঝে, পিতামহ, আচার্য্য,
মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, পিতৃব্য, শ্বশুর,
আরও কত মিত্রগণে। বিপুল ব্যথায়
তার ভরিল হৃদয়, কহিলা বিষণ্ণপ্রাণে
নারায়ণে ধীরে—'হে কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থে
মিলিত এই আত্মীয় সকল হেরিয়া
আমার দেহ অবসন্ন আজি, শুষ্ক
মম মুখের বিবর, কম্পিত হইছে
দেহ অতি মুহুর্মুহু, রোমাঞ্চিত
কলেবর, স্খলিত গাণ্ডীবধনু
অসাড় এ হস্ত হ'তে মোর।
সর্ব্বগাত্রে যেন করিতেছি অনুভব
দহনের জ্বালা। হে কেশব, চঞ্চলিয়া
উঠিয়াছে প্রাণ, স্থৈর্য্য মোর হ'তেছে
বিলুপ্ত, কাঁপিছে অন্তর যেন
অমঙ্গল-সূচনায়। হেন যুদ্ধ, শুধু
বধিবারে আপন আত্মীয়গণে,

ভাল নাহি লাগে মোর। ইচ্ছা নাহি
বিন্দুমাত্র মোর লভিতে বিজয় গর্ব্ব
কলুষিত করি' হস্ত আত্মীয়-হননে ;
নাহি ইচ্ছা, আকাঙ্খার লেশ,
ধরার রাজত্বসুখে। কোন্ প্রয়োজন,
বল কোন্ সুখ আছে রাজ্যভোগে
কিম্বা জীবনধারণে, যদি সেই
চিরপ্রিয় আত্মীয়স্বজন, আচার্য্য,
পিতৃব্য, পুত্র, শ্বশুর, মাতুল, পৌত্র,
পিতামহ আর শ্যালক সকল,
যাহাদের লাগি' শুধু করি মোরা
রাজ্যভোগ সুখের কামনা, তারা
যদি হয় হত ? হেরিতেছি সম্মুখে
আমার, এই সব অতি প্রিয় আত্মীয়
সকল সমবেত আজি নির্ম্মম
যুদ্ধের লাগি' ত্যজিয়া প্রাণের মায়া।
ইহারা হনন যদি করে আমাদের,
আমি তুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্বের লাগি',
অথবা রাজত্ব লাগি', ত্রিভুবনব্যাপী,
নারিব করিতে হত্যা তাহাদের।

জানি আমি, কোনও সুখ নাহি হবে
বধিয়া আপন জনে। জানি আমি,
এই সব অতি প্রিয় আত্মীয় সকল
অরাতি আজিকে, তথাপি আত্মীয় তারা।
হত্যা তাহাদের হবে মহাপাপ
আমাদের লাগি'। সবান্ধবে হত্যা করা
রাজা দুর্য্যোধনে নাহি হবে কখনও
উচিত, নাহি হবে কোনও সুখ
আত্মীয় হননে। যদিও লোভের বশে,
আত্মীয়বিনাশ আর কুলক্ষয়পাপ
নারিছে বুঝিতে তারা, আমরা করিব
কেন সেই মহাপাপ জানিয়া শুনিয়া ?
 'কুলক্ষয়ে, কুলধর্ম্ম সনাতন,
চিরপ্রচলিত, বংশগত যাহা,
হইবে বিনষ্ট ধ্রুব, আর কুলধর্ম্মনাশে
কুল হবে অভিভূত অধর্ম্মে দারুণ,
আর সেই অধর্ম্মের স্রোতে ভ্রষ্টা হবে
যত কুলনারিগণ, জারজ সন্তান
শুধু লভিবে জনম সমাজের স্তরে স্তরে।
জানে সর্ব্বজন, জারজ সন্তান করে

নরকে প্রেরণ কুল আর নাশকারীজনে
তার, আর তারই ফলে, চিরতরে
লুপ্তপিণ্ডতর্পনের হেতু, অধোগতি
লভে পিতৃপুরুষ সকল। কুলনাশে
হয় নাশ কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম সনাতন,
ব্রাহ্মণাদি বর্ণধর্ম্ম, গৃহস্থ-আশ্রমধর্ম্ম—
সবই ধ্বংস হয়। জনার্দ্দন,
শুনিয়াছি মোরা কুলধর্ম্ম হয় নাশ
যাহাদের ঘৃণিত নরকে তারা করে
বাস চিরতরে। হায়, কি ভীষণ,
ভয়ঙ্কর পাপ, অধর্ম্মের কাজ, করিতে
উদ্যত মোরা হইয়াছি আজি বধিয়া
আত্মীয়গণে রাজ্য-সুখ লালসায় শুধু।
তাই করিয়াছি স্থির হে প্রিয় কেশব,
হেন পাপকার্য্য আমি করিব না ধ্রুব।
নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র যদি আমারে হনন
করে দুর্য্যোধন আর তার ভ্রাতাগণে
মিলি', সে মরণও মোর লাগি' শ্রেয়।
তথাপি এ যুদ্ধ আমি করিব না কভু।'
এত বলি' ধনঞ্জয়, শোকাচ্ছন্ন

নিদারুণ, নিক্ষেপিল দূরে তার
অমোঘ গাণ্ডীব, আসন গ্রহণ ধীরে
করিলেন সেই রথের উপরে তার
নিশ্চেষ্ট পঙ্গুর মত।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## সাংখ্যযোগ।

শুনিয়া পার্থের কথা, প্রতিজ্ঞা তাহার
'করিব না যুদ্ধ আমি', হেরি' তার
শোকাকুল কৃপাবিষ্ট সাশ্রুনেত্র ভাব,
বিষণ্ণ অন্তরে তার গাণ্ডীব নিক্ষেপ,
নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্রভাবে অবসন্নপ্রাণে
আসন গ্রহণ সেই রথের উপর,
কহিতে লাগিলা তারে হৃষিকেশ ধীরে—
'হে অর্জ্জুন, এ ঘোর বিপদকালে
যুধ্যমান অরাতির সম্মুখে তোমার
কি হেতু এ মূঢ় মোহ, অযোগ্য সর্ব্বথা
যাহা আর্য্যবীরগণে, স্বর্গের বিরোধী
যাহা, অ-কীর্ত্তির চরম বিকাশ ?
হেন কাপুরুষভাব, পৌরুষ-অভাব
শোভা নাহি পায় তোমা হেন জনে।
তুমি কর পরিত্যাগ এই তুচ্ছ দুর্ব্বলতা,
তুমি কর পরিত্যাগ এই হীন ক্লীবত্ব

তোমার, ত্বরায় প্রস্তুত হও সংগ্রামের
লাগি।'

তখন উত্তর তারে দিলেন
গাণ্ডিবী—'হৃষিকেশ, কেমনে
করিব যুদ্ধ পূজনীয় ভীষ্ম আর
দ্রোণাচার্য্য সনে? বধি' গুরুজনগণে
গুরুরক্তরঞ্জিত রাজত্ব ভোগ?
শ্রেয় মানি তাহা হ'তে ভিক্ষান্নে
জীবন ধরা; নিশ্চিত কল্যাণকর
নিশ্চিত সুখের তাহা। নাহি পারি
বুঝিবারে জয় পরাজয় এই দু'য়ের
মাঝারে কি যে বাঞ্ছনীয় আজি
আমাদের লাগি' এই নির্ম্মম সমরে।
যে সব আত্মীয় বিনা জীবনধারণ
হয় অতীব অসুখকর, সেই সব
অতি প্রিয় আত্মীয় মোদের যুদ্ধার্থী
সম্মুখে আজি, আর জয়লাভ অর্থ
শুধু হত্যা তাহাদেরই।

'কুলক্ষয় আর আত্মীয়বিনাশ-শঙ্কা
এতই কাতর মোরে করিয়াছে আজি,

যে অক্ষম হ'য়েছি আমি নিরূপিতে
কর্ত্তব্য আমার ; ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের
ক্ষমতা আমার হইয়াছে লুপ্ত আজি।
মাগি তাই শরণ তোমার দীন
শিষ্যরূপে, দাও মোরে উপদেশ
কোন্ কার্য্যে, কোন্ পথে হবে মঙ্গল
আমার। আমারে সম্পূর্ণরূপে করিলাম
সমর্পণ তোমারই চরণতলে
দীন শিষ্য করি' আজি। সখা বলি' আর
ডাকিও না মোরে নারায়ণ, শিষ্য বলি'
করহ গ্রহণ, দাও মোরে যথাযোগ্য
উপদেশ তব।

ধনধান্যভরা এই নিষ্কণ্টক
রাজত্ব ধরার, অথবা স্বর্গের সুখ
ইন্দ্রপদলাভে, আত্মীয় বধের দুঃখ
করিবারে পারে দূর, হেন কোনও পন্থা
আমি নাহি দেখি প্রভু।'

রহিল বসিয়া পার্থ এত বলি'
রথের উপরে তার মৌন মূকপ্রায়,
অবসন্নদেহপ্রাণ, বিষণ্ণ-অন্তর,

সংগ্রামের চেষ্টা-চিহ্ন তখনও
তাহার নাই। তখন শ্রীহরি তারে
মৃদু উপহাসে কহিতে লাগিলা
ধীরে মৃদু হাস্য করি'—'শুন পার্থ,
শোকের অযোগ্য যাহা তারই লাগি'
তুমি করিতেছ বৃথা শোক, অথচ
কহিছ কথা পণ্ডিতের মত। কিন্তু
প্রকৃত পণ্ডিত যাঁরা—তত্ত্বজ্ঞানী
মহাজন—তাহারা না করে শোক এই
জড় দেহের লাগিয়া, অথবা দেহীর
লাগি', আত্মা যার নাম—নিত্য সত্য
অপরূপ সত্তা যাহা এক। কারণ,
জানেন তাঁরা জড় দেহ অনিত্য অসার,
বিনাশ তাহার ধ্রুব কালের বিধানে,
আর আত্মা, সে তো নিত্য সত্য
সম্পূর্ণ বিনাশহীন সর্ব্ব অবস্থায়।
হে পার্থ, এ নহে ছিলে না তুমি, নাহি ছিনু
আমি, নাহি ছিল এই সব নৃপতি সকল
পূর্ব্বে কোনও কালে। তুমি, আমি, তারা—
আমরা সকলে ছিনু পূর্ব্বে সর্ব্বকালে,

রহিব সকলে মোরা চির ভবিষ্যতে।
দেহীর দেহেতে যথা কৌমার, যৌবন,
জরা ঘটে ক্রমান্বয়ে, দেহী রহে
অবিকৃত বিকারবিহীন, কৌমার,
যৌবন, জরা সর্ব্ব অবস্থায়, তেমনই
জীবের দেহে, দেহান্তর শুধু অবস্থার
ভেদ মাত্র কালের গতিতে, মৃত্যু যার নাম।
তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনগণ তাই রহে
অচঞ্চল দেহের অবস্থা ভেদে। মৃত্যু
নাহি করে তাই বিচলিত তাহাদের।
'হে কৌন্তেয়, শব্দস্পর্শ আদি সহ
ইন্দ্রিয় সংযোগে, শৈত্য, তাপ, সুখ,
দুঃখ হয় অনুভূত। কিন্তু হে ভারত,
সেই সব সুখ দুঃখ অনিত্য
ক্ষণিকস্থায়ী! কারণ, একই বস্তু
দেয় সুখ কভু, কভু দুঃখ দেয়—
যথা শৈত্য দেয় দুঃখ শীত ঋতুকালে,
দারুণ নিদাঘে দেয় সুখস্পর্শ
তার, আর তাপ যথা দেয় সুখ
শীতঋতুকালে, আবার নিদাঘে দেয়

তেমনই দুঃসহ দুঃখ। তাই অনিত্য
এ সুখদুঃখ, ক্ষণিকের লীলা যাহা,
নাহি যার বাস্তবতা কোনও, সহিতে
হইবে অতি মিথ্যাজ্ঞানে। যেই জন
ধীর স্থির অচঞ্চল ভাবে মিথ্যাজ্ঞানে
সহেন সহজে এই ধরণীর মাঝে
এই সব সুখদুঃখ নিত্যতাবিহীন,
তিনি শুধু অধিকারী মোক্ষামৃতলাভে
জানিও নিশ্চয়, তিনিই সক্ষম শুধু
মৃত্যুকে করিতে জয়।

'পূর্ব্বে যাহা নাহি ছিল, নাহিক রহিবে
পরে, আছে শুধু বর্ত্তমানে যাহা, তাহাই
"অসৎ" ভবে—সত্তাহীন অস্তিত্ত্ববিহীন
তাহা। আর যাহা ছিল পূর্ব্বে, আছে
বর্ত্তমানে, রহিবেক চির ভবিষ্যতে—
ত্রিকাল ব্যাপিয়া যাহা, তাই "সৎ",
সত্ত্বাময়। ইহাই পার্থক্য "সৎ"
"অসৎ" এর মাঝে। সেই সৎ, স্থিতিময়
মহাসত্তা, অবস্থিত যাহা দেহ আদি
সর্ব্ববস্তুমাঝে, তাহাই বিনাশহীন

অব্যয় অক্ষয় আত্মা। কেহ নাহি পারে
করিবারে বিনাশ সাধন তার। এই
ধ্বংসশীল দেহ হবে ধ্বংস কালের
গতিতে, আর অব্যয় অক্ষয় আত্মা
রবে চিরস্থায়ী,—ইহাই কহেন যত
তত্ত্বজ্ঞানীজন। হে ভারত, কহি তাই,
তুমি কর পরিত্যাগ এই বৃথা শোক,
মূঢ় মোহ তব, কর যোগদান এই
ধর্ম্মযুদ্ধে ত্বরা সর্ব্বকায়মনে।

'যেইজন ভাবে মনে, আত্মা কভু
করে হত্যা, কিম্বা হয় হত আপনি
কখনও, অতি অজ্ঞ সেইজন।
যেহেতু নাহিক আত্মা করে হত্যা কভু
কোনও জনে, আপনি নাহিক হয় হত
কভু কাহারও হননে। আত্মা কভু জন্ম
নাহি লভে, নাহি মৃত্যু তার, নাহিক
বিনাশ,—জন্মমৃত্যুবিনাশবিহীন
এক সত্তা অভিনব ইহা, সমভাবে
স্থিত সদা হ্রাসবৃদ্ধিবিকারবিহীন।
দেহনাশে আত্মার বিনাশ কভু নাহি

হয়। জানে যেই জন, অবিনাশী নিত্য
অজ অব্যয় বলিয়া এই চির সৎ
আত্মা সত্তা, কি প্রকারে সেইজন পারে
বধ করিবারে কাহাকেও, অথবা করা'তে
বধ কোনও জনে কাহাকেও দিয়া ?

'মানব যেমন করে নব বস্ত্র
পরিধান, জীর্ণ বস্ত্র করি' পরিত্যাগ,
সেইরূপ অব্যয় অক্ষয় আত্মা
নবদেহ করয়ে ধারণ ত্যজি' তার
জরাজীর্ণ জড় দেহ পুরাতন।
জড়দেহনাশে তাই নাহি কোনও শোকের
কারণ। শস্ত্র নাহি পারে এই
বিনাশবিহীন আত্মা করিতে ছেদন,
অনল নাহিক পারে দহিতে ইহারে,
জল নাহি পারে ইহা আর্দ্র করিবারে,
বায়ু নাহি পারে শুষ্ক করিবারে ইহা।
অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য ইহা
অপরূপ সত্তা এক,—নিত্য সত্য
সর্ব্বব্যাপী অনাদি অচল স্থির অব্যক্ত
অচিন্ত্য এক বিকারবিহীন সত্তা

সমভাবে অগোচর ইন্দ্রিয়মনের।
হে অর্জ্জুন, হেন জ্ঞানে ভাবি' এই
আত্মা সত্তা তুমি পরিহার কর
বৃথা শোক।

'অথবা যদি বা তুমি ভাব মনে
তব, আত্মা ও দেহের মত,—আছে জন্ম,
আছে মৃত্যু তার, তথাপি হে মহাবাহো,
নাহি কোনও শোকের কারণ, যেহেতু
মরণ ধ্রুব জন্ম যদি থাকে, আর
ধ্রুব জন্ম তার মৃত্যু যার আছে।

'হে ভারত, জীবমাত্র অপ্রকাশ
জনমের পূর্ব্বে তার; শুধু কিছুকাল
তরে জনমের পরে—মরণ অবধি—
লভে সে প্রকাশভাব, আর মরণে
তাহার পুণঃ সেই অপ্রকাশ ভাব।
পূর্ব্বে নাহি ছিল, নাহিক রহিবে পরে,
শুধু ক্ষণকাল থাকে যাহা, স্বপনের
মত ক্ষণস্থায়ী যাহা, তার লাগি'
কেন শোক ?

'কেহ কেহ ভাবে আত্মা ইন্দ্রজালপ্রায়,

কেহ মনে করে ইহা অত্যাশ্চর্য্য
অপরূপ সত্তা এক, কেহ শুধু শুনেন
শ্রবণে সেই অত্যাশ্চর্য্য বর্ণনা ইহার,
কিন্তু নাহি পারে বুঝিবারে প্রকৃত
মাহাত্ম্য তার। এত দুর্ব্বিজ্ঞেয়, এত
অগোচর বাক্যমননের, এতই
দুর্ব্বোধ্য ইহা। শত আলোচনাফলে
নাহি পারে বিজ্ঞগণ করিবারে
উপলব্ধি প্রকৃত প্রকৃতি তার, আর
হয় তাই বিচলিত বৃথা শোকমোহে
দেহের বিনাশে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট
পতঙ্গ সকল, সকল জীবের দেহে, নিত্য সত্য
অবধ্য এ আত্মা সদা ক'রছে বিরাজ।
দেহ নাশে শোক তাই অতি অর্থহীন।

'আর লক্ষ্য যদি কর তুমি
আপন ধর্ম্মের দিকে,—ক্ষত্রিয় সন্তান
তুমি—তাহাতেও শোক মোহ দেহের
বিনাশে, আর তারই লাগি' বিরতি
এ ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে, অতি অর্থহীন।
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম চির অতীব

মহান্‌। হে পার্থ, তোমার সহস্র চেষ্টা
যুদ্ধ পরিহারে, আর ঐকান্তিক তব
অনিচ্ছায়ও আজ, ধর্ম্মযুদ্ধ এই
আপনি আগত ভাগ্যবশে যেন।
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের লাগি' উন্মুক্ত
স্বর্গের দ্বার, পরম সুখের হেতু।
যদি তুমি নাহি কর ধর্ম্মযুদ্ধ এই,
যদি বা বিরত হও অর্থহীন
শোকমোহবশে মুক্তদ্বার স্বর্গরূপ
ধর্ম্মযুদ্ধে আজি, তবে তুমি হবে পাপী
ধর্ম্মনাশ-কীর্ত্তিনাশ-পাপে ; ত্রিভুবন
গাহিবে অযশ। যশস্বী জনের লাগি'
হেন অপযশ মরণসমান।
জগতের বীরগণ যত, যাহারা
সম্মান কত করিতেন তোমা, হেয় জ্ঞান
করিবেন ধ্রুব, ভাবিবে যুদ্ধের ভীতি
করিয়াছে বিরত তোমারে এই
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে। আর দুর্য্যোধন আদি
যত শত্রুগণ তব করিবে কতনা
নিন্দা সামর্থ্যের তব, কত না অকথ্য

ভাবে করিবেক উপহাস তোমা বীরের
সমাজে। নহে কি দুঃখের ইহা?
'যদি তুমি হও হত ধর্ম্মযুদ্ধে এই,
স্বর্গলাভ করিবে নিশ্চয়, আর যদি
কর জয়লাভ, করিবে প্রভুত্ব ধ্রুব
পৃথিবী ব্যাপিয়া। কহি তাই ধনঞ্জয়,
কর পরিত্যাগ এই মূঢ় মোহ তব,
কর পরিত্যাগ এই হীন ক্লীবত্ব তোমার,
বজ্রের মতন দৃঢ় সঙ্কল্পে অটুট,
ত্বরায় প্রস্তুত হও সংগ্রামের লাগি'
ত্যজিয়া নিশ্চেষ্ট ওই আসন তোমার
পঙ্গুজনপ্রায়
'অবশ্য কহিব আমি, যুদ্ধ যদি কর
তুমি, বধ তব গুরুজনগণে, রাজ্যভোগ
আর স্বর্গভোগ কামনায় শুধু, তবে
তুমি পাপভাগী হইবে নিশ্চয়।
কারণ যে জন করে কামনায় কর্ম্ম শুধু,
ভোগলালসায়, সেই কর্ম্মকর্ত্তাজন
হয় দোষগুণভাগী সেই করমের,
জানিও নিশ্চয়। হে অর্জ্জুন, তুমি তাই

করিবে সংগ্রাম কামনাবর্জ্জিত,
তুল্য জানি' লাভালাভ, সুখদুঃখ,
জয়পরাজয়। তুমি তাই করিবে
সংগ্রাম শুধুমাত্র স্বধর্ম্মপালন লাগি'
ক্ষত্রিয়ের। কোনও পাপ নাহি তোমা
স্পর্শিবে তখন।

'হে পার্থ, কহিলাম তোমা আজি
আত্মতত্ত্বজ্ঞানযোগ—সাংখ্যযোগ
যার নাম। এখন কহিব তোমা
কর্ম্মযোগ-উপদেশ, যাহাতে লভিতে
পার সেই তত্ত্বজ্ঞান। শুন তুমি
গাঢ় মনোযোগে। কর্ম্ম যদি কর
তুমি এই কর্ম্মযোগ-উপদেশ মত,
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে মুক্ত হবে তুমি ;
শুধুমাত্র শ্রবণে এ গূঢ় উপদেশ
না করিয়া কর্ম্ম সেই উপদেশমত,
নাহি হবে কোনও উপকার, নাহি
হবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

'হে অর্জ্জুন, নিষ্কাম কর্ম্মের কথা
কহিব প্রথম—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম

যাহা ঈশ্বরের আরাধনা লাগি'।
আরম্ভ করিয়া এই কামনাবিহীন
কর্ম্ম নাহি যদি পারে কেহ করিতে
সম্পূর্ণ ইহা, তথাপি না হয় ইহা
কথনও বিফল, কামনায় পূর্ণ কর্ম্ম
নিস্ফল যেমন হয়। কোনও ত্রুটি ঘটে
যদি এ হেন নিষ্কাম কর্ম্মে, নাহি তাহে
কোনও রূপ অনিষ্টের ভয়। কামনাবিহীন
কর্ম্ম যদি বা আংশিক হয়, অসম্পূর্ণ
যদি রহি' যায়, তবু তার অনুষ্ঠান
সংসারবন্ধনরূপ মহাভয় হ'তে
করে পরিত্রাণ কর্ম্মকর্ত্তাজনে।

'কামনাবিহীন কর্ম্ম দেয় সদা
কর্ম্মকর্ত্তাজনে, একাগ্রতা এক অতি
অভিনব। কারণ, কামনা যাহার
নাই কোনও কর্ম্মকালে, চিত্ত তার
নাহিক বিক্ষিপ্ত হয় অন্য কোনও দিকে,
অন্য কোনও বস্তু 'পরে। আরব্ধ করমে
শুধু থাকে চিত্ত তার, ধীর স্থির অচঞ্চল
একাগ্রতাভরা। কিন্তু কামনায় পূর্ণ

করিবে সংগ্রাম কামনাবর্জ্জিত,
তুল্য জানি' লাভালাভ, সুখদুঃখ,
জয়পরাজয়। তুমি তাই করিবে
সংগ্রাম শুধুমাত্র স্বধর্ম্মপালন লাগি'
ক্ষত্রিয়ের। কোনও পাপ নাহি তোমা
স্পর্শিবে তখন।

'হে পার্থ, কহিলাম তোমা আজি
আত্মতত্ত্বজ্ঞানযোগ—সাংখ্যযোগ
যার নাম। এখন কহিব তোমা
কর্ম্মযোগ-উপদেশ, যাহাতে লভিতে
পার সেই তত্ত্বজ্ঞান। শুন তুমি
গাঢ় মনোযোগে। কর্ম্ম যদি কর
তুমি এই কর্ম্মযোগ-উপদেশ মত,
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে মুক্ত হবে তুমি ;
শুধুমাত্র শ্রবণে এ গূঢ় উপদেশ
না করিয়া কর্ম্ম সেই উপদেশমত,
নাহি হবে কোনও উপকার, নাহি
হবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

'হে অর্জ্জুন, নিষ্কাম কর্ম্মের কথা
কহিব প্রথম—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম

যাহা ঈশ্বরের আরাধনা লাগি'।
আরম্ভ করিয়া এই কামনাবিহীন
কর্ম্ম নাহি যদি পারে কেহ করিতে
সম্পূর্ণ ইহা, তথাপি না হয় ইহা
কখনও বিফল, কামনায় পূর্ণ কর্ম্ম
নিষ্ফল যেমন হয়। কোনও ত্রুটি ঘটে
যদি এ হেন নিষ্কাম কর্ম্মে, নাহি তাহে
কোনও রূপ অনিষ্টের ভয়। কামনাবিহীন
কর্ম্ম যদি বা আংশিক হয়, অসম্পূর্ণ
যদি রহি' যায়, তবু তার অনুষ্ঠান
সংসারবন্ধনরূপ মহাভয় হ'তে
করে পরিত্রাণ কর্ম্মকর্ত্তাজনে।

'কামনাবিহীন কর্ম্ম দেয় সদা
কর্ম্মকর্ত্তাজনে, একাগ্রতা এক অতি
অভিনব। কারণ, কামনা যাহার
নাই কোনও কর্ম্মকালে, চিত্ত তার
নাহিক বিক্ষিপ্ত হয় অন্য কোনও দিকে,
অন্য কোনও বস্তু 'পরে। আরব্ধ করমে
শুধু থাকে চিত্ত তার, ধীর স্থির অচঞ্চল
একাগ্রতাভরা। কিন্তু কামনায় পূর্ণ

কর্ম্ম করে যেই জন, চিত্ত তার ধায়
নানাদিকে, বিক্ষিপ্ত তাহার চিত্ত
নিত্য নিত্য নব নব কামনায়, অন্ত
যার নাই। অন্তহীন নব নব কামনার
স্রোত করয়ে সৃজন আরও নব নব
কামনার, হরে যাহা সর্ব্ব শান্তি
সকাম যে করমকর্ত্তার।

'সকাম করমিগণ, বিমূঢ় যাহারা
সদা নানা ভোগবাসনায় ইহ পরকালে,
তাহারা শুনিয়া শুধু সুমধুর
ফলাফল কথা যাগ-যজ্ঞরূপ
বেদ-উক্ত সকাম কর্ম্মের, হয় বিমোহিত,
ভাবে মনে বেদ-উক্ত স্বর্গলাভই,
ফল যাহা সেই সব যাগযজ্ঞাদির,
জীবের চরমলভ্য, পুরুষার্থ পরম
তাহার, নাহি যেন তার বেশী কিছু
আর লভ্য লোভনীয়। হেন মূঢ় মুগ্ধ
জন, আসক্ত যাহার চিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যে
শুধু, করে কর্ম্ম স্বর্গলাভলালসায়
শুধু, কভু না লভিতে পারে সেই

একাগ্রতা, যাহা শুধু করে চিত্ত স্থির
পরম ঈশ্বরে।

'ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীতরে বেদ
তিন কাণ্ডে রয়েছে বিভক্ত—যথা
(১) "বেদ", কর্ম্মকাণ্ড যাহা, (২) "বেদান্ত" বা
উপাসনাকাণ্ড যার নাম, আর সেই
(৩) "জ্ঞানকাণ্ড"। কর্ম্মকাণ্ডে আছে শুধু
কর্ম্মফল কথা সকাম কর্ম্মীর,
সত্ত্বরজতমোগুণে ভরা যারা চিরদিন।
কিন্তু পার্থ, তুমি হও ত্রিগুণ-অতীত,
একান্ত কামনাশূন্য ; তুমি হও
সুখদুঃখ সমজ্ঞানে রজস্তমশূন্যচিত্ত ;
তুমি হও বিশুদ্ধ বিমল সত্ত্বে
চির অবস্থিত। অপ্রাপ্ত তোমার যাহা
আকাঙ্খা তাহার লাগি' কভু নাহি রবে,
প্রাপ্ত যাহা, রক্ষণে তাহার চিত্ত
চিন্তাশূন্য হবে। হেন ধীর স্থির
অচঞ্চল কামনাবর্জ্জিত, পরম
নির্ভরশীল পরম ঈশ্বরে হও
তুমি ধনঞ্জয়।

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নর, পারে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজন করিতে সাধন ;
কিন্তু দীর্ঘ সরোবরে সর্ব্ব প্রয়োজন
তার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয় সুসাধিত।
সেইরূপ, ঈশ্বরে নির্ভরশীল
আরাধনারত নিষ্কাম করমীজন
ত্রিগুণ-অতীত, অনায়াসে লভে সেই
কাম্য ফল বিনা কামনায়, বেদ-উক্ত
কর্ম্মকাণ্ডে রহিয়াছে বর্ণনা যাহার
অতীব মধুর।

'হে পার্থ, কভু না করিবে কর্ম্ম
ভোগলালসার লোভে ; কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে
কর্ম্ম একান্ত কামনাহীন করিবে
নিয়ত। তেমনই নিষ্ক্রিয় কভু, কভু
না রহিবে। চিত্ত নাহি লভে কভু
নির্ম্মলতা, পবিত্রতা তার, কামনাবিহীন
কর্ম্ম অনুষ্ঠান বিনা। আর চিত্তশুদ্ধি
নাহি যদি হয়, তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়
চির অসম্ভব। তাই তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থীর
আছে শুধু কর্ম্মে অধিকার, নাহি তার

কোনও অধিকার কর্ম্মফলে কভু।
'ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া তুমি,
পরিহার করি' কর্ম্মফলের বাসনা,
পরিহার করি' নিজ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের
অভিমান, করিয়া বর্জ্জন হর্ষবিষাদের
ভাব সিদ্ধি কিম্বা অসিদ্ধিতে তব
কৃতকরমের, কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
নিয়ত ভাবিয়া মনে, করিতেছ কর্ম্ম
তুমি শুধু আরাধনালাগি' সেই
পরম ঈশ্বরে। এইরূপে চিত্তবৃত্তি
নিয়ত চঞ্চল লভে মুক্তি চঞ্চলতা
হ'তে, লভে এক সমতা সুন্দর। সেই
সাম্য অচঞ্চল চিত্তবৃত্তিভাব যোগ
নামে অভিহিত। ধনঞ্জয়, হও তুমি
তেমনই যোগস্থ।
'সকাম নিষ্কাম দুই কর্ম্মের
মাঝারে, জানিও সকাম কর্ম্ম অতি
হীন তুলনায়। তুমি কর অনুষ্ঠান
কামনাবিহীন তাই নিষ্কাম করম,
একান্ত সংশয়হীন একান্ত নির্ভরশীল

পরম ঈশ্বরে। সকাম করমিগণ
অতি দীন জানিও ধরায়।

'নিষ্কামকরমযোগী লভে মুক্তি
ইহ জনমেই তার কৃত পাপপুন্যবন্ধন
ত্যজিয়া। তাই শুধু কামনাবিহীন কর্ম্ম,
দ্বন্দশূন্য দ্বীধাহীন কর্ম্মযোগ সাধনে
নিয়ত, হও তুমি যত্নবান। ইহাই
প্রকৃত যোগ।

'নিষ্কাম করমযোগী মনিষীসকল
ত্যজিয়া কর্ম্মের ফল, অনুষ্ঠান করি'
কর্ম্ম ঈশ্বরের আরাধনা লাগি,' লভে,
জ্ঞান অতীব মহান; লভে এক অনাময়
জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ-দারিদ্র্যবন্ধনহীন
চিরানন্দ ভাব।

'তুমিও তেমনই পার্থ, লভিবে
যখন সেই চিরানন্দ ভাব, করিয়া
নিষ্কাম কর্ম্ম ঈশ্বরের আরাধনা লাগি'
সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মফলে তব,
আর যখন তাহার ফলে আত্মবুদ্ধিরূপ
এই মূঢ় মোহভাব তব হবে বিদূরিত

ঈশ্বরপ্রসাদে, তখন তোমার সর্ব্ব সকাম
কর্ম্মের ফলে, শ্রুত বা শ্রোতব্য যাহা,
আপনি জন্মিবে এক বৈরাগ্য বিকট।
তখন শুনিয়া নানা কর্ম্মফল কথা,
নাহি হবে বিচলিত তুমি। তুচ্ছজ্ঞান
করিবে তখন তুমি সেই সব করমের
ফল। তখন তোমার বুদ্ধি নাহি হবে
বিক্ষিপ্ত চঞ্চল, তখন হইবে তুমি
স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থির অবস্থিত সমাধিতে
এক। তখন জানিবে তুমি লভিয়াছ
যোগফল, তত্ত্বজ্ঞান মহা।'

শুনি' হেন উপদেশ কেশবের মুখে,
করিলেন প্রশ্ন পার্থ সবিনয় তারে—
'হে কেশব, কি লক্ষণ হয় প্রকটিত
হেন স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ জনে ?
আর কিরূপে করেন তিনি বাক্য
আলাপন, কিরূপে করেন অবস্থান
বিচরণ তিনি, যখন উত্থান তিনি
করেন সমাধি অন্তে ?'

উত্তরিলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—'হেন

স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ জন সর্ব্বভাবে
হন সমস্ত কামনাহীন সর্ব্বকাল তরে।
সমস্ত বাসনাশূন্য জীবন্মুক্ত যোগী তিনি,
সতত সন্তুষ্ট, আপনি আপনমাঝে
ধ্যানস্থ নিয়ত।

'ব্যুত্থিত, উত্থিত সমাধি অন্তে, হেন
স্থিতপ্রজ্ঞ স্থিতধী পুরুষ, মনন
করেন যিনি পরমাত্মা সদা
সমস্ত কামনাহীন, কভু নাহি হন
ক্ষুব্ধ কোনও দুঃখ দুর্দ্দশায়, কারণ,
জানেন তিনি অন্তরে অন্তরে তার,
দুঃখ দুর্দ্দশাও ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান।
অনাসক্ত রহেন সে জন তেমনই
সুখেতে তাঁর। সদা তিনি নির্বিকার,
অনুরাগ-ভয়-ক্রোধহীন, সদা তিনি
মমতাবিহীন পুত্রমিত্র আত্মীয় স্বজনে,
শুভাশুভে তাহাদের উদাসীন সদা;
অচঞ্চল অবিচল প্রিয় বা অপ্রিয়
বস্তু প্রাপ্তিতে সতত। নাহি প্রীতি তার,
নাহি দ্বেষলেশ। কচ্ছপ যেমতি পারে

সঙ্কুচিত করিবারে স্বীয় হস্তপদ আদি
ইচ্ছামত তার, তেমনই স্থিতধী ব্যক্তি
পারে করিবারে প্রত্যাহার আপন
ইন্দ্রিয় সব, শব্দ স্পর্শ আদি যত
বাহ্যবস্তু হ'তে অতি অনায়াসে, যাহাতে
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখদুঃখজ্ঞান নাহি পারে
করিবারে চঞ্চলিত তারে। জানিও
ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।

'অনাহারী জরাগ্রস্ত পীড়িত যে জন,
তাহারও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখদুঃখবোধ
হয় কিছু কম, ইন্দ্রিয়ের শক্তির
অভাবে, অনাহার জরা আর পীড়ার
কারণ, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে
ভোগের বাসনা থাকে পূর্ণ বিদ্যমান।
আর সুখদুঃখবোধহীন ভাব
স্থিতপ্রজ্ঞ জনে হয় ভোগের বাসনানাশে,
পরম আত্মার সহ পরম মিলনে।
ইহাই প্রভেদ তুমি জানিবে অর্জ্জুন,
অনাহারী জরাগ্রস্ত পীড়িত মানবে
আর সেই স্থিতপ্রজ্ঞ জনে।

'হে কৌন্তেয়, যত্নশীল বিবেকী
মানবমন ও প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ
করে ভোগে সবলে আসক্ত। কিন্তু মম
ভক্তগণ ইন্দ্রিয়-সংযত আমা-পরায়ণ
সক্ষম করিতে সদা সেই মত্ত
ইন্দ্রিয় দমন। মন আর ইন্দ্রিয় সকল
হয় যবে বশবর্ত্তী মানবের, প্রজ্ঞা
হয় প্রতিষ্ঠিত তার।

'সতত চিন্তনে জন্মে আসক্তি বিষয়ে ;
আর সেই আসক্তি তখন করয়ে
সৃজন বিষয়লাভের তরে প্রবল
আকাঙ্খা আর চেষ্টা ঐকান্তিক।
আর সেই চেষ্টা ও আকাঙ্খা যদি হয়
প্রতিহত কোনও রূপে, ক্রোধের উদয়
হয় তখনই অন্তরে। ক্রোধ হ'তে আসে
এক দারুন সংমোহ—হিতাহিত
জ্ঞানশূন্য ভাব, আর সংমোহ হইতে
আসে স্মৃতির বিভ্রম, ঘটায় বিস্মৃতি
যাহা, আর সেই স্মৃতিনাশ করে
বুদ্ধিনাশ, করে মৃতপ্রায় অচিরাৎ

বিষয় চিন্তনকারী আসক্ত জনেরে।
'কিন্তু মন যার বশবর্ত্তী সদা, আর
ইন্দ্রিয় সকল যার সেই বশীভূত
মনের অধীন, তিনি হন সর্ব্বক্ষণ
অনুরাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত। আর যদিও
করেন তিনি বিষয়সম্ভোগ সেই সব
বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তবু ঘটে
তার শান্তিলাভ। হেন শান্তিলাভ করে
তার সর্ব্বদুঃখ অবসান, আর এ হেন
প্রসন্নচিত্ত মানবের মন হয় স্থির
প্রতিষ্ঠিত, নাহি হয় কখনও চঞ্চল।
'যাহার ইন্দ্রিয়গণ নহে বশীভূত,
বুদ্ধি তার কভু নাহি হয় আত্মমুখী,
শান্তি তার কভু নাহি ঘটে তাই। চিত্ত
যার নহে শান্ত কভু, অশান্ত চঞ্চল
সদা, কোনও সুখ আছে তার ?
মানবের ভোগাকাঙ্খী সকল ইন্দ্রিয়মাঝে
যদি বা একটি মাত্র ইন্দ্রিয় তাহার
নাহি রহে বশীভূত তার, আর মন
যদি হয় সেই একমাত্র বশহীন

ইন্দ্রিয়-চালিত, তাহারই প্রভাবে হয়
বিবেক বিলুপ্ত তার, যেমতি তটিনীবক্ষে
তরণী বিধ্বস্ত হয় উন্মত্ত ঝঞ্ঝায়।
শব্দ-স্পর্শ-বিষয়-বিরত যার
ইন্দ্রিয়সকল, শুধু তারই প্রজ্ঞা
হয় প্রতিষ্ঠিত। স্থিতপ্রজ্ঞ শুধু
সেই জন।

'ইন্দ্রিয়-তাড়িত অজ্ঞ জনগণ রহেন
বিরত সদা আত্মনিষ্ঠালাভে, নিশীথে
বিরত যথা রহে জীবগণ সর্ব্বকর্ম্ম
হ'তে গভীর নিদ্রায়; কিন্তু জিতেন্দ্রিয়গণ
রহেন জাগ্রত মত্ত আত্মনিষ্ঠালাভে।
যেই তুচ্ছ বিষয়সম্ভোগে রহে জাগরিত,
রহে মত্ত অজ্ঞগণ, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ
সদা রহেন বিরত তাহে।

'পরিপূর্ণ সাগরের বারিরাশি যথা
হ্রাসবৃদ্ধিহীন, যদি ও অজস্র কত
তটিনীর ধারা মিশিছে তাহাতে, ঢালিছে
কার্পণ্যহীন কত বারিরাশি, তেমনই
সৌভাগ্যবশে ভোগের বিষয় নানা

যদি বা আপনি আসি' হয় উপস্থিত
স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মনিষ্ঠজনপাশে, তথাপি
রহেন তিনি বিকারবিহীন শান্ত
অচঞ্চল, পরিপূর্ণ অচঞ্চল সাগরের
প্রায়। কিন্তু ভোগাসক্ত জন তরে শান্তি
অসম্ভব। চিত্ত তার নিয়ত চঞ্চল।

'সমস্ত কামনা যিনি করি' পরিহার
সম্পূর্ণ আসক্তিহীন, নাহি যার
অহমিকালেশ, তিনিই লভেন শান্তি
ধরণীর মাঝে। ধনঞ্জয়, ব্রহ্মনিষ্ঠা
ইহা। যে জন করেন লাভ ব্রহ্মনিষ্ঠা
এই, তিনি নাহি হন মুগ্ধ, তিনি নাহি
হন বদ্ধ সংসারের মায়াপাশে।
মৃত্যুকালে শুধু ক্ষণেকের তরে এই
ব্রহ্মনিষ্ঠামাঝে স্থিতি করেন যে জন,
জন্ম-মৃত্যু-হীন ব্রহ্মনির্ব্বাণ তাহার
লাভ হয় ধ্রুব।'

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## কর্ম্মযোগ।

শুনি' সাংখ্যযোগ-উপদেশ কেশবের
মুখে, কহিলেন ধনঞ্জয়—'জনার্দ্দন,
জ্ঞানই যদি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হ'তে, তবে
কেন, হে কেশব, করিছ আমারে তুমি
করমে প্রবুদ্ধ—হিংসাত্মক যুদ্ধে এই?
কভু বা করিছ তুমি জ্ঞানের প্রশংসা,
কভু বা কর্ম্মের। হেন মিশ্র বাক্য তব
করিছে আমার বুদ্ধি বিমুগ্ধ দারুণ,
অক্ষম করিছে মোরে স্থিরীকৃত
করিবারে কর্ত্তব্য আমার। কহ মোরে
বিস্তারিয়া কি হইবে শ্রেয় মোর
তরে—জ্ঞানলাভ কিম্বা এই হিংসাত্মক
যুদ্ধ ভয়াবহ?'

কহিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন—
'কহিয়াছি আমি, অধিকারীভেদে, কর্ম্ম
আর জ্ঞান, এই দুই নিষ্ঠা আছে
মানবের তরে। জ্ঞানলাভ হয় তখনই
সম্ভব, যখন কামনাহীন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
চিত্ত-মলিনতা তার হয় বিদূরিত—
চিত্তশুদ্ধি ঘটয়ে যখন। জ্ঞান যার
নাহি হয় লাভ, অজ্ঞান যে জন,
সন্ন্যাসে তাহার নাহি হয় সিদ্ধিলাভ।
কর্ম্ম তাই কামনাবিহীন প্রথমে
করিবে তুমি। কেহ নাহি পারে রহিবারে
কর্ম্মহীন ক্ষণেকেরও তরে। সত্ত্ব,
রজ, তম এই গুণত্রয় প্রকৃতির
অলঙ্ঘ্য নিয়মে এক করিছে প্রবুদ্ধ
জীবে কর্ম্মে অনুক্ষণ। কর্ম্ম তাই
কামনাবিহীন করিতে হইবে সদা।
সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় যত,
যে জন করেন শুধু বিষয় চিন্তন,
সেই মূঢ় ত্যাগী জন কপট আচারী
শুধু। কিন্তু যিনি বশীভূত করি' তার

জ্ঞানেন্দ্রিয় সব প্রবল মনের বলে,
করেন করম সদা কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া
আসক্তিবিহীন, তিনিই মানবশ্রেষ্ঠ।
তুমি তাই করিবে নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান
একান্ত কামনাহীন, ঈশ্বরের আরাধনা
লাগি'। কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মত্যাগ হ'তে।
সর্ব্ব কর্ম্ম যদি কর তুমি ত্যাগ,
দৈনন্দিন দেহযাত্রা তব হবে না নির্ব্বাহ,
আর কর যদি কর্ম্ম তুমি ঈশ্বরের
আরাধনাহীন, ঘটিবে বন্ধন ধ্রুব
জন্মমৃত্যুরূপ। কর তাই কর্ম্ম শুধু
কামনাবিহীন ঈশ্বরের আরাধনা লাগি'।
'প্রজাপতি ব্রহ্মা পূরাকালে, সৃজন
করিয়া ব্রাহ্মনাদি প্রজাগণে আর
যজ্ঞ আদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নানা তাহাদের
লাগি', কহিলেন তাহাদের—'তোমরা
সকলে কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হও ক্রমে ক্রমে; এই যজ্ঞে সিদ্ধ হবে
অভীষ্ট সবার।' অবশ্য স্বীকার্য্য ইহা
কাম্য কর্ম্ম যজ্ঞ সদা, নহে ইহা

কামনাবিহীন। তথাপি ইহাও শ্রেষ্ঠ
অধিকারীভেদে কর্ম্মত্যাগ আর
দুষ্ট কর্ম্ম হ'তে। নিষ্কাম করম ও
দেয় ফল করমীরে আপন স্বভাবে
তার, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যবে হয়
অনুষ্ঠিত; কিন্তু নিষ্কাম করমী সেই
উত্তমাধিকারীজনে তাহা নাহি করে
আবদ্ধ ফলেতে। যজ্ঞ-অনুষ্ঠানও তাই
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সেই নিষ্কাম করমীতরে।
তোমরা সকলে তুষ্ট কর দেবগণে
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে, আর সে দেবতাগণ
করুন সকলে পুষ্ট তোমাদের সব,
প্রতিদানে তার স্নিগ্ধ বরষণে করি'
শষ্য উৎপাদন। কল্যান সাধনে হেন
পরস্পর অভীষ্ট সাধিত হয়
জগতের মাঝে।

'অন্নপান আদি ভোগ্যবস্তু যাহা,
তুষ্ট দেবগণ যাগযজ্ঞে তোমাদের
করেন প্রদান স্নিগ্ধ বরষণে, তাহা
যদি কর ভোগ আপনি তোমরা শুধু,

না করিয়া নিবেদন সেই দেবগণে,
তবে সেই স্বার্থময় ভোগ হয়
চৌর্য্য-অপরাধসম। সম্পন্ন করিয়া
যাগযজ্ঞ আদি শাস্ত্রের বিধানে, শুধু
অবশিষ্ট তার ভোজন করেন যারা
সর্ব্বপাপমুক্ত তারা, কিন্তু যেই পাপী
জনগণ পূরণ করেন শুধু আপন
উদর, করি' অন্নপাক, তারা শুধু
করে 'পাপ' ভোজন জানিও।
'জীবদেহ লভে জন্ম শুক্র
ও শোণিতযোগে, উৎপত্তি যাহার
হয় অন্নপান হ'তে। অন্নের উৎপত্তি
হয় বরষণ হ'তে, আর যজ্ঞধূম
হ'তে মেঘ আর বর্ষণ তাহার ; আর
কর্ম্ম হ'তে হয় যজ্ঞ, আর বেদ হ'তে
হয় কর্ম্ম, আর পরব্রহ্ম হ'তে বেদ।
সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম তাই নিত্য
প্রতিষ্ঠিত যাগযজ্ঞমাঝে। হে পার্থ,
দুর্লভ মানবজন্ম লভি' যেই জন
নাহি করে এই যজ্ঞ আদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,

অব্যাহত রাখিবারে পরমেশ-প্রবর্ত্তিত
কর্ম্মচক্র এই, নরাধম সেই জন—
ব্যর্থ তার জীবন ধারণ।

'কিন্তু আত্মতৃপ্ত যেই জন,—প্রীতি,
তৃপ্তি, আনন্দ যাহার সদা বিরাজে
আপন মাঝে, কিছু নাহি কর্ত্তব্য তাহার।
কর্ম্ম কিম্বা কর্ম্মহীন ভাবে নাহি হয়
তার কোনও পুন্য কিম্বা পাপ। হেন
নরশ্রেষ্ঠ জন অতি মহাজ্ঞানী,
কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের অভিমানহীন, আর
তারই লাগি' হন তিনি সর্ব্ব
বিধিনিষেধের সীমার বাহিরে। হেন
জন কভু নাহি করেন প্রত্যাশা কোনও
কিছু কাহারও সকাশে। অমর
দেবতাগণও নাহি পারে কোনও বিঘ্ন
করিতে সাধন তার মোক্ষলাভপথে।
কিন্তু পার্থ, তোমা লাগি' কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
পরিহার করি' সর্ব্বফলের কামনা,
শুধু মাত্র বিধেয় জানিবে। চিত্তশুদ্ধি
তব ঘটিবে তাহাতে, আর তাহাতেই

হবে তব মোক্ষামৃতলাভ।
'শুধুমাত্র নিষ্কাম করমযোগে
মহর্ষি জনক আদি ঋষিগণ যত
লভিয়াছিলেন জ্ঞান। তুমি তাই কর
কামনাবিহীন কর্ম্ম জ্ঞানলাভ তরে।
আর জ্ঞান যদি লভিয়াছ তুমি, আর
কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠান তাই, নাহি যদি
প্রয়োজন তব, তথাপি তোমার লাগি'
কর্ম্ম অনুষ্ঠান লোকশিক্ষাতরে একান্ত
বিধেয়। কারণ, সাধারণ জনগণ
নিয়ত করেন চেষ্টা অনুসৃত করিবারে
শ্রেষ্ঠ জনগণে।
'হে পার্থ, ত্রিভুবনে মোর লাগি'
নাহিক কর্ত্তব্য কোনও, প্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত
কিছু নাহিক আমার ; তথাপি নিয়ত
আমি করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান। আমি যদি
কর্ম্ম নাহি করি, কর্ম্মহীন অলস
জীবন যদি করিহে যাপন আমি,
অজ্ঞ জনগণ তবে অনুসরি' মোরে
হেলন করিবে স্বীয় কর্ত্তব্য সকলে,

আর ধর্ম্মনাশ ঘটিবে তাহাতে, আর
তাহাতেই হবে বর্ণসংকর উৎপন্ন,
আর সেই জারজ সন্তানে হবে বিনষ্ট
সমাজ; আর আমি হব কারণ তাহার।
'জ্ঞানী জনগণ তাই নিয়ত করিবে
কর্ম্ম আসক্তিবিহীন লোকশিক্ষাতরে,
আসক্তির বশে কর্ম্ম করে যথা অজ্ঞগণ
'আমিত্বের' অভিমান-তাড়নায়।
'জ্ঞানীজনগণ সদা করিবেন
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দান কর্ম্মাসক্ত
অজ্ঞজনে, তত্ত্বজ্ঞান লাভে যার নাহিক
ক্ষমতা, আর আপনারা করি' কর্ম্ম
সেই উপদেশ মত করিবেন উৎসাহিত
সেই অজ্ঞজনে যাহাতে তাহার নিজ
কর্ম্মবুদ্ধি 'পরে নাহি হয় কভু কোনও
সংশয় উদয়। নতুবা সে অজ্ঞজন
কভু নাহি লভিবে জীবনে চিত্তশুদ্ধি
আর কভু না লভিবে জ্ঞান।
'সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ে
প্রকৃতির, কর্ম্ম হয় সাধিত জগতে,

আর মূঢ় অহঙ্কারীজন ভাবে মনে,
সেই করে কর্ম্ম তার আপন ক্ষমতাবলে,—
নাহি পারে বুঝিবারে, কর্ম্মের ক্ষমতা তার
নহে তার ক্ষমতা আপন, নাহি পারে
বুঝিবারে সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়
প্রকৃতির দেয় তারে ক্ষমতা কর্ম্মের।
কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী মহাজন যিনি, তার
মাঝে নাহি কোনও অহমিকা-জ্ঞান।
তাই তিনি কভু না ভাবেন মনে,
ইন্দ্রিয়-সাধিত কর্ম্ম সব তার, তাহারই
আপন কর্ম্ম; তাই তার কোনও কর্ম্মে
নাহি কর্ত্তৃত্বের অভিমানলেশ।

'সত্ত্ব, রজ, তম, প্রকৃতির এই তিন
গুণমুগ্ধ যারা, তাহারা আসক্ত সদা,
ইন্দ্রিয়সাধিত যত কর্ম্মে তাহাদের
হেন স্বল্পবুদ্ধি আসক্ত কর্ম্মীরে
জ্ঞানীগণ কভু নাহি করিবেন
উপদেশ দান কর্ম্মত্যাগ তরে, কভু
নাহি করিবেন উপদেশ দান
তত্ত্বজ্ঞানলাভে। এহেন জনের নাহি

কোনও অধিকার তত্ত্বজ্ঞানলাভে—
উপযুক্ত নহেক সে জন বুঝিবারে
তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ, অথচ ঘটিবে তার
শ্রদ্ধাহানি ধ্রুব হেন উপদেশে, সেই
সব কর্ম্মে তার, যাহে তার আছে
অধিকার, সাধিতে যে সব কর্ম্ম
রহিয়াছে ক্ষমতা তাহার।

'হে অর্জ্জুন, তুমি তাই কর যুদ্ধ
শোকশূন্য চিত্তে তব, সম্পূর্ণ কামনাহীন,
পরিহার করি' সেই যুদ্ধকর্ম্মে তব
সমস্ত মমত্বজ্ঞান, অহমিকাবোধ,
সমর্পণ করি' তার সর্ব্ব দোষগুণ
সর্ব্ব ফলাফল একান্ত আমার 'পরে।
তুমি তাই কর যুদ্ধ, অন্তরে চিন্তন
করি' তুমি নাহি করিতেছ যুদ্ধ এই
অহমিকাবশে। হে অর্জ্জুন, তুমি তাই
কর যুদ্ধ সম্পূর্ণ কামনাহীন, মর্ম্মে
মর্ম্মে শুধু করি' অনুভব করিতেছ
যুদ্ধ তুমি ত্রিগুণ-চালিত সেই
প্রকৃতি-নিয়মে, সর্ব্বশক্তিমান সেই

ঈশ্বরের প্রেরণায় শুধু, একান্ত
কর্ত্তব্যবোধে, পরম নির্ভরশীল
পরম ঈশ্বরে

'ধনঞ্জয়, শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে যাহারা
অসূয়াবিহীন চিত্তে নিয়ত করেন
কর্ম্ম আমার এ উপদেশ মত,
কর্ম্মমুক্ত হয়েন তাহারা, আর যারা
করে ছিদ্র অন্বেষণ শুধু আমার
এ উপদেশমাঝে, আর নাহি করে
কর্ম্ম তারই লাগি', বিবেকবিহীন
সেই মূঢ়গণ নিশ্চিত বিনষ্ট হয়
জানিও অর্জ্জুন।

'পূর্ব্ব কর্ম্ম হ'তে লভে জীব
স্বভাব তাহার। আর সেই স্বভাবের
শকতি জানিও অতীব প্রবল জীবে।
জ্ঞানীজনও করেন কত না কর্ম্ম সেই
স্বভাবের বশে, যদিও জানেন তিনি
শাস্ত্রবিধিনিষেধ সকল। এমনই
প্রবল পূর্ব্বকর্ম্মলব্ধ সেই স্বভাবের
উত্তেজনা। ইন্দ্রিয়দমন-চেষ্টা উপদেশে

তাই, ব্যর্থ হয় অহরহ পূর্ব্বকর্ম্মলব্ধ
সেই স্বভাবের তাড়নায়।

'ইন্দ্রিয় সকল সদা স্বভাবের বশে
অনুরাগী ভোগে, চাহে শুধু ভোগ তারা,
কিন্তু তুমি নাহি হবে পার্থ, বশীভূত কভু
ভোগলিপ্সু সেই সব ইন্দ্রিয়গণের,
কভু না করিবে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়।

'যদি বা আপন ধর্ম্ম দোষদুষ্ট হয়,
তথাপি আপন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়।
সর্ব্বগুণযুক্ত পরধর্ম্ম কভু নহে সাধ্য,
সাধনীয়। জানিও পরের ধর্ম্ম সদা
ভয়াবহ। স্বধর্ম্ম পালন তাই করিবে
নিয়ত। স্বধর্ম্ম পালনে যদি ঘটয়ে
নিধন, তথাপি জানিবে তাহা সদা
শ্রেয়তর ভয়াবহ পরধর্ম্ম হ'তে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ জানিও অর্জ্জুন,
যুদ্ধত্যাগ পরধর্ম্ম তার। তুমি তাই
কর যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয়।'

শুনি' হেন বাক্য নারায়ণ-মুখে,
জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয় তারে চিন্তাকুল

মনে—'ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন মানুষেরে
কেহ সবলে নিষিদ্ধ কর্ম্মে করিছে
নিযুক্ত সদা। কেন হয় এইরূপ
কহ মোরে নারায়ণ।'

কহিলেন ভগবান অর্জ্জুনে
তখন—'তাহার কারণ মূল কাম—
কামনা যাহার নাম। কামনা যদি বা
হয় বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিহত কভু,
তখনই তা' পরিণত হয় ক্রোধে।
রজোগুণ হ'তে হয় উৎপত্তি ইহার—
অতি উগ্র অতি তীব্র। আর কামের
স্বভাব এই, তৃপ্ত নাহি হয় ইহা কভু,—
ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল, মোক্ষমার্গশত্রু
ভয়ঙ্কর। ধূম্র যথা জ্বলন্ত অনলে,
মলা যথা উজ্জ্বল দর্পনে, জরায়ু
গর্ভকে যথা রাখে আবরিয়া, তেমনি
এ কামশত্রু তীব্র ভয়ঙ্কর আবরিয়া
রাখে তত্ত্বজ্ঞানে। হে কৌন্তেয়,
জ্ঞানীজনশত্রু এই সর্ব্বগ্রাসী কাম
আবরিয়া জ্ঞানের আলোক, নিয়ত

বর্দ্ধিত করে সন্তাপ নরের। ইন্দ্রিয়,
বুদ্ধি ও মন করিয়া আশ্রয়, আচ্ছন্ন
করিয়া ক্রমে বিবেক নরের, এই
কামশত্রু করে মুগ্ধ তারে, করে তারে
বিচলিত আপন কর্ত্তব্য পথে, নিত্য
সৃজি', নব নব কামনা তাহার মনে।
তুমি পার্থ, অতি সাবধানে রবে
দূর ব্যবধানে তাই জ্ঞান ধ্বংসকারী
এই কামশত্রু হ'তে সংযত করিয়া
নিজ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন। তুমি তাই
করিবে বিনাশ এই জ্ঞান ধ্বংসকারী
মহাপাপ কাম।

'জ্ঞানের ইন্দ্রিয় পঞ্চ, শ্রেষ্ঠ দেহ হ'তে,
আর মন শ্রেষ্ঠতর সেই পঞ্চেন্দ্রিয় হ'তে,
আর সংশয়বিহীন বুদ্ধি আরও
শ্রেষ্ঠতর সেই মন হ'তে, আর আত্মা
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হ'তে সদা। তুমি পার্থ,
জানিবে নিশ্চয়, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
আত্মা সত্তা নির্ব্বিকার সাক্ষীরূপে এক
কামনাবিকৃত স্থূল দেহ-ইন্দ্রিয়ের,

আর অচঞ্চল, ধীর, স্থির করিবে
মনেরে তুমি প্রবল বুদ্ধির বলে
বিনষ্ট করিয়া এই চিরশত্রু কামরূপ
রিপু। তুমি হবে কামনাবর্জ্জিত সদা,
কামনা তোমার যেন কভু নাহি রহে।'

# চতুর্থ অধ্যায়।

## জ্ঞানযোগ।

কহিতে লাগিলা ধীরে শ্রীহরি অর্জ্জুনে—
'কহিয়াছিলাম এই কর্ম্মযোগ-উপদেশ
বিবস্বতে আমি অতি পুরাকালে।
বিবস্বত-পুত্র মনু পান তাহা তার পরে
আপন পিতার পাশে। আর ইক্ষ্বাকু
লভেন এই গুহ্য উপদেশ পিতৃদেব
মনুর সকাশে। নিমি আদি রাজ-ঋষিগণ
জানিতেন এই যোগ-কথা মুখ-পরম্পরা,
কিন্তু লুপ্ত ইহা মানব সমাজে আজি
কালের গতিতে। তুমি পার্থ, চিরভক্ত
প্রিয় সখা মম, তাই গুহ্য সেই রহস্য,
আজিকে কহিনু তোমার পাশে।'
উত্তর করিলা ধীরে অর্জ্জুন তখন—
'তুমি প্রভু লভিয়াছ জনম তোমার
কত পরে সূর্য্যদেব হ'তে, তবে কিরূপে

সম্ভব হয় তুমিই দিয়াছ তারে এই
যোগ-উপদেশ ?'
কহিলেন ভগবান উত্তরে তখন,—
'শুন ধনঞ্জয়, তুমি, আমি, আমরা
সকলে লভিয়াছি জন্ম কতবার,
জানি আমি তাহা, যদিও জাননা তুমি।
তাই এই উপদেশদান বিবস্বতে,
নহে অসম্ভব মোর লাগি'।
আমি চির নশ্বরতাহীন, আমি
চির জন্মবিবর্জ্জিত, পরম ঈশ্বর
আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সবার উপরে।
তথাপি আমারে আমি করিহে সৃজন
আপন মায়ার বলে, আশ্রয় করিয়া
শুদ্ধ সত্ত্বময়ী প্রকৃতি আপন, যখনই
ধর্ম্মের গ্লানি ঘটে ধনঞ্জয়, যখনই
অধর্ম্ম হয় প্রবল ধরায়। হে ভারত,
আমি হই আবির্ভূত ধরণীর মাঝে
রক্ষিবারে সাধুগনে, আর
বিনষ্ট করিতে যত পাপাচারিগণে
জগত-কল্যাণ লাগি'। আমি হই

আবির্ভূত যুগে যুগে এই ধরণীর
মাঝে স্থাপন করিতে ধর্ম্ম ধ্বংস
করি' গ্লানি অধর্ম্মের। হে অর্জ্জুন, সেই
মহাজন, জানেন যে জন এই
অত্যাশ্চর্য্য জন্মকর্ম্মরহস্য আমার,
যে অদ্ভূত রহস্যের বলে আমি লভি
জন্ম মানব সমাজে আপন ইচ্ছার বশে,
যদিও অতীত আমি জনম মৃত্যুর,
কৃতার্থ করিতে মম সৃষ্ট এ জগৎ,
আর করিবারে পূর্ণ বাঞ্ছা ভকত-জনের—
সেই মহাজন নাহি লভে জন্ম আর
দেহান্তের পরে ; সেই মহাজন প্রাপ্ত
হন আমাকেই শুধু।

'আমার শরণাগত কত ভক্ত মম
লভিয়াছে আমার এ শুদ্ধ সত্ত্বময় ভাব
আপন সাধনা মত লভি' মহা তত্ত্বজ্ঞান
আমারই কৃপায় বিষয়-আসক্তিহীন,
ভীতিক্রোধশূন্যচিত্ত, শুধু মাত্র
জন্মকর্ম্মতত্ত্ব মম আলোচনাফলে।

'শুন পার্থ, যে জন যে ভাবে করে

ভজনা আমারে—সকাম নিষ্কাম ভাবে,
কিম্বা শত্রু কিম্বা মিত্র ভাবে—সেই ভাবে
আমি তারে করি তুষ্ট, করি ফলদান।
যে কোনও পন্থায় নর করে কর্ম্ম তার—
অনুসরে মোরে, সেই পন্থা লয়ে চলে
তারে আমাতেই শুধু, আমি শুধু লভ্য
তার, গমনীয় স্থান। যদিও কামনাযুক্ত
করমের ফল অতি তুচ্ছ এ ধরায়,
তথাপি মানবগণ মুগ্ধ কামনায়, করে
কাম্য কর্ম্ম সদা, স্বভাবসুলভ মূঢ়
লালসার অধৈর্য্যের বশে, লভিতে
সহজলভ্য ফল করমের ; নাহি কোনও
ধৈর্য্য তাহাদের অপেক্ষিতে দূর-লভ্য
অক্ষয় ফলের লাগি'।

'সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়
প্রকৃতির, আর সেই গুণত্রয় অনুযায়ী
হয় কর্ম্ম মানবের, আর সেই কর্ম্মের
বিভাগ মত আমি সৃজিয়াছি ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়।
যদিও সৃজনকর্ত্তা আমিই ইহার

তথাপি 'অ-কর্ত্তা' আমি, নির্ব্বিকার,
বিকারবিহীন। সৃষ্টি আদি কোনও কর্ম্ম
নাহি পারে করিবারে লিপ্ত মোরে, কারণ
আমার নাহিক স্পৃহা কোনও কর্ম্মফলে।
যে জন জানেন মোরে হেন স্পৃহাহীন,
বিকারবিহীন, তিনি নাহি হন বদ্ধ
কর্ম্মের বন্ধনে। কর্ম্ম যদি হয় অনুষ্ঠিত
ফলাকাঙ্খাহীন, সেই কর্ম্ম নাহি হয়
কভু বন্ধনের হেতু। রাজর্ষি জনক আদি
মহাজনগণ করিয়াছে কর্ম্ম সদা
এমনই বৈরাগ্যে, আর লভিয়াছে
মোক্ষ তাই। তুমিও তেমনই পার্থ,
কর কর্ম্ম অনুসরি' তাহাদেরই প্রথা।

'জ্ঞানীজনগণও ভবে মোহাচ্ছন্ন
কর্ম্মাকর্ম্ম প্রভেদ নির্ণয়ে—নাহি পারে
বুঝিবারে কর্ম্ম কিবা অথবা অকর্ম্ম।
তোমারে কহিব তাই কর্ম্ম ও অকর্ম্ম
এই দু'য়ের মাঝারে কোথায় প্রভেদ
আছে। যদি সে প্রভেদ তুমি পার
বুঝিবারে, মুক্তিলাভ হইবে তোমার

সংসারবন্ধন হ'তে। অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম
আর কর্ম্মের প্রভেদজ্ঞান অবশ্য জ্ঞাতব্য।
কর্ম্মতত্ত্ব অতীব জটিল।

'অকর্ম্ম কর্ম্মের মাঝে হেরেন যেজন—
অর্থাৎ যে জন জানে নাহিক বন্ধন-ভয়,
নাহি হয় দোষভাগী কর্ম্মকর্ত্তাজন
কর্ম্ম যদি হয় অনুষ্ঠিত কর্ত্তৃত্বের
অভিমানহীন, হেনজন যোগী শুধু,
কর্ম্মী সেই জন। অথবা অকর্ম্মে কর্ম্ম
হেরেন যে জন—অর্থাৎ যে জন জানে
বাহ্য কর্ম্ম ত্যজি' মনে বিষয় চিন্তন
ঘটায় বন্ধন, আর সেই হেতু
অকর্ম্ম ও কর্ম্ম ভবে—হেন জনও
মহাযোগী, মহান্ করমী। সর্ব্ব কর্ম্ম
যার একান্ত কামনাহীন, মহাজ্ঞানী
সেই জন। কামনাবিহীন কর্ম্ম দেয়
এক মহাজ্ঞান তারে, আর সেই
মহাজ্ঞান করে ধ্বংস সকল বন্ধন তার।
কর্ম্মে যিনি অনাসক্ত, আসক্তিবিহীন
যিনি কর্ম্মফলে তার, আর তারই ফলে

যিনি নিত্যানন্দ নিরাশ্রয় সদা, উদাসীন
অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভে অথবা রক্ষণে
প্রাপ্ত বস্তুর তাহার, হেন উদাসীন
জন সদা মুক্ত, নির্লিপ্ত নিয়ত কর্ম্ম
আর কর্ম্মফল হ'তে, যদিও করেন
তিনি কর্ম্ম অনুক্ষণ। হেন কর্ম্মীজন
নাহি করে কর্ম্ম কভু যদিও ব্যাপৃত
তিনি কর্ম্ম অনুষ্ঠানে সদা; কর্ম্ম তার
অকর্ম্ম নিয়ত, কর্ম্মবন্ধনের ভোগ্
নাহি হয় কভু তার।

'কামনাবিহীন চিত্তে, সংযত
করিয়া দেহ আর মন, পরিহার
করি' কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের অভিমান, যে জন
করেন কর্ম্ম শুধুমাত্র দেহযাত্রা
নির্ব্বাহের লাগি', হেন কর্ম্মীজনও
নাহি হন বদ্ধ কভু করমে তাহার।

'তুষ্ট যিনি সদা অনায়াসলব্ধ
দ্রব্যে তার, নাহিক প্রচেষ্টা যার
লভিতে কিছুই, অথচ সন্তুষ্ট সদা
লভিয়াছে যাহা বিনা প্রচেষ্টায় শুধু

তাহাতেই, সুখদুঃখবোধ যার সতত
সমান, সদা যিনি নির্ব্বিকার সফলতা
কিম্বা বিফলতা মাঝে, তিনিই করেন
কর্ম্ম বন্ধনবিহীন। তারই কর্ম্ম শুধু
অকর্ম্মের প্রায়, আর অকর্ম্ম
তাহারই শুধু কর্ম্মের সমান।

'ফলাকাঙ্খাশূন্যচিত্ত রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত
যিনি, চিত্ত যার সদা অবস্থিত আত্মজ্ঞানে
শুধু, কর্ম্ম অনুষ্ঠান যিনি করেন নিয়ত
ঈশ্বরের আরাধনা লাগি'—হেন জন
কভু নাহি হন বদ্ধ করমে তাহার,—
সর্ব্ব কর্ম্ম তার, আর কর্ম্মসংস্কার তাহার
আপনি বিলুপ্ত হয় জানিও অর্জ্জুন।

'চিন্তন করেন যিনি ব্রহ্ম শুধু
যজ্ঞপাত্রে, যজ্ঞদ্রব্যে, অগ্নিহোমমাঝে,
সর্ব্বকর্ম্মে, কর্ম্মদ্রব্যে তার, এহেন
একাগ্রচিত্ত পুরুষ প্রধান প্রাপ্ত
হন ব্রহ্ম শুধু।

'কর্ম্মযোগীজন সশ্রদ্ধ দেবতা পূজা
করেন যে সব, দৈবযজ্ঞ তার নাম।

আর জ্ঞানযোগী যিনি, তাহার সমস্ত
কর্ম্ম করেন অর্পণ তিনি শুধু সেই
পরব্রহ্মে তার। জ্ঞানযজ্ঞ তারই নাম।

'ইন্দ্রিয়সংযমরূপ মহাযজ্ঞ
যিনি করেন সাধন, লভেন ক্ষমতা
করিবারে প্রত্যাহার চক্ষু কর্ণ আদি
সকল ইন্দ্রিয়গণে রূপরস আদি
সর্ব্ব ভোগ্যবস্তু হ'তে তাহাদের অতি
অনায়াসে, মহান্ সংযমযজ্ঞ করেন
তিনিই—ব্রহ্মচারী তিনি। আর যিনি
নাহি করি' প্রত্যাহার ইন্দ্রিয় তাহার
রূপরস আদি ভোগ্যবস্তু হ'তে তাহাদের,
সহজে করেন ভোগ সর্ব্ব ভোগ্যবস্তু
তাহাদের, অথচ আপনি সদা
আসক্তিবিহীন, সাধন করেন তিনি
গৃহীর ইন্দ্রিয়যজ্ঞ। গৃহী তিনি, অথবা
গৃহস্থযোগী।

'আর ধ্যাননিষ্ঠ জন, প্রজ্বলিত
জ্ঞানালোকে তার, রহেন ধ্যানস্থ স্বীয়
ধ্যেয় বস্তু পরম ব্রহ্মের মাঝে, আর

তাহাতে লভেন তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।
অস্থির চঞ্চল চিত্ত তাহাতেই তার
হয় স্থির অচঞ্চল, আর তাহাতেই
পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞান আর পঞ্চকর্ম্ম-ইন্দ্রিয়
তাহার নিরুদ্ধ সংযত হয়, আর
তাহাতেই মগ্ন তিনি আত্মানন্দসুখে
সদা। ইহাই সমাধিযজ্ঞ।

'আবার করেন কেহ দানযজ্ঞ
দ্রব্যময়, তপযজ্ঞ কেহ, কেহ যোগযজ্ঞ,
কেহবা স্বাধ্যায়যজ্ঞ—বেদাভ্যাস যার নাম।
বেদজ্ঞান যজ্ঞ কেহ করেন আবার।

'কেহ বা করেন যজ্ঞ প্রাণায়াম,—
যাহে একীকৃত হয় অপান বায়ুর সহ
প্রাণ বায়ু সাধকের,—রোধি' প্রাণ-অপান
বায়ুর গতি প্রচণ্ড কুম্ভকে। আবার
কেহ বা সংযত করে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি
সব সঙ্কুচিত করি' প্রাণ-অপানের
গতি কঠোর অভ্যাসে।

এই সব ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞবিদ্‌গণ,
যজ্ঞাভ্যাসে তাহাদের, হয়েন নিষ্পাপ

ক্রমে ; আর তারা যদি যজ্ঞঅন্তে
তাহাদের, ভোজন করেন শুধু
অমৃত স্বরূপ অন্ন সেই সব
যজ্ঞ-অবশিষ্ট যাহা, তাহাতে লভেন
তারা স্ববাঞ্ছিত ব্রহ্ম সনাতন। যেই
জন নাহি করে কোনও যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
নাহি তার স্বল্পসুখ-ইহলোক আর
সুখময় পরলোক নিশ্চিত তাহার লাগি'
চির অসম্ভব।

'এই সব ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের
বিধান উল্লিখিত আছে বেদে, কিন্তু
উৎপন্ন সে সব যজ্ঞ বাক্য, মন আর
দেহের কর্ম্মেতে। কর্ম্মের গুরুত্ব পার্থ,
অনুমেয় তাই। যদি তুমি পার বুঝিবারে
গুহ্য তত্ত্ব এই, আর কর যদি
কর্ম্ম অনুষ্ঠান সেই গুহ্য তত্ত্ব মত,
মোক্ষলাভ ঘটিবে তোমার ধ্রুব।

'শুন ধনঞ্জয়, জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ
সদা দ্রব্যময় দানযজ্ঞ দৈবযজ্ঞ হ'তে,
যেহেতু সমস্ত কর্ম্ম ফল সহ তাহাদের

জ্ঞানযজ্ঞে লভে পরিণতি জ্ঞানে।
তুমি তাই লভ সেই জ্ঞান, আত্মজ্ঞান
যাহা, সতত করিয়া সেবা তত্ত্বজ্ঞানী
মহাজনগণে, আর প্রশ্ন পরিপ্রশ্ন
করি' তাহাদের অন্তরের নম্রতায়।
তাহারা দিবেন তোমা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ।
হে পাণ্ডব, আত্মতত্ত্বজ্ঞান যদি কর
তুমি লাভ, আত্মীয়বধের শোক
মোহাচ্ছন্ন কভু নাহি করিবেক তোমা।
আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্ব জীবে তুমি
করিবে প্রত্যক্ষ তব আপন আত্মায়
অভিন্ন আকারে, আর আপনাকে তুমি
করিবে প্রত্যক্ষ আমারই মাঝারে—
সেই পরম আত্মায়।

'হে অর্জ্জুন, হও যদি অতি পাপী তুমি,
হও যদি পাপী তুমি সর্ব্বপাপী হ'তে
ধরণীর, তথাপি এ তত্ত্বজ্ঞান-তরণী
তোমারে করিবে উত্তীর্ণ সর্ব্বপাপ
হ'তে। জ্বলন্ত অনল যথা করে দগ্ধ
কাষ্ঠখণ্ড, করে তাহা ভস্মে পরিণত,

তেমনই এ তত্ত্বজ্ঞান করে ভস্মীভূত,
করে ক্ষয় সর্ব্ব কর্ম্ম মানবের। পবিত্র
জ্ঞানের মত নাহি আর ধরণীতে কিছু,
কিন্তু এ হেন দূর্লভ জ্ঞান লভ্য মানবের,
শুধু দীর্ঘকাল কর্ম্মযোগসাধনে যখন
লভে সে যোগ্যতা। শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ
জিতেন্দ্রিয়জন সক্ষম লভিতে এই
আত্মতত্ত্বজ্ঞান, আর যে জন লভেন
এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান, অচিরে পরম
শান্তি—মুক্তি যার নাম—লভেন সে জন।
আর শ্রদ্ধাহীন বিশ্বাসবিহীন অজ্ঞ
সংসারপীড়িত মূঢ় নরাধম লভয়ে
বিনাশ তার,—নাহি তার ইহকাল,
নাহি পরকাল, নাহি কোনও সুখ তার।
'ধনঞ্জয়, কামনাবিহীন কর্ম্মসাধনে
যে জন, সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বফলাফল তার
করিয়া অর্পণ যিনি পরম ঈশ্বরে
লভেন এ তত্ত্বজ্ঞান, করেন নিঃশেষে
ছিন্ন সমস্ত সংশয়—সেই আত্মদর্শীজনে
কর্ম্ম নাহি পারে করিতে আবদ্ধ কভু।

তুমি তাই কর ধ্বংস অজ্ঞান-উৎপন্ন
সর্ব্ব সংশয় তোমার আত্মজ্ঞান-তরবারি
করিয়া প্রয়োগ ; সাধন করহ
আত্মজ্ঞানসাধন-উপায় সেই
কর্ম্মযোগ তুমি ; করহ উত্থান ত্বরা,
কর যুদ্ধ ধনঞ্জয় ।'

# পঞ্চম অধ্যায়।

## সন্ন্যাসযোগ।

শুনিয়া শ্রীহরিমুখে কর্ম্মযোগ
উপদেশ এই, কহিলেন ধনঞ্জয়
সংশয়-আকুল,—'হে কৃষ্ণ, কর্ম্মত্যাগ
আর কর্ম্ম-অনুষ্ঠান, এই দুই বিপরীত
উপদেশ তুমি দিতেছ আমাকে। কহ
মোরে সবিস্তারে, কর্ম্মত্যাগ আর
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান, দু'য়ের মাঝারে কিসে
হবে সুনিশ্চিত কল্যাণ আমার।'

কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন—
'কর্ম্মত্যাগ আর কর্ম্ম-অনুষ্ঠান দুইই
হয় মুক্তিপ্রদ অধিকারীভেদে, কিন্তু
তোমা লাগি' বর্ত্তমানে কর্ম্মযোগই
ফলপ্রদ কর্ম্মত্যাগ হ'তে। শুন ধনঞ্জয়,
সেই নরশ্রেষ্ঠ জন, কর্ম্ম-অনুষ্ঠান

যিনি করেন নিয়ত ফলাকাঙ্খাহীন
রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, একান্ত কর্ত্তব্যবোধে,
শুধুমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা লাগি’,
তিনিই প্রকৃত ত্যাগী, তিনিই সন্ন্যাসী।
তিনি শুধু হন মুক্ত সংসারবন্ধন হ’তে।
অবোধ যে জন, সেই শুধু করে মনে
পার্থক্য রয়েছে কর্ম্ম আর সন্ন্যাসের মাঝে।
কিন্তু জ্ঞানীজন জানে কর্ম্ম আর
সন্ন্যাসের মাঝে নাহিক পার্থক্য কিছু—
দুইই হয় ফলপ্রদ সমভাবে
অধিকারীভেদে। কর্ম্মযোগী আর
কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী মানব—উভয়ে
করেন লাভ একই বস্তু—মোক্ষ যার নাম।
সত্যদর্শী জন পাশে কর্ম্ম আর
কর্ম্মত্যাগ একই বস্তু জানিও অর্জ্জুন।
‘ধনঞ্জয়, সন্ন্যাসগ্রহণ আর
কর্ম্মত্যাগ সেই হেতু, না লভিয়া
চিত্তশুদ্ধি কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে, অতীব
দুঃখের তুমি জানিবে নিশ্চয়।
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারী মহাযোগিগণ

শুদ্ধচিত্ত সদা, আর সেই হেতু
অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লভেন তাহারা
অতীব সত্বর। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বোপরি,
কিছু নাহি লাভ হয় চিত্তশুদ্ধি বিনা।
'কর্ম্মযোগীজন লভিয়া চিত্তের শুদ্ধি
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে করেন আপন দেহ
অনায়াসে বশীভূত, আর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়
তাহার তাহাতেই হয় তার আয়ত্ত-অধীন।
আর কহিয়াছি আমি, হেন জিতেন্দ্রিয় জন
আপনার আত্মামাঝে সকল ভূতের
আত্মা করেন প্রত্যক্ষ। নিজ আত্মা আর
সর্ব্বভূত-আত্মা তিনি হেরেন অভিন্ন।
হেন যোগীজন সতত নির্লিপ্ত, যদিও
করেন তিনি কর্ম্ম অনুষ্ঠান। হেন
তত্ত্বজ্ঞানী কর্ম্মযোগিগণ নিয়ত
ভাবেন মনে, চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ আদি
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-সাধিত কর্ম্ম নহে কর্ম্ম
তাহাদের,—তাহারা ভাবেন সর্ব্ব
ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্ম শুধু সেই সব
ইন্দ্রিয়গণের। এমনই নির্লিপ্ত তারা,—

কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের অভিমানহীন এমনই
তাহারা। যে জন করেন কর্ম্ম পরিহরি'
সর্ব্ব ফলের আকাঙ্খা, যে জন করেন
কর্ম্ম সমর্পণ করি' সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্ব
ফলাফল তার পরম ঈশ্বরে—হেন জন
কভু নাহি হন লিপ্ত কর্ম্ম আর কর্ম্মফলে
তার, জলস্থিত পদ্ম পত্র যথা লিপ্ত
নাহি হয় জলে, যদিও জলের মাঝে
স্থিতি তার সদা। ত্যজি সর্ব্ব ফল-অভিলাষ,
কর্ম্মযোগীজন করেন নিয়ত কর্ম্ম
দেহ মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়ের
দ্বারা, শুধুমাত্র চিত্তশুদ্ধি তরে।
যুক্ত কর্ম্মযোগীজন একনিষ্ঠ যিনি
পরম ঈশ্বরে, লভেন পরম শান্তি,
মোক্ষ যার নাম, নিয়ত করিয়া কর্ম্ম
ফলাকাঙ্খাহীন ; আর অযুক্ত যাহার
বুদ্ধি, বহির্ম্মুখী যিনি, তিনি হন বদ্ধ
কর্ম্মফলে তার, যেহেতু কামনাবশে,
কর্ম্ম তিনি করেন সতত। জিতেন্দ্রিয়
পুরুষ যে জন, তিনি তার নবদ্বার

জড়দেহে শুধু প্রবাসী জনের প্রায়
করেন বসতি, পরিহরি' সর্ব্ব কর্ম্ম তার
অন্তরে অন্তরে, নিয়ত চিন্তন করি'
সর্ব্ব কর্ম্ম তার নহেক তাহার কর্ম্ম, তারা
শুধু কর্ম্ম তার চক্ষু কর্ণ আদি
ইন্দ্রিয়গণের। জানেন সে জন কোনও
কর্ম্ম নাহি তিনি করেন আপনি, অথবা
করান কিছু কাহাকেও দিয়া। হেন
জিতেন্দ্রিয়জন নিয়ত করেন কর্ম্ম অথচ
নির্লিপ্ত তিনি কর্ম্মফলে তার সদা,
সদা অচঞ্চল।

'পরম ঈশ্বর নাহি করেন সৃজন
কর্ম্ম কিম্বা কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের অভিমান
জীবের মাঝারে, কিম্বা সুখ দুঃখ আদি
কর্ম্মফল তার শুধুমাত্র বহির্ম্মুখ
স্বভাবের বশে করে জীব নানা কর্ম্ম,
আর তাই তার কর্ত্তৃত্বের অভিমান,
আর তারই ফলে সুখ দুঃখ আদি
কর্ম্মফল তার।

'বিকারবিহীন আত্মা জীবের

মাঝারে, নাহি করে কোনও কর্ম্ম, নাহি করে কোনও পাপ, নাহি করে কোনও পুণ্য। সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা নহে কভু পুণ্যবান, নহে কভু পাপী। কোনও পাপ, কোনও পুণ্য নাহি কভু করে স্পর্শ তারে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন জীব ভাবে অজ্ঞানতাবশে, সেই করে কর্ম্ম সব, সেই করে পুণ্য পাপ আদি,—নাহি পারে বুঝিবারে এই মূঢ় অহমিকা তার, এই কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের বোধ শুধু জন্ম দেয় তার সর্ব্বপাপ সর্ব্বপুণ্য। সে যদি বুঝিতে পারে সে নাহি করিছে কিছু, শুধু তার ইন্দ্রিয়সকল করিতেছে কর্ম্ম সব, আর সে নহে ইন্দ্রিয় কিম্বা জড়দেহ তার, শুধুমাত্র লিপ্তিহীন সত্তা এক বিকারবিহীন সে, তবে নাহি কোনও পাপ হয় তার। শুধু মাত্র "আমি"-জ্ঞান, সর্ব্বকর্ম্মমাঝে তার, "আমি করিতেছি কর্ম্ম," এই মূঢ়ভাব, করে তারে মোহাচ্ছন্ন, আর এই অজ্ঞানতা

নাহি দেয় বুঝিতে তাহারে আপন
স্বরূপ তার। আর এই অজ্ঞানতা,
এই "আমি"-বোধ হয় যবে বিদূরিত
তার, তখনই স্বরূপ সেই পরম আত্মার
হয় প্রতিভাত, সর্ব্ব বস্তু যথা হয়
প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মিজালে সর্ব্ব
তমোর বিনাশে।

'বুদ্ধি যাহাদের পরম ঈশ্বরে স্থিত,
অর্থাৎ ঈশ্বরনিষ্ঠ যাহারা ধরায়,
ঈশ্বরপ্রসাদে তারা হয়েন নিষ্পাপ
লভি' জ্ঞান সুমহান্,—মুক্তিলাভ
ঘটে তাহাদের। "আমি করিতেছি কর্ম্ম"—
এই মূঢ় ভাব, এই অহমিকাবোধ লুপ্ত
হয় যবে, তখন রহেনা আর পুনর্জন্মহেতু।
তাই মুক্তি ধ্রুব তাহাদের।

'বিদ্বান বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণপ্রধানে,
কিম্বা হস্তী অশ্ব কুক্কুর প্রভৃতি বন্য
জন্তুগণে, আত্মবিৎ পণ্ডিতসকল
সমদৃষ্টি সদা। আত্মজ্ঞানী পণ্ডিত সকল
জানেন বিশেষ, একই আত্মা বিরাজে

সবার মাঝে—সর্ব্ব জীব তাই সমভাবে
নারায়ণ।
'চিত্ত যাহাদের অবস্থিত সমভাবে
সদা, অর্থাৎ যাহারা সর্ব্ববৈষম্যরহিত,
নাহি কোনও ভেদাভেদজ্ঞান যাহাদের,
তাহারা করেন স্থিতি ব্রহ্মের মাঝারে—
ব্রহ্মভাবাপন্ন তারা, জীবন্মুক্ত সদা।
হেন জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী যারা, তারা
নাহি হন হৃষ্ট প্রিয় বস্তুলাভে, অথবা
নাহিক হন অপ্রিয় বস্তুতে কভু
বিষন্ন-অন্তর—এমনই সংশয়শূন্য
মোহমুক্ত তারা। অনাসক্ত যারা
রূপ রস আদি সর্ব্ব বাহ্যবস্তুমাঝে,
অন্তরে লভেন তারা পবিত্র পরম
শান্তি, আর ক্রমশঃ অক্ষয় শান্তি
প্রাপ্ত হন তারা লভিয়া সমাধিমধু।
জ্ঞানীগণ কভু নাহি হন মুগ্ধ বিচলিত
বিষয়ভোগের সুখে। বিষয়ভোগের
সুখ দুঃখেরই কারণ শুধু, অতীব
নশ্বর। মৃতব্যক্তি মাঝে যথা

কামক্রোধ আদি কিছু নাহি হয়
প্রকটিত, যদিও ভোগের বস্তু আছে
বিদ্যমান চতুর্দ্দিকে তার, তেমনই
পরম যোগী ত্যাগী মহাজন রহেন
সতত ঊর্দ্ধে কামক্রোধ আদি সর্ব্ব ভাব
হ'তে। সক্ষম সতত যিনি করিবারে
জয় সর্ব্ব বাহ্যবস্তু ভোগের লালসা
তিনিই পরম যোগী। সতত লভেন
যিনি চিরানন্দ চিরসুখ আপন
আত্মার মাঝে, তিনিই পরম যোগী,
তিনিই হয়েন লীন পরম ব্রহ্মের
মাঝে। নিষ্পাপ সংশয়হীন সতত
সংযতচিত্ত মহাঋষিগণ,
সর্ব্বজীবহিতৈষী যাহারা সদা,
তাহারাই শুধু মোক্ষ লভেন ধরায়।
কামক্রোধবিবর্জ্জিত জিতচিত্ত
আত্মবিৎ সন্ন্যাসীসকল, জীবনে
জীবন্মুক্ত, মুক্ত তারা অন্তে জীবনের।
'শব্দস্পর্শ আদি সর্ব্ববিষয়-বিরাগীজন,
নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি ভ্রূযুগল মাঝে

আপনার, নিরুদ্ধ করিয়া স্বীয়
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নাসিকার অভ্যন্তরে,
করেন সংযত স্বীয় বুদ্ধি মন
ইন্দ্রিয় সকল, আর এমনই হয়েন
মুক্ত কামক্রোধ আদি সর্ব্বভয়
সর্ব্ব বাহ্যবস্তু হ'তে। হেন জন মুক্ত
সদা, মুক্ত সর্ব্বকালে।

'হে পার্থ, আমি শুধু ভোক্তা,
আমি শুধু ফলভোগকারী সর্ব্ব যজ্ঞ
সর্ব্ব তপস্যা আদির। পরম ঈশ্বর
আমি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর,
সর্ব্বজীব-সুহৃদ্ একান্ত। হেন যিনি
জানেন আমাকে তিনিই লভেন শান্তি।'

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## ধ্যানযোগ।

কহিতে লাগিলা আরও শ্রীকৃষ্ণ
অর্জ্জুনে—'হে অর্জ্জুন, যেই জন করে
কর্ম্ম শুধু মাত্র কর্ত্তব্যের বোধে, না করি'
অপেক্ষা কর্ম্মফলের লাগিয়া, তিনিই
সন্ন্যাসী, তুমি জানিবে নিশ্চয়, তিনিই
মহান্ যোগী। শুধুমাত্র অগ্নিসাধ্য
যজ্ঞকর্ম্মত্যাগীজন, শুধুমাত্র কর্ম্মত্যাগী
জন নহেক সন্ন্যাসী কভু, নহে যোগী
সেই জন। শুধুমাত্র ফলাকাঙ্খাহীন
কর্ম্ম কর্ত্তব্যের বোধে, সন্ন্যাসের চিহ্ন শ্রেষ্ঠ ;
কর্ম্মহীন জন কভু নহেক সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাস ও যোগের মাঝে নাহি কোনও
ভেদ ; একই বস্তু জানিবে উভয়।
কেহ নাহি হয় যোগী না হয় সন্ন্যাসী
না করিয়া পরিত্যাগ সঙ্কল্প তাহার,

না করিয়া পরিত্যাগ সকল কামনা।
যোগযুক্তি-অভিলাষী সাধক প্রথমে
শুদ্ধচিত্ত হইবে অবশ্য, করিয়া
নিষ্কাম কর্ম্ম। তবেই লভিবে সে যোগে
অধিকার, আর কর্ম্ম পরিত্যাগ হবে
সাধনা তখন তার। প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ,
না লভিয়া চিত্তশুদ্ধি কামনাবিহীন
কর্ম্ম করিয়া সাধন, নহেক যোগের
বিধি, নহে তাহা পন্থা সন্ন্যাসের।
যোগেচ্ছু সাধক যবে, সকল সঙ্কল্পত্যাগ
করিয়া সাধন, হয়েন আসক্তিহীন
কর্ম্ম আর কর্ম্মফলে তার, নাহি হন
বিচলিত, নাহি হন চঞ্চলিত
রূপরস আদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য
বিষয়েতে, তখনই হয়েন তিনি যোগারূঢ়
শুধু।

'উদ্ধার করিবে তুমি আত্মাকে আপন
বিষয়-আসক্তি হ'তে প্রবল মনের
বলে, যাহাতে নাহিক হয় অধোগতি
তার। আসক্তিবিহীন মন বন্ধু

জীবাত্মার, আর বিষয়ে আসক্ত মন
চির শত্রু তার। সক্ষম যে জন
করিবারে বশীভূত আপনার মন,
সক্ষম যে জন রহিবারে উর্দ্ধে আসক্তির,
অর্থাৎ আসক্তিহীন যে জন ধরায়,
সেই জন মিত্র তার আপন আত্মার,
আর আসক্ত যাহার মন নানা
ভোগবাসনায়, শত্রু তিনি আপনার।
জিতেন্দ্রিয় যিনি, নাহি হন বিচলিত
যিনি শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান
অপমানে, তাহারই আত্মায় হন পরমাত্মা
প্রকাশিত।

'তৃপ্ত যার আত্মা সদা শাস্ত্রলব্ধ
উপদেশে কিম্বা আপন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে,
লব্ধ যাহা আপনার অনুভূতিবলে,
নির্ব্বিকার যিনি সদা, বিজিত-ইন্দ্রিয়,
সমদৃষ্টি যিনি সদা সুবর্ণপাষাণে,
হেন জন যোগারূঢ়, যোগসিদ্ধ হেন জন।
সমবুদ্ধি যেই জন, সমদৃষ্টি যিনি
সকলের প্রতি, হিতাকাঙ্খী শত্রু মিত্র

সাধু পাপী নির্ব্বিশেষে যিনি, তিনিই
মহান্ যোগী, শ্রেষ্ঠ তিনি ধরার মাঝারে
জানিবে অর্জ্জুন।
'যোগারূঢ় যোগীজন রহিবেন
সদা নিরজনে কামনাবর্জ্জিতচিত্ত,
সতত সংযতচিত্ত আকাঙ্খাবিহীন
বিষয় আসক্তিহীন বিশুদ্ধ সমাধিমগ্ন
রহিবেন তিনি। হেন জন করিবেন
যোগাভ্যাস সদা চিত্তশুদ্ধি তরে,
সংযত করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয় সকল
ঐকান্তিক একাগ্রতা বলে, স্থির ভাবে
করি' আসন গ্রহণ পবিত্র অনতি উচ্চ
অথবা অনতি নিম্ন কুশের উপরে,
স্থাপি' মৃগচর্ম্ম কিম্বা বস্ত্র তদুপরি।
দেহযষ্ঠি গ্রীবা ও মস্তক রাখিবেন
সরল সু-স্থির, করিবেন দৃষ্টি তার
আপন নাসিকা অগ্রে নিবদ্ধ প্রশান্ত চিত্তে
স্থির অচঞ্চল। হেন ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠিত
যোগী মহাজন সম্পূর্ণ সংযতচিত্ত
করিবেন ধ্যান মোরে একাগ্র অন্তরে।

হেনভাবে যেই যোগীজন সক্ষম করিতে
স্বীয় মন সমাহিত সম্পুর্ণ সংযতচিত্ত,
লভেন পরম শান্তি, যেহেতু করেন
তিনি আমারই স্বরূপে স্থিতি।
যোগাভ্যাস কভু নাহি সম্ভব
অর্জ্জুন, অতীব ভোজনশীল কিম্বা
অতি উপবাসী জনে, অথবা সম্ভব
ইহা নহে কভু অতীব নিদ্রালু কিম্বা
জাগরণশীলে। শুধু মাত্র মিতাচারী
যিনি আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ
আদি সর্ব্ব কর্ম্মে তার—তারই লাগি'
যোগাভ্যাস দুঃখ-নিবারক, তারই
লাগি' হয় ইহা পরম শান্তির হেতু।
যোগাভ্যাসকালে যবে হয় চিত্ত
বাহ্যচিন্তাহীন, লুপ্ত যবে হয় তার
সর্ব্ব চঞ্চলতা, চিত্ত যবে হয় স্থিত
আপন আত্মাতে শুধু সম্পুর্ণ নিশ্চল,
তখনই যোগস্থ হন কামনাবাসনাশূন্য
সেই মহাজন। যোগাভ্যাসরত
যোগীজন সম্পুর্ণ সংযতচিত্ত

স্থির অচঞ্চল সদা, দীপশিখা যথা
রহে অচঞ্চল নির্ব্বাত প্রদেশে।
'যোগাভ্যাসে ক্রমে যবে মন
হয় বশীভূত শান্ত অচঞ্চল,
চিত্ত যবে হয় শুদ্ধ, হয় স্থির
আপনি আপন মাঝে, আর পরম-আত্মার
সহ পরম মিলন যবে ঘটে সাধকের,
সেই চিত্তশুদ্ধি, সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধের
ফলে, তখন সে যোগীজন ইন্দ্রিয়-অতীত
এক অপরূপ সুখ নিত্য সত্য
বচন-অতীত লভেন নিশ্চিত; তখন
নাহিক হন বিচলিত তিনি আপন
স্বরূপ হ'তে। তখন রহেন তিনি ধীর
স্থির অচঞ্চল আপনি আপন মাঝে।
ইন্দ্রিয়-অতীত সেই বচন-অতীত সুখ
সর্ব্ব সুখ হ'তে শ্রেষ্ঠ,—নাহি পার্থ, কোনও
সুখ ধরণীর মাঝে আর করিবারে পারে
যাহা অতিক্রম সেই মহাসুখে। সে
মহাসুখেতে যবে অবস্থিত হন
যোগীজন, নাহি হন অভিভূত তিনি

কোনও দুঃখে আর। সেই
মহাসুখ-অবস্থাই সুখদুঃখশূন্য যোগ—
চিত্তবৃত্তি-নিরুদ্ধ অবস্থা এক অতীব
মহান্। শৈথিল্যবিহীন ভাবে হেন
যোগাভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য সদা, অবশ্য
করিবে তুমি।

'সকল কামনা তুমি করি' পরিত্যাগ,
নিবৃত্ত করিবে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় তোমার
সর্ব্ব ভোগ্য বস্তু হ'তে তাহাদের প্রবল
মনের বলে—অর্থাৎ যদিও তব
ইন্দ্রিয় সকল করে কর্ম্ম তাহাদের,
মন তব রহিবেক লিপ্তিহীন সেই সব
কর্ম্ম হ'তে। এমনই মনের বলে
সংযত করিবে তব ইন্দ্রিয় সকল,
তার পর ধীর বুদ্ধিযোগে, অতি
ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিবে মন,
অন্তর্ম্মুখী করিবে তাহারে, আর নিহিত
করিবে সেই অন্তর্ম্মুখী নিরুদ্ধ মনেরে
আপন আত্মায়। তখন সে অন্তর্ম্মুখী
মন তব হবে লুপ্ত আত্মার মাঝারে,

রহিবে না কোনও চিহ্ন তার, কোনও
ক্রিয়া ভাবনা মনন চিন্তা রহিবে না
তার, সম্পূর্ণ বিলীন হবে আত্মার
মাঝারে, প্রাপ্ত হবে আত্মারই আকার।
আর সেই চিন্তাহীন ক্রিয়াহীন মন
যবে হবে লীন আত্মার মাঝারে
তখনই আত্মার স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ
হবে পূর্ণ প্রতিভাত।

'স্বভাব-চঞ্চল মন প্রমত্ত অস্থির,
সতত ধাবিত হয় বিষয় অন্তরে,
কিন্তু তথাপি সংযত তারে করিবে
আয়াসে, করিবে নিরুদ্ধ তারে, নিষ্ক্রিয়
চিন্তনহীন ধীর স্থির অন্তর্মুখী
লীন আত্মামাঝে।

'হেন রাজোগুণহীন শান্তচিত্ত
পাপহীন ব্রহ্মভাব-যোগীজন লভেন
সমাধিসুখ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ যাহা
ধরণীর মাঝে। হেন পাপমুক্ত
যোগীজন লভেন পরম সুখ
পরম আনন্দ, লভেন সাক্ষাৎ সেই

পরম ঈশ্বর সহ সদা সর্ব্বক্ষণ,
চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফলে ; আর যেহেতু
হয়েন তিনি সমদৃষ্টি সকলের
প্রতি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বকালে, সতত
প্রত্যক্ষ তিনি করেন সকল ভূতে
আপনার মাঝে আর আপনাকে
সর্ব্বভূতের মাঝারে। প্রত্যক্ষ করেন যিনি
আমাকেই শুধু সকল ভূতের মাঝে,
আর সর্ব্বভূত যিনি করেন প্রত্যক্ষ
আমারই মাঝারে, কখনও অদৃশ্য
আমি নাহি হই তাহার সকাশে অথবা
অদৃশ্য তিনি নাহি হন সকাশে আমার
কভু। যে জন জানেন আমি আছি
সর্ব্বস্থলে আছি সর্ব্বকালে, ভেদজ্ঞানহীন
সেই মহাজন করেন ভজনা মোরে,
প্রত্যক্ষ করেন মোরে সর্ব্ববস্তুমাঝে ;
তিনি হন সদা স্থিত সর্ব্ব অবস্থায়
আমারই মাঝারে। যেই যোগীজন
করেন সতত জ্ঞান অপরের সুখদুঃখ
আপনার সুখদুঃখ প্রায়, আর সেই হেতু

কামনা করেন সুখ সকল জীবের,
যোগীশ্রেষ্ঠ সেই জন।'

কহিলেন, অর্জ্জুন তখন—
'হে মধুসূদন, যেই সাম্যযোগকথা
তুমি কহিলে আমারে, মনের সমতা
যাহে হয় প্রতিষ্ঠিত, আমার বিশ্বাস
হয় সেই সাম্য মনোভাব নহেক
সম্ভব কভু দীর্ঘকাল তরে
স্বভাব-চঞ্চল এই মনের লাগিয়া।
আপনি চঞ্চল মন স্বভাবের বশে,
আর সে চঞ্চল মন দৃঢ় বলবান,
ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপকারী অতীব প্রবল।
যেমন সম্ভব নহে রুদ্ধ করা কভু
প্রবল পবনবেগ তেমনই দুঃসাধ্য
অতি চঞ্চল মনেরে করা ধীর
স্থির অচঞ্চল।'

কহিলেন ভগবান উত্তরে তখন—
'সত্য বটে মহাবাহো, স্বভাব-চঞ্চল
মন, আর অতীব দুঃসাধ্য করা তারে
অচঞ্চল, কিন্তু তথাপি সম্ভব ইহা

আয়াস-অভ্যাসে আর বৈরাগ্যের বলে।
যদিও দুঃসাধ্য এই যোগাভ্যাস
সেই জন লাগি' চিত্ত যার নহে
বশীভূত, তথাপি সক্ষম তিনি
লভিবারে এই যোগ, বশীভূত যদি
তিনি করেন চঞ্চল মন একান্ত আয়াসে।'
জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণে
তখন—'কহ মোরে প্রভু, কি গতি লভেন
সেই যোগীজন, যোগভ্রষ্ট হন যিনি
আপন শৈথিল্য বশে, অসম্যক
অনুষ্ঠানে তার, কিম্বা চিত্তচঞ্চলতা দোষে,
যদিও করেন তিনি প্রাথমিক
সাধনা তাহার সর্ব্বশ্রদ্ধা সহকারে?
তিনি কি হয়েন ভ্রষ্ট কর্ম্ম আর জ্ঞান
সর্ব্বমার্গ হ'তে, তিনি কি হয়েন ধ্বংস
পবন-তাড়িত ছিন্ন মেঘখণ্ডপ্রায় একান্ত
আশ্রয়হীন? তুমি প্রভু, করহ ভঞ্জন
সর্ব্ব সংশয় আমার। কেহ নাহি
পারে আর করিবারে বিদূরিত
এ সংশয় মম।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন ধীরে কহিলেন
ধনঞ্জয়ে—'যোগভ্রষ্ট জন কভু নাহি
হন ধ্বংস ইহ পরকালে।
শুভ-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারীজন নাহি
লভে কখনও দুর্গতি।

'যোগভ্রষ্ট জন লভেন জনম
দেহান্তে তাহার পবিত্র ধনীর গৃহে
কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানী যোগীকুলে, করিয়া
স্বরগবাস সুখে দীর্ঘকাল পুণ্য
কর্ম্মীজন প্রায়, ভুঞ্জি' সর্ব্ব সুখ সেথা।
হেন জন্ম অতীব দুর্লভ পার্থ, জানিবে
ধরায়। হেন জন্মলাভে সেই
যোগভ্রষ্ট জন হন আরও বেশী
যত্নশীল মোক্ষলাভ তরে আপন
সংস্কার বশে, যেহেতু হয়েন তিনি
পূর্ব্বজন্মবুদ্ধিযুক্ত আপন কর্ম্মের বলে।
যদি বা হয়েন তিনি মনোযোগহীন
ব্রহ্মনিষ্ঠালাভে, কোনও বাধা কোনও
বিঘ্ন বশে, তথাপি হয়েন তিনি
আত্মজ্ঞানেচ্ছু পূর্ব্বজন্ম-অভ্যাসের

বলে, আর সেই হেতু বেদ-উক্ত
কর্ম্মকাণ্ডক্রম তিনি করি' অতিক্রম
লভেন অধিক ফল পূর্ব্বজন্ম হ'তে
অতীব সহজে। সামান্য জিজ্ঞাসু জনও
প্রাপ্ত হন উর্দ্ধ গতি, আর যেই জন
সাধন করেন যোগ অতীব যতনে,
লভিবেন পরাগতি সর্ব্বপাপমুক্ত
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তার সাধনার বলে
লভি' পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান আপন সংস্কারে,—
নাহিক সন্দেহ তাহে।

'তপস্বী, করমী কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞানী
জন হ'তে যোগীজন শ্রেষ্ঠ সদা।
তুমি তাই হও যোগী, হও যোগী
ধনঞ্জয়। যোগীজনগণ মাঝে
পরম শ্রদ্ধায় যিনি করেন ভজনা
মোরে পূর্ণ প্রেমাসক্ত, সমর্পণ করি'
সর্ব্বমনপ্রাণ মোরে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী
তিনি। ইহাই আমার মত, শুন
ধনঞ্জয়। তুমি তাই ভক্ত মম হও
ধনঞ্জয়, সর্ব্বমনপ্রাণে।'

# সপ্তম অধ্যায়।

## জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ।

কহিতে লাগিলা আরও শ্রীকৃষ্ণ
অর্জ্জুনে—'শুন তবে কহিতেছি তোমা
কিরূপে জানিতে তুমি পারিবে সংশয়হীন
সমগ্র স্বরূপ মম সকল বিভূতি,
আমাতে আসক্তচিত্ত আমারই শরণাপন্ন
যোগযুক্ত তুমি আমারই কথিত সর্ব্ব
উপদেশ মত হও যদি ধনঞ্জয়।
কহিতেছি তোমা আমি অতি সবিস্তারে
আমার স্বরূপ-জ্ঞান বিজ্ঞানের সহ।
আমার স্বরূপ-জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞানশ্রেষ্ঠ
তুমি জানিবে ধরায়, যেহেতু আমিই
সেই পরাতত্ত্ব ভবে নশ্বরতাহীন,
রহিয়াছে যাহা সর্ব্ব নশ্বর বস্তুতে,
ধারণ করিছে যাহা নশ্বর সৃজন এই।
আমার স্বরূপ জানা জ্ঞান নামে

অভিহিত, আমার স্বরূপ জ্ঞানই
জ্ঞান এ জগতে। আর যার বলে সেই
অত্যাশ্চর্য্য পরাতত্ত্ব, অন্তর্নিহিত যাহা
নশ্বর বস্তুতে, করিছে উৎপন্ন সদা
কালের গতিতে সর্ব্ব বস্তু এই নশ্বর
সৃজন মাঝে, ধারণ করিছে এই
নশ্বর সৃজন, তারে জানা বিজ্ঞান
জানিও। আজি আমি সেই জ্ঞান—
আমার স্বরূপ-জ্ঞান,—আজি আমি
সে বিজ্ঞান—নশ্বরতাহীন মম
পরম তত্ত্বের এ নশ্বর সৃজন,—
কহিতেছি তোমা পার্থ। শুন তুমি
গাঢ় মনোযোগে। সম্যক যদি বা তুমি
পার জানিবারে এ জ্ঞানবিজ্ঞান-কথা
তোমার জ্ঞাতব্য আর রহিবে না
কিছু ভবে।

'সহস্র মানব মাঝে ক্বচিৎ কভু বা
এক ভাগ্যবান জন করেন যতন
লভিবারে জ্ঞান মম স্বরূপের। কিন্তু
হেন শতশত ভাগ্যবান জনমাঝে

যাহারা করেন যত্ন জানিবারে স্বরূপ
আমার, ক্বচিৎ কভু বা মাত্র এক জন
অতি ভাগ্যবান জানেন প্রকৃত রূপে
সে গুহ্য স্বরূপ মম—লভেন প্রকৃতরূপে
জ্ঞান আর বিজ্ঞানের জ্ঞান।

'আমার প্রকৃত রূপ, স্বরূপ
আমার—ভূমি, বারি, বহ্নি, বায়ু, ব্যোম
আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—অষ্ট ভাগে
এই হয়েছে বিভক্ত জড় জগতের
মাঝে। এই অষ্ট বিকাশ আমার, এই
অষ্ট প্রকৃতি আমার—ভূমি, বারি, বহ্নি,
বায়ু, ব্যোম আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—
সর্ব্বথা চেতনাহীন, নহে তারা শ্রেষ্ঠ তাই,
'অপরা' তাহারা। কিন্তু ততোধিক শ্রেষ্ঠ
এক নিয়ত চেতনাযুক্তা 'পরা' শক্তি
মম রহিয়াছে তুমি জানিবে অর্জ্জুন,
আর সে চেতনাযুক্তা 'পরা'শক্তি মম
ধারণ করিছে এই নশ্বর সৃজন।

'এই জড়া প্রকৃতি আমার—ভূমি,
বারি, বহ্নি, বায়ু, ব্যোম, আর মন, বুদ্ধি,

অহঙ্কার, 'পরা' নহে যাহা, 'অপরা'
যাহারা, চেতনাবিহীন যারা, আর সে
চেতনাযুক্তা পরমা প্রকৃতি মম, সেই
'পরা' শকতি আমার চেতনা যাহার
নাম, অত্যাশ্চর্য্য মিলনে তাদের
সৃজিয়াছে সর্ব্বভূত জগৎ মাঝারে।
চেতনাবিহীন জড়া প্রকৃতি আমার
লভে জন্ম দেহরূপে আর সে চেতনাযুক্তা
পরমা প্রকৃতি মম লভিয়া প্রবেশ
সেই চেতনাবিহীন দেহে ধারণ
করিছে তারে, করিতেছে সচেতন
প্রাণবন্ত তারে। যেহেতু 'অপরা' 'পরা'
সর্ব্ব প্রকৃতিই মম, আমারই বিকাশ
শুধু, আমিই এ জগতের সৃজন
লয়ের হেতু—মূলীভূত কারণ তাহার।
তাই, ধনঞ্জয়, জগতের সৃষ্টি আর
প্রলয়ের আমি বিনা অন্য কোনও
নাহিক কারণ ; আমিই এ জগতের
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু। মণি, রত্ন
যথা রহে সূত্রে গ্রথিত কৌশলে,

তেমনই আমার সৃষ্ট এ বিশ্বজগৎ
গ্রথিত আমারই মাঝে, আমাতেই স্থিত।
'হে কৌন্তেয়, আপন বিভূতিবলে
করি আমি অবস্থান সর্ব্বজীবে,
সর্ব্ববস্তুমাঝে। রসরূপে আমি আছি
জলমাঝে, চন্দ্রসূর্য্যমাঝে আমি
প্রভারূপে আছি, প্রণব ওঁকাররূপে
বেদের মাঝারে, শব্দরূপে আমি
আছি উর্দ্ধ ব্যোমে, অদ্ভুত পৌরুষরূপে
মানবের মাঝে।
'আপন বিভূতিবলে পৃথিবীতে
প্রিয় পুণ্যগন্ধ আমি, বহ্নিতে দীপ্তির
রূপে, প্রাণবায়ুরূপে আমি সর্ব্বজীবমাঝে,
আর তপরূপে তপস্বীগণের মাঝে
আছি আমি সদা। আমিই প্রকৃত হেতু
স্থাবরজঙ্গম এই মহান্ বিশ্বের,
সকল ভূতের আমি মূলীভূত বীজ।
বুদ্ধি আমি বুদ্ধিমান জনমাঝে, তেজ
আমি তেজস্বিগণের। শক্তি আমি
শক্তিমান জনমাঝে, রজস্তমশূন্য

সত্ত্বগুণ আমি তাহাদের, যাহার
অদ্ভুত বলে করে তারা ধর্ম্ম আচরণ।
আমিই আবার সেই কামনা জীবের,
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যাহা নহেক কখনও,
ধর্ম্মপথে যে কামনা নহে অন্তরায়,
যে কামনা প্রয়োজন শুধু দেহের ধারণে
আর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে,—আমি সেই কামনা
জীবের।

'শম, দম আদি সত্ত্বময় ভাব,
হর্ষ, অহঙ্কার আদি রাজসিক, আর
শোক, মোহ আদি তামসিক ভাব,
নিয়ত প্রকট যাহা মানবের মাঝে
কর্ম্মফলে তাহাদের, জানিবে তাহারা সব
আমারই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-সঞ্জাত,
কিন্তু আমি নহি কভু সেই ত্রিগুণ-অধীন
জীবের মতন,—ত্রিগুণ অধীন মম।
সর্ব্ব প্রাণিগণ এই জগতের মাঝে
আমারই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি-চালিত।
তাই জীব নাহি পারে বুঝিবারে
ত্রিগুণ-অতীত আমি অক্ষয় আনন্দ

এক, নাহি পারে বুঝিবারে আমিই নিয়ন্তা এই বিশ্বজগতের। অতীব দুস্তরা এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়া অলৌকিক, অতীব দুরতিক্রম্য। কিন্তু ভজনা যাহারা মোরে করেন অন্তরে সর্ব্বভক্তি সহকারে, তাহারা সক্ষম হন করিবারে অতিক্রম আমার ত্রিগুণময়ী মায়ার বিকাশ।

'যাহারা বিবেকশূন্য, নরাধম পাপাচারী যারা, মোহাচ্ছন্ন যাহাদের জ্ঞান মায়ার প্রভাবে, দম্ভ দর্প অভিমান আদি আসুরিক ভাবে পূর্ণ যারা এ ধরায়, তারা নাহি করে কভু ভজনা আমার। হে অর্জ্জুন, রোগগ্রস্ত বিপন্ন যে জন, কিম্বা যে প্রকৃত জ্ঞানী, অথবা জ্ঞানেচ্ছু, অথবা যে জন করে ঐশ্বর্য্য কামনা ইহ-পরকালে, এ হেন সুকৃতিশালী ভক্ত চতুর্ব্বিধ শুধু ভজনা করেন মোরে। এ হেন সুকৃতিশালী ভক্তগণ মাঝে, মদর্পিতচিত্ত জ্ঞানী ভক্তজনই হন

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রিয় মোর, কারণ
তিনিই জানেন মম প্রকৃত স্বরূপ,
আর ভজনা করেন মোরে ভক্তি ভরে.
তাই। অতি প্রিয় আমি তত্ত্বজ্ঞানীজন
পাশে, আর তত্ত্বজ্ঞানীজনও মম প্রিয়
অতিশয়। অপর ভকতগণও—
জ্ঞানেচ্ছু, বিপদগ্রস্ত কিম্বা ভোগৈশ্বর্য্যকামী—
অতীব মহান্, মোক্ষভাগী তাহারাও
হন। কিন্তু তুমি জানিবে অর্জ্জুন,
জ্ঞানী ভক্তগণ হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সবার
উপরে, কারণ তত্ত্বত তারা আমারই
স্বরূপ, কারণ নিয়ত একান্তচিত্ত
চির অবস্থিত তারা আমারই মাঝারে,
সদা তারা আমা-পরায়ণ। হেন জ্ঞানী
ভক্তগণ লভি' পুণ্য ক্রমান্বয়ে
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমে তাদের, পরিশেষে
লভেন আমারে, যখন অন্তরে তারা
করেন প্রত্যক্ষ মোরে সর্ব্ববস্তুমাঝে,—
আমা-ময় এ বিশ্বজগৎ, হেন জ্ঞানে
হন যবে প্রতিষ্ঠিত তারা। কিন্তু

হেন জ্ঞানী ভক্তজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি
সর্ব্ববিধ ভক্তজন মাঝে, অতীব
বিরল ভবে।

'বিবিধ কামনাহত হৃতবুদ্ধি
যারা ভবে, কামনায় কলুষিত
অন্তরে তাহারা ভজনা করেন যত
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণের কামনায়
পূর্ণ ব্রত-উপবাসে, শুধু স্বীয় কামনার
বশে। আমার ভজনা তারা নাহি কভু
করেন জীবনে। কিন্তু অন্তর্যামীরূপে
আমি করি হেন সকাম জনেরও
ভক্তি অচলা তাহার স্বীয় ভকতির
দেবতায়, অর্চ্চনা যখন তিনি করেন
সে দেবতার প্রকৃত ভকতি ভরে ;
এবং তখন লভেন তিনি আমারই
প্রদত্ত ফল সেই দেবতার বরে।
কারণ সে সব দেবতাগণও আমারই
বিকাশ শুধু। ফল তাই লভেন
সে জন,—নিষ্ফল পূজন তার ও নাহি
হয় কভু। কিন্তু সেই সব লব্ধ ফল

অতীব বিনাশশীল। হেন দেবপূজাশীল
জন স্বল্পস্থায়ী দেবলোক শুধু প্রাপ্ত
হন তার সকাম সে দেবপূজাফলে,
আর আমার ভজনাকারী ভক্তজনগণ
লভেন অনন্ত এক অক্ষয় আনন্দরূপ
আমাকেই শুধু। স্বল্পবুদ্ধি জনগণ
জগতের মাঝে নাহি জানে অব্যক্ত
অক্ষয় মম প্রকৃত স্বরূপ, আর
তাই তারা ভাবেন আমারে দেহধারী
মানবের মত। আমি সদা মায়াচ্ছন্ন
আপন যোগের বলে, অপ্রকট তাই
আমি আপন স্বরূপে এই মানবসমাজে।
মূঢ় এই জনগন তাই নাহি পারে
বুঝিবারে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত মোরে
পরম ঈশ্বর জ্ঞানে।

'হে অর্জ্জুন,' বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ,
অতীত, ত্রিকাল—সকলই আমার জ্ঞাত,
কিছু নহে অজ্ঞাত আমার। কিন্তু কেহ
নাহি জানে মোরে, কেহ নাহি জানে মোর
প্রকৃত স্বরূপ কেহ নাহি জানে আমি

পরম ঈশ্বর।

'জন্ম যবে লভে জীবগণ,
স্থূল দেহ যবে তারা করয়ে ধারণ,
তখনই স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছা দ্বেষ আদি
লভে জন্ম তাহাদের মাঝে, আর
তখনই তাহারা হয় মোহাচ্ছন্ন গাঢ়
সেই ইচ্ছা দ্বেষ অভিলাষ বশে, আর
তাই তারা নাহি পারে জানিতে আমারে
সে দারুণ মোহ বশে। পুণ্য কর্ম্মফলে
যবে হয় অপসৃত সেই পাপ
মোহ-আবরণ তাহাদের, তখনই
তাহারা শুধু মোহমুক্ত চিত্তে তাহাদের
জানিতে পারেন মম প্রকৃত স্বরূপ,
আর তখনই তাহারা শুধু ভজনা
করেন মোরে একান্ত অনন্যচিত্ত,
সংশয়বিহীন। ভজনা যাহারা মোরে
করেন সতত একান্ত শরণাগত
একান্ত অনন্যচিত্ত সংশয়বিহীন,
জরামৃত্যু করিবারে জয়, তাহারা
জানেন সেই আত্মজ্ঞান লাভের

উপায়—অধ্যাত্ম, কর্ম্মের জ্ঞান, আর
সেই শুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্ম মোরে।
যে জন জানেন মম সম্পূর্ণ স্বরূপ—
অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞযুত,
আমা-পরায়ণ সেই মহাজন নাহি হন
বিস্মৃত আমারে মৃত্যুকালে তার।
কোন ও বিঘ্ন নাহি মুক্তি লাভে হেন
ভক্তজন লাগি'

---

# অষ্টম অধ্যায়।

## অক্ষরব্রহ্মযোগ

শুনি' হৃষিকেশমুখে 'অধ্যাত্ম,'
'ব্রহ্মের' কথা, শুনি' 'কর্ম্ম,' 'অধিভূত,'
'অধিদৈব' আদি, করিলেন প্রশ্ন পার্থ,—
'হে কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম, কহ মোরে কিবা
ব্রহ্ম, কিবা কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব,
অথবা অধ্যাত্ম কিবা ? কেবা অধিযজ্ঞ,
কহ মোরে সবিস্তারে সেই সব কথা।
কি প্রকারে কর্ম্ম সদা হয় অনুষ্ঠিত
এই দেহের ভিতরে, কেবা সেই
কর্ম্মকর্ত্তাজন ? কেবা করে ফলদান
সে সব কর্ম্মের, আর কেমনে করেন
তিনি এই দেহমাঝে অবস্থান, কেমনে
সংযতচিত্ত মানবপ্রধান পারেন
জানিতে তোমা মৃতুকালে তার—কহ
মোরে কহ সেই সব।'

উত্তর করিলা ধীরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
'পরম কারণ যিনি পরম অক্ষর,
মূলীভূত বীজ যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের,
তিনিই 'পরম ব্রহ্ম' জানিও অর্জ্জুন।
আর 'অধ্যাত্ম,' স্বভাবজাত জীবভাব
তারই নিয়ত প্রকট যাহা ব্রহ্মাণ্ডের
মাঝে; আর জন্ম ও জীবন লাগি'
সকল ভূতের, দান, যজ্ঞ আদি
সর্ব্ব অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত।
নিয়ত বিনাশশীল দেহ আদি সর্ব্ব বস্তু
'অধিভূত,' তুমি জানিও অর্জ্জুন; আর
সেই পুরুষপ্রধান, অধিপতি যিনি
সেই পরব্রহ্ম অংশজাত দেবতাগণের,
'অধিদৈব' তিনি। আর আমি হই
'অধিযজ্ঞ'; আমি করি অবস্থান সকল
দেহের মাঝে অন্তর্যামীরূপে; আমি
করি প্রবর্ত্তিত জীবে সর্ব্বকর্ম্মে তার;
আর আমি করি ফলদান তারে সকল
কর্ম্মের লাগি'। যে জন মরণকালে
স্মরণ করেন মোরে, আমার স্বরূপ

তিনি লভেন নিশ্চিত। হে কৌন্তেয়,
অন্তকালে:যিনি যেই ভাব করেন পোষণ
হৃদে, সেই ভাবে তিনি হন ভাবান্বিত,
প্রাপ্ত তিনি হন সেই ভাব। তাই নিয়ত
চিন্তন তুমি কর পার্থ মোরে ; কর যুদ্ধ
স্মরিয়া আমারে শুধু, সমর্পণ করি'
সর্ব্ব কায়মনপ্রাণ আমাতেই তব,
যাহাতে মরণ তব ঘটে যদি
ধর্ম্মযুদ্ধে এই, লভিতে পারিবে তুমি
আমাকেই ধনঞ্জয়, অন্তিমের চিন্তা
অনুযায়ী। হে অর্জ্জুন, চিত্ত যদি কর
তুমি স্থির অভ্যাসের বলে, স্থিতচিত্ত
অচঞ্চল ধ্যানমগ্ন হও যদি তুমি
সেই দিব্য পরমপুরুষে, তাহাকেই লাভ
তুমি করিবে নিশ্চয়, প্রাপ্ত তুমি হবে
তারই ভাব। সেই দিব্য পরমপুরুষ,
অনাদি অচিন্ত্য তিনি, সূক্ষ্ম তিনি, বিশ্বের
বিধাতা, সর্ব্ব নিয়ামক তিনি, সর্ব্বজ্ঞানী,
প্রকৃতি-অতীত তিনি, স্বপ্রকাশ আদিত্যের
প্রায়। মৃত্যুকালে যিনি করেন স্মরণ

সেই পরমপুরুষে একান্ত একাগ্রচিত্তে
ভক্তিযুক্ত প্রাণে, ধারণ করিয়া প্রাণ
ভ্রূযুগের মাঝে অপূর্ব্ব যোগের বলে,
প্রাপ্ত তিনি হন তাহাকেই।

'ধনঞ্জয়, শুন তুমি, কহিতেছি
আরও, কিরূপে লভিতে পার সেই দিব্য
পরমপুরুষ তুমি, অক্ষর যাহার
নাম বেদবিদ্ পাশে, অনাসক্ত যোগিগণ
লভেন যাহাকে, যাহাকে লাভের তরে
ব্রহ্মচারিগণ করে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান।

'দেহত্যাগকালে, প্রত্যাহৃত করি' সর্ব্ব
ইন্দ্রিয় যে জন সর্ব্ব বাহ্যবস্তু হ'তে,
স্থিরীকৃত করি' মন হৃদয়ে তাহার
সর্ব্বচঞ্চলতাহীন, ধারণ করিয়া
প্রাণ ভ্রূযুগল মাঝে স্বীয়, যোগস্থ
আপন মাঝে, যে জন করেন ধ্যান
আমাকেই শুধু একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র
'ওঁ' করি উচ্চারণ, তিনি প্রাপ্ত হন
পরম স্বরূপ মম। হে অর্জ্জুন, যে জন
চিন্তন মোরে করেন নিয়ত, একান্ত

একাগ্রচিত্ত, চির-অব্যাহত, সেই
নিত্যযুক্ত যোগীজন লভেন আমারে,—
সুখলভ্য আমি তার পাশে। মোক্ষপ্রাপ্ত
হেন মহাযোগীজন লভিয়া স্বরূপ মম
এমনই প্রথায়, আর না করেন লাভ
দুঃখময় পুনর্জ্জন্ম নিত্যতাবিহীন।
হে অর্জ্জুন, সর্ব্বজীবগণ ইহলোক হ'তে
ব্রহ্মলোকাবধি দুঃখময় পুনর্জ্জন্ম
লভে পুনঃ পুনঃ, যে হেতু তাহারা সবে
তত্ত্বজ্ঞানহীন ; কিন্তু আমার স্বরূপপ্রাপ্ত
মহাযোগিগণ মুক্ত চির পুনর্জ্জন্ম
হ'তে ; কারণ আমার স্বরূপলাভে,
লভে তারা সেই তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি
যাহা দেয় তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হ'তে।
'মানবের গণনায়, ব্রহ্মার দিবস
নিশা অতীব অদ্ভুত। চতুর্যুগ সহস্রেতে
হয় এক দিন তার, আর চতুর্যুগ
সহস্রেতে হয় একটি রজনী ; আর
হেন দীর্ঘ শতবর্ষকাল পরমায়ু
তার। এ অদ্ভুত তথ্য যারা জানেন

সঠিক, অহোরাত্রবেত্তা তারা। ব্রহ্মার
দিবসাগমে অব্যক্ত প্রকৃতি হয় ব্যক্ত,—
সর্ব্বজীব সর্ব্ববস্তু লভে জন্ম
বিশ্বচরাচরে, আর নিশা সমাগমে তার,
সর্ব্বজীব সর্ব্ববস্তু হয় লয় অব্যক্ত
সে প্রকৃতির গভীর গহ্বরে অলঙ্ঘ্য
নিয়মে এক।

'শুন ধনঞ্জয়, সেই জীবগণ,
পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে ছিলেন যাহারা,
অর্থাৎ ইহারও পূর্ব্বে লভিয়াছিলেন
জন্ম যাহারা ধরায়, তাহারাই পুনঃ
কালের প্রভাবে, স্বীয় কর্ম্মবশে লভে
জন্ম ব্রহ্মার দিবসাগমে, আর প্রাপ্ত
হয় লয় পুনঃ নিশাগমে তার। এমনই
প্রথায় হয় বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি
আর লয় এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—সৃষ্টির
বিচিত্র ধারা এমনেই আছে অব্যাহত।
কিন্তু সেই নিত্য অব্যক্ত পদার্থ, যাহা
আছে সর্ব্বভূতে—সর্ব্বজীবে সর্ব্ব
বস্তুমাঝে,—প্রকৃতি-অতীত সেই সত্তা

অভিনব, সর্ব্বথা বিনাশহীন, যদিও
সকল ভূত, সর্ব্ববস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের
মাঝে নিয়ত বিনাশশীল। অতীত-ইন্দ্রিয়
সেই অব্যক্ত 'অক্ষর' শ্রেষ্ঠ গতি ভবে,
যে গতি লভিলে আর নাহি হয়
ইহলোকে পুনরাগমন, নাহি হয়
পুনর্জন্ম আর। ইহাই স্বরূপ মম,
জানিও অর্জ্জুন। যেই নিত্য পরম
কারণে অবস্থিত ভূতগণ, যেই নিত্য
পরম কারণে, অব্যক্ত অক্ষরে ব্যাপ্ত
চরাচর, সেই নিত্য পরমকারণ
আমি, সেই নিত্য পরমপুরুষ আমি,
লভ্য আমি মানবের ঐকান্তিক
ভক্তি বলে শুধু।

'শুন পার্থ, কহিতেছি তোমা
সে দুস্তর পথের কাহিনী, যে পথ গমনে
মম ভক্ত যোগিগণ নাহিক আসেন
পুনঃ ফিরিয়া সংসারে। আরও
কহিতেছি তোমা সে অপর পথের
কাহিনী, যাহাতে গমনে ফিরিয়া আসিতে

হয় দুঃখময় সংসারে আবার।
'যেই ভক্তগণ করেন গমন
দেবযান পথে—অগ্নি, জ্যোতি, স্ব-প্রকাশ
দিবসে অথবা শুক্লপক্ষে আর
উত্তর-অয়নে, তারা প্রাপ্ত হন মোরে,
নাহিক লভেন জন্ম তারা কভু
পুনরায়। আর ধূম্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ
দক্ষিণ-অয়নে গমন করেন যারা—
পিতৃযান পথ যার নাম—পুনর্জন্ম
লভেন সংসারে তারা, ভুঞ্জি' স্বীয়
কর্ম্মফল স্বর্গলোকে কিছুকাল তরে
আপনার কর্ম্ম অনুযায়ী। শুক্ল
কৃষ্ণ দুই পথই অনাদি জানিবে।
শুক্লপথে মোক্ষলাভ আর কৃষ্ণপথে
পুনর্জ্জন্ম ঘটে এ সংসারে। ধনঞ্জয়,
ভক্ত যোগিগণ নাহিক করেন কভু
স্বর্গ আদি ফলের কামনা। তারা হন
পরম-ঈশ্বর-মুখী। তুমি তাই
হে অর্জ্জুন, কর সদা যোগ অনুষ্ঠান
ফলাকাঙ্খাহীন, তুমি হও স্থিতচিত্ত

পরম ঈশ্বরে। বেদাভ্যাস, দান, ধর্ম্ম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান আদি সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্মফল, তুচ্ছজ্ঞানে করি' অতিক্রম করেন পরমপদ লাভ যোগিগণ। তুমি সে পরমপদ লভ ধনঞ্জয়, অনুষ্ঠান করি' কর্ম্ম কামনা বিহীন।'

---

# নবম অধ্যায়।

## রাজযোগ।

কহিতে লাগিলা আরও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—'অসূয়াবিহীন তুমি, দোষশূন্য সদা, সতত অ-দোষদর্শী ; তোমাকে কহিব তাই অতি গুহ্য উপদেশ এক— ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ যাহা সর্ব্বজ্ঞান হ'তে। মায়ার বন্ধন হ'তে মুক্ত হবে তুমি লভিলে এ মহাজ্ঞান। সর্ব্বজ্ঞান হ'তে শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান ; গুহ্য ইহা অতি। এ জ্ঞান বিদ্যার রাজা, এ যোগ যোগের রাজা। রাজযোগ রাজগুহ্য, রাজবিদ্যা তাই এ বিদ্যার নাম। অতীব পবিত্র ইহা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান ইহা ধরণীর মাঝে, সর্ব্বধর্ম্মফলরূপ ইহা ফলপ্রদ অতীব প্রত্যক্ষ, সুখবোধ্য সুখসাধ্য সদা।

পরম তত্ত্বের কথা, তাই তারা
অবজ্ঞায় ভাবে মোরে দেহধারী মানব
বলিয়া। হেন জনগণ মুগ্ধ সদা
রজস্তম প্রকৃতির বশে, সতত
চঞ্চলচিত্ত, সতত নিষ্ফলকর্ম্ম,
সতত নিষ্ফলজ্ঞান, ব্যর্থ-আশা সতত
তাহারা। তাই এ অবজ্ঞা গাঢ় আমার
উপরে সদা তাহাদের। কিন্তু যাহারা
নহেন মুগ্ধ, অভিভূত কভু কোনও
কামনায়, সত্ত্বগুণান্বিত সেই
মহাজনগণ, রজস্তমশূন্য সত্ত্বগুণে
তাহাদের ভজনা করেন মোরে নিয়ত
অনন্যমনে, নিত্য সত্য জগতের
কারণ জানিয়া। কেহ বা আবার সেই
মহাজনগণমাঝে নামসঙ্কীর্ত্তন
মম করিয়া নিয়ত, কেহ বা আবার
দৃঢ়ব্রত নিয়মপালনে, কেহ করি'
নমস্কার অচলা ভক্তির সহ, কেহ
করি' সমাহিত চিত্ত মোর মাঝে,
ভজনা করেন মোরে। কেহ বা আবার

করেন ভজনা মোরে সর্ব্বাত্মকজ্ঞান
দ্বারা তাহাদের, আবার ভজনা মোরে
করেন কেহ বা বিস্মরি' পার্থক্য সর্ব্ব,
ভুলি' সর্ব্ব ভেদাভেদজ্ঞান উপাস্য ও
উপাসকমাঝে। দাসভাবে কেহ বা
আবার ভজনা করেন মোর। আবার
ভজনা মোরে করেন কেহ বা সর্ব্বাত্মক
ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিম্বা রুদ্র আদি জ্ঞানে।
আমি সর্ব্বাত্মক, আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ,
অমি স্বধা, আমিই ঔষধ ; মন্ত্র আমি,
ঘৃত আমি, অগ্নি আমি, আমি হোম,
সর্ব্ব বস্তু আমি। আমি পিতা, মাতা,
পিতামহ, বিধাতা এ বিশ্বজগতের।
আমি জ্ঞেয়, অতীব পবিত্র আমি, আমিই
প্রণব আর বেদচতুষ্টয়। আমি গতি,
আমি ভর্ত্তা, আমি প্রভু, শুভাশুভদ্রষ্টা
আমি ; আমি স্থিতি-স্থান, রক্ষক, সুহৃদ্
আমি ; আমি স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার আমি ;
লয়স্থান আমি, আমি অবিনাশী বীজের
স্বরূপ। হে অর্জ্জুন, আমিই আদিত্যরূপে

করি তাপ দান, আমি করি ভূমি হ'তে
বারি আকর্ষণ, আর সেই বারি পুনঃ
বারিধারারূপে আমি করিহে বর্ষণ।
জীবের জীবন আমি, আবার আমিই
পার্থ, মৃত্যু তাহাদের। আমি সৎ, আত্মা
আমি অব্যক্ত বিনাশহীন, আবার
আমিই নশ্বর ব্যক্ত বিশ্বচরাচর,
অসৎ যাহার নাম।

'বেদ-উক্ত যজ্ঞকর্ম্মিগণ, করি'
উপাসনা মম যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
যজ্ঞ-শেষ সোমরসপানে হন
পাপহীন, আর স্বর্গলাভ তারা
করেন কামনা। লভিয়া নিষ্পাপভাব
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে, কামনা করিয়া স্বর্গ,
দেবলোক লাভ করেন তাহারা,
দিব্য দেবভোগ তারা করেন সম্ভোগ।
কিন্তু সেই দেবলোক আর দেবভোগ্য
ভোগে, সর্ব্বপুণ্য যবে ক্ষয় হয়
তাহাদের, মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আসেন
তাহারা। বেদ-উক্ত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান

কামনার বশে, পুনর্জন্ম পুনঃ পুনঃ
দেয় তাহাদের। কিন্তু সেই সব
ভক্তগণ মম, যাহারা অনন্যমনে
চিন্তন করেন শুধু আমাকেই,
উপাসনা শুধু করেন আমারই
একান্ত কামনাহীন, সেই সব
নিত্যযুক্ত ভক্তগণ সম্পূর্ণ
কামনাহীন, অতি প্রিয় মম জানিবে
অর্জ্জুন। আর সেই হেতু আমি করি
সর্ব্বভার বহন তাদের—আমিই
সংস্থান করি অলব্ধ সকল বস্তু
তাহাদের লাগি,' আর আমিই রক্ষণ
করি লব্ধ যাহা তাহাদের।

'হে কৌন্তেয়, সেই সব শ্রদ্ধাযুক্ত
ভক্তগণ মম, যাহারা করেন পূজা
ইন্দ্র আদি অন্য দেবগণে, আমারই
পূজন তারা করেন ফলতঃ, কারণ,
জানিবে তুমি, আমি ভিন্ন দেবতা
অপর আর নাহিক ধরায়। কিন্তু
তাহাদের সে পূজন সেই সব

দেবতার ভেদবুদ্ধিজাত ; নহে তাহা
বিধি অনুযায়ী। নাহিক জানেন তারা
একমাত্র আমিই দেবতা, আমি
সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা আমি,
আমি প্রভু, আমি ফলদাতা।
তাই তারা নহেক সক্ষম কভু
লঙ্ঘিবারে জন্মমৃত্যু-বন্ধন কখনও।
ইন্দ্র আদি দেবতা-পূজকগণ প্রাপ্ত
হন দেবলোক, শ্রাদ্ধ আদি
পিতৃপূজাকারিগণ প্রাপ্ত হন পিতৃলোক,
যক্ষরক্ষ ভূতপূজাকারিগণ প্রাপ্ত
হন ভূতলোক, আর আমার পূজকগণ
লভেন আমাকে শুধু।
'যেই সব ভক্তগণ মম
অন্তরের সর্ব্বভক্তি দিয়া, পত্র, পুষ্প,
ফল, জলে শুধু,—অনায়াসলব্ধ যাহা,
পূজন করেন মোরে, আমি সেই
ভক্তার্পিত পত্রপুষ্পফল সাগ্রহে
গ্রহণ করি, জানিও অর্জ্জুন। অতীব
আয়াসলব্ধ মুল্যবান কিছু নাহি

হয় প্রয়োজন আমার পূজার লাগি'।
সতত সন্তুষ্টচিত্ত সুপ্রসন্ন আমি
প্রীতিভক্তিসহদত্ত সামান্য বস্তুতে।
প্রীতি ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান
আমার পূজার।

'হে কৌন্তেয়, আমাকে অর্পণ
তুমি কর সর্ব্ব কর্ম্ম তব। তোমার
ভোজন, হোম, তোমার তপস্যা, দান,
তোমার যে কোনও কর্ম্ম—সর্ব্ব কর্ম্ম
তব কর তুমি আমাকে অর্পণ।
হেনভাবে সমর্পণ; তোমার সমস্ত
কর্ম্ম আমাকেই শুধু, করিবে তোমাকে
মুক্ত কর্ম্মের বন্ধন হ'তে;
কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগযুক্ত তুমি
হইবে তাহাতে আর লভিবে
আমাকে ধ্রুব।

'সমদৃষ্টি আমি সর্ব্বক্ষেত্রে
সর্ব্বজীবে। নাহি মম দ্বেষ্য কেহ, নাহি
কেহ প্রিয়ও আমার। তথাপি ভজনা
মোরে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় করেন যে জন,

তাহারে অনুগ্রহ আমি করি সবিশেষ।
অতি দুরাচারীজনও যদি ভজনা
করেন মোরে একান্ত অনন্য মনে,
তিনিও হয়েন সাধু যত্নশীল করমে
আপন। হেন দুরাচারীজনও লভেন
পরম শান্তি, পুণ্য-আত্মা হয়েন অচিরে।
হে কৌন্তেয়, যদি বা তার্কিক কোনও
করেন কুতর্ক কভু ইহার বিরুদ্ধে,
সগর্ব্বে ঘোষণা তুমি করিবে নির্ভয়ে—
ভগবদ্ভক্তজন সর্ব্বথা বিনাশহীন।

'হে পার্থ, বৈশ্য, শূদ্র নীচ জাতি
যত, অথবা রমণিগণ, অথবা
যাহারা পাপযোনিসমুদ্ভূত—অন্ত্যজ
যাহারা, তাহারাও করে লাভ অতীব
পরমা গতি, ভজনা আমার যদি
করেন তাহারা ভক্তিশ্রদ্ধা সহ,
একান্ত নির্ভরশীল হন যদি তারা
আমারই উপরে। আর ব্রাহ্মণ
রাজর্ষি আদি পুণ্য-আত্মাগণ লভিবে
আমারে সশ্রদ্ধ ভজনে নাহিক সন্দেহ

তাহে। কহি তাই ধনঞ্জয়, বহু
পুণ্যফলে তুমি লভিয়াছ শ্রেষ্ঠ জন্ম,
শ্রেষ্ঠ দেহ, কিন্তু অতীব অস্থায়ী ইহা,
অতীব অসুখকর নানা রোগ ব্যাধির
কারণে। তাই অযথা বিলম্ব তুমি
করি' পরিত্যাগ, অনুমাত্র কালক্ষেপ
না করিয়া আর, ভজনা করহ মোরে
সর্ব্ব ভক্তি দিয়া। স্থিরিকৃত কর মন
আমাতেই শুধু, পরম প্রীতির সহ
মম ভক্ত হও, অন্তরে বাহিরে সদা
আমারই পূজন কর সর্ব্বেন্দ্রিয়
দিয়া তব। আমাতে সংযুক্তচিত্ত
হও যদি তুমি এমনই প্রকার,
লভিবে আমাকে তুমি, লভিবে নিশ্চয়।'

## দশম অধ্যায়।

### বিভূতিযোগ।

কহিতে লাগিলা আরও শ্রীহরি
অর্জ্জুনে—'শুন মহাবাহো, করিতেছি
অনুভব, শ্রবণে আমার এই উপদেশবাণী
করিতেছ প্রীতিলাভ তুমি। কহিব
তোমারে তাই আরও গুহ্য
উপদেশ-কথা। শুন তুমি গাঢ়
মনোযোগে।

'দেব কিম্বা মহাঋষিগণ
কেহ না জানেন গুহ্য আবির্ভাবতত্ত্ব
মম বিবিধ বিভূতিযুক্ত, যেহেতু
আমিই আদি, মূলীভূত কারণ
আমিই সকল দেবতা আর
মানবগণের। জানেন আমাকে যিনি
আদিহীন অন্তহীন জন্মহীন
মহেশ্বররূপে, মূঢ় মোহহীন তিনি,
তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত মানব সমাজে।

জ্ঞান, বুদ্ধি, অব্যাকুলভাব, ক্ষমা, সত্য,
সুখ, দুঃখ, দম, শম, জন্ম, মৃত্যু,
ভয় ও অভয়, তপ, দান, যশ ও
অযশ, আর, অহিংসা, সন্তোষ আদি
যতরূপ ভাব আছে মানবের মাঝে,
সকলই উৎপন্ন হয় আমা হ'তে
শুধু। ভৃগু আদি সপ্ত মহাঋষি, আর
তাহাদের ও পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি চারিজন,
আর যত মনুগণ, আমারই
মানসজাত, আমারই ঐশ্বর্য্যযুক্ত,
জানিও তাহারা, জানিও অর্জ্জুন। আর
সেই সব মহাঋষি, মনুগণ হ'তে
লভিয়াছে জন্ম যত জগতের
প্রজাগণ। যে জন জানেন এই
বিভূতি আমার, যে জন জানেন এই
যোগৈশ্বর্য্য মম যথাযথ-রূপে,
সমাহিতচিত্ত তিনি হন আমাতেই,
স্থিরযোগ লাভ তিনি করেন নিশ্চিত
আমা-ভক্তি যোগে। উৎপত্তি-কারণ
আমি সকল জীবের; সর্ব্ব জীব,

সর্ব্ব বস্তু জগতের লভিয়াছে জন্ম
আমা হ'তে। লভিয়া এ মহাজ্ঞান
জ্ঞানীজনগণ ভজনা করেন মোরে
সর্ব্ব ভক্তি ভরে, মনপ্রাণ সমর্পণ
করেন আমাতে তারা। আলাপন,
আলোচনা আর শ্রবন কীর্ত্তনে মম
বিভূতি-বিভব, লভেন পরম শান্তি
পরম আনন্দ তারা। মদ্গতচিত্ত হেন
ভক্তজনে মম হেন বুদ্ধি আমি করিহে
প্রদান, যাহাতে লভিতে মোরে পারেন
সে জন। কৃতার্থ করিতে হেন ভক্তজনে
মম, অবস্থান করি আমি
বুদ্ধিবৃত্তিমাঝে তার, অজ্ঞান তিমির
তার করি নাশ সমুজ্জ্বল জ্ঞানের
আলোকে।'

কহিলেন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণে
তখন—'তুমি পরব্রহ্ম, পরম
আশ্রয় তুমি, পরম পবিত্র। ভৃগু আদি
ঋষিগণ, অসিত, দেবল, ব্যাস,
দেবর্ষি নারদ—সকলে জানেন তোমা

জন্মবিবর্জ্জিত স্ব-প্রকাশ আদিদেব
বিশ্ববিভূরূপে। তুমিও কহিছ মোরে
সেই কথা আজি। হে কেশব, তোমার
স্বরূপ যাহা কহিতেছ তুমি, মানি
আমি সত্য বলি'। দেবতা দানবগণও
নাহি জানে আবির্ভাবতত্ত্ব তব, আর
কি বুঝিব আমি তাহা ক্ষুদ্র মম
মানব বুদ্ধিতে। হে ভূতেশ,
হে ভূতভাবন, হে দেব জগৎপতে,
তুমি জান তোমারে কেবল, অগোচর
তুমি মানবের। তুমি শুধু তাই পার
কহিবারে অদ্ভুত বিভূতি তব অতি
সবিস্তারে। হে যোগেশ, কহ মোরে
কিরূপে সতত চিন্তা করিলে তোমারে
জানিতে পারিব তোমা, কিরূপে বা
চিন্তনীয় তুমি। কহ মোরে অতি
সবিস্তারে কহ পুনরায় সর্ব্ব
যোগৈশ্বর্য্য তব, সকল বিভূতি। প্রবল
আকাঙ্খা প্রাণে জাগিয়াছে আজি শুনিতে
সে সব কথা। বাক্যামৃত তব চাহিতেছে

প্রাণ মোর আজি পুনঃ পুনঃ।'

উত্তরিলা ধনঞ্জয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন—
'কুরুশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, অন্ত নাহি
বিভূতির মম। শুন তবে, কহিতেছি
তোমা শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাদের মাঝে।
সর্ব্বভূত-অবস্থিত পরমাত্মা আমি ;
আমিই উৎপত্তি-হেতু সকল ভূতের ;
আমিই সংহার সৃষ্টি, সব তাহাদের ;
আমিই সৃজন-স্থিতি-প্রলয় কারক।
দ্বাদশ আদিত্য মাঝে আমি বিষ্ণু,
প্রকাশকগণ মাঝে সর্ব্বপ্রসারিত-রশ্মি
সূর্য্যদেব আমি ; বায়ুগণ মাঝে আমি
মরীচি মরুৎ, আর নক্ষত্রগণের,
মাঝে আমিই চন্দ্রমা। চতুর্ব্বেদ মাঝে
সামবেদ আমি, আমি ইন্দ্র
দেবতাগণের মাঝে, মন আমি
ইন্দ্রিয় সকল মাঝে, আর আমিই
সকল ভূতে অদৃশ্য চেতনা শক্তি।
একাদশ রুদ্রমাঝে আমিই শঙ্কর,
যক্ষরক্ষগণ মাঝে কুবের আমিই।

আমি বহ্নি অষ্টবসুমাঝে,
পর্ব্বতগণের মাঝে আমিই সুমেরু।
হে অর্জ্জুন, পুরোহিতগণ মাঝে
বৃহস্পতি আমি, সেনাপতিগণ মাঝে
আমি কার্ত্তিকেয়, জলাশয়মাঝে
আমিই সাগর। মহর্ষিগণের মাঝে
আমি ভৃগুঋষি, শব্দ মাঝে আমি
প্রণব ওঁকার। সর্ব্বযজ্ঞমাঝে
জপযজ্ঞ আমি, স্থাবরগণের মাঝে
আমি হিমালয়। বৃক্ষমাঝে অশথ ( অশ্বত্থ )
আমিই, নারদ দেবর্ষি মাঝে,
গন্ধর্ব্বগণের মাঝে আমি চিত্ররথ,
জন্মসিদ্ধ মুনিগণ মাঝে আমিই
কপিল মুনি। অশ্বগণ মাঝে আমি
ক্ষীরোদসাগর-ভূত উচ্চৈশ্রবা সেই,
হস্তিগণ মাঝে ঐরাবত আমি, আর
নরগণ মাঝে আমি নরপতি।
ধেনুগণ মাঝে কামধেনু আমি,
বজ্র আমি সর্ব্ব অস্ত্র মাঝে ; সকল
কামনা মাঝে সন্তান-উৎপত্তিকারী

কাম রিপু আমি, আর আমিই বাসুকি
সর্পসমূহের মাঝে। আমিই
অনন্ত নাগ নাগগণ মাঝে,
জলচরগণ-রাজা বরুণ আমিই।
পিতৃগণ মাঝে আমিই অর্য্যমা, যম
আমি শাসনকারীর মাঝে। প্রহলাদ
আমিই সর্ব্ব দৈত্যগণ মাঝে, কাল
আমি বশকারিগণ মাঝে; সিংহ
আমি পশুগণ মাঝে, পক্ষিগণ মাঝে
আমিই গরুড়। বেগবানগণ মাঝে
আমিই পবন, রাম আমি
অস্ত্রধারিগণ মাঝে। মৎস্য মাঝে
মকর আমিই, আমি গঙ্গা
স্রোতস্বিনিগণ মাঝে। আদি মধ্য অন্ত
আমি আকাশাদি সর্ব্ব কিছু
সৃষ্ট বস্তু মাঝে। সকল বিদ্যার মাঝে
আত্মবিদ্যা আমি, তার্কিকগণের আমি
নিরপেক্ষ বাদ—তত্ত্ব-নির্ণায়ক। সকল
বর্ণের মাঝে আমিই অ-কার, আমি
দ্বন্দ্ব সমাসসমূহ মাঝে; আমিই

অক্ষয় কাল, সর্ব্বকর্ম্মফল-দাতা
আমি। সর্ব্ব সংহারক মৃত্যু আমি
সংহারকগণ মাঝে, ভবিষ্য জীবের
আমি উৎপত্তি কারণ, আর কীর্ত্তি,
শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—
এই সপ্ত নারী আমি নারিগণ মাঝে।
সামবেদ মন্ত্র মাঝে সাম আমি
অতীব বৃহৎ, আমিই গায়ত্রি ছন্দ
সকল ছন্দের মাঝে। সকল মাসের
মাঝে আমি অগ্রহায়ণ, আমিই বসন্ত
সর্ব্ব ঋতুর মাঝারে। বঞ্চনাকারীর
আমি দ্যূতক্রীড়া ; তেজস্বীর তেজ আমি,
বিজয়ীর জয়, উদ্যমী জনের আমি
উদ্যম মহান্, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ আমি
সাত্ত্বিক পুরুষ মাঝে। যাদবগণের
মাঝে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের
মাঝে ধনঞ্জয় আমি; মুনিগণ মাঝে
আমি ব্যাসদেব, শুক্রাচার্য্য আমি
কবিগণ মাঝে। শাসকের দণ্ড আমি,
জয়েচ্ছুর নীতি ; অতি গুহ্য মৌন আমি

সকল গুহ্যের মাঝে ; জ্ঞান আমি
জ্ঞানীর জানিও। আমিই উৎপত্তিবীজ
সকল ভূতের, আমিই কেবল আছি
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে,—কিছু নাহি আমা বিনা
হে অর্জ্জুন, অন্ত নাহি বিভূতির মম।
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ শুধু কহিলাম তোমা।
যা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর
জগতে, আমারই বিভূতি তাহা,
আমা হ'তে জাত, প্রকাশ তাহাই সর্ব্ব
আমারই তেজের। হে অর্জ্জুন, কি
করিবে তুমি জানিয়া বিভূতি মম ?
শুধু লহ জানি আজি মোর পাশে,
আমা বিনা কিছু নাহি, নাহি এ ব্রহ্মাণ্ডে ;
আমিই ধারণ তারে করিতেছি এক
অংশে শুধু মম, আর করিতেছি
অবস্থান নিজে সর্ব্বব্যাপীরূপে।'

---

# একাদশ অধ্যায়।

## বিশ্বরূপদর্শনযোগ।

কহিলেন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণে তখন—
'হৃষিকেশ, অপার দয়ার বশে, তুমি
আজি কহিয়াছ মোরে অতি গুহ্য সেই
আত্মতত্ত্বজ্ঞানকথা, যাহাতে আমার
মোহ—'ইহারা আমার বধ্য, আমি
বধকারী'—এই মূঢ় ভ্রম বিদূরিত
আজি। জানিয়াছি পূর্ণরূপে আজি
সন্দেহ-অতীত, তুমিই উৎপত্তি আর
স্থিতিলয়হেতু সকল জীবের।
জানিয়াছি আজি, তুমিই সৃজনকর্ত্তা
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, সকলের নিয়ন্তা
তুমিই, শুভাশুভ কর্ম্মের প্রেরক,
সর্ব্বফলদাতা তুমি। আরও জানিয়াছি,
যদিও তুমিই হেতু এ বিশ্বসৃষ্টির
তথাপি আপনি তুমি পূর্ণ লিপ্তিহীন
উদাসীন সেই সৃষ্টিকর্ম্মে তব। তোমার

অক্ষয় সর্ব্ব মাহাত্ম্য আজিকে জানিয়াছি
জনার্দ্দন, সর্ব্ব সংশয়-অতীত।
হে প্রিয় পরমেশ্বর, তোমার
বিভূতি কথা, যোগৈশ্বর্য্য আজি কহিয়াছ
যত, শুনিয়াছি সব আমি গাঢ়
মনোযোগে, মর্ম্মে মর্ম্মে সব করিয়াছি
অনুভব অতি সত্য বলি'। তথাপি
পুরুষোত্তম, ইচ্ছা জাগে প্রাণে, হেরিতে
প্রত্যক্ষ তব পরম-ঈশ্বররূপ।
হে প্রভু, পরমেশ্বর, যদি বা আমারে
তুমি যোগ্য মনে কর হেরিবারে
সে আশ্চর্য্য স্বরূপ তোমার, তবে তুমি
যোগেশ্বর, কর ধন্য মোরে সেই নিত্য
পরমাত্মরূপে তব আজি।'

উত্তরিলা শ্রীকৃষ্ণ তখন—

'হে পার্থ, হের তবে আজি তুমি আমার
এ দেহে সে আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ মম,
অলৌকীক, নানা বর্ণ বিবিধ
আকৃতিযুক্ত আমার স্বরূপ। হের তুমি
আমার এ দেহে আজি অষ্টবসু আর

দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্র একাদশ আর
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; আরও যত
অপরূপ রূপ কেহ নাহি হেরিয়াছে
যাহা কভু কোনও দিন, হের তুমি
সেই সব অত্যাশ্চর্য্য রূপ আমার এ
দেহে আজি। প্রত্যক্ষ করহ আজি
আমারই এ দেহে বিশ্বচরাচর,
প্রত্যক্ষ করহ আজি যাহা ইচ্ছা তব
আমারই মাঝারে। জানি আমি মানবের
চর্ম্মচক্ষু তব নারিবে হেরিতে মোরে।
দিব্য জ্ঞানচক্ষু তাই তোমা করিতেছি
দান। হের তুমি হের মোরে আজি
পূর্ণ প্রকটিত অত্যাশ্চর্য্য বিশ্বরূপে
মম, সেই দিব্য জ্ঞানচক্ষু দিয়া, পূর্ণ
করি' অন্তরের সর্ব্ব অভিলাষ তব,
তৃপ্ত করি' আকাঙ্খা তোমার।'

হেন বলি' শ্রীকৃষ্ণ তখন, হইলেন
আবির্ভূত অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্রপথে
সকল বিভূতিযুক্ত ঐশ্বরিক
বিশ্বরূপে তাঁর। সে আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ

অতীব আশ্চর্য্য। বহু বক্ত্র, বহু নেত্র,
অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তু বহু, বহু
দিব্য আভরণ, সমুজ্জ্বল বহু অস্ত্র
সে অদ্ভুত বিশ্বরূপে তাঁর হেরিলেন
ধনঞ্জয়। দিব্যমাল্য দিব্য বস্ত্র পরিহিত,
দিব্য গন্ধলিপ্ত সেই অপরূপ দেহ—
অতি দীপ্তিশালী অনন্ত অক্ষয়।
সহস্র আদিত্যকর হয় যদি যুগপৎ
গগণে প্রকাশ, তবে তাহা কথঞ্চিৎ
সে দীপ্তির তুল। হেরিয়া সে দেহে,
শতধা-বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ
পুঞ্জীকৃত একাধারে, রোমাঞ্চিত-কলেবর
পার্থ মহাবীর প্রণমিলা ভক্তিভরে
আনত মস্তকে বিশ্বের বিধাতা
শ্রীনারায়ণে ধীরে, কহিলেন করযোড়ে—
'হে প্রভু, বিশ্বের পিতা, প্রত্যক্ষ করিছি
আমি প্রসাদে তোমার, তোমার এ
অপরূপ রূপে স্থাবরজঙ্গম আদি
সর্ব্বভূতগণে। প্রত্যক্ষ করিছি আমি
দিব্য ঋষিগণে, সর্পগণে আর সকল

দেবতাগণে তোমারই মাঝারে। প্রত্যক্ষ
করিছি আমি তোমার এ ঐশ্বরিক
রূপে সর্ব্বজীব-সৃষ্টিকর্ত্তা
পরম ঈশ্বর ব্রহ্মা, পরম ঈশ্বর
যিনি জীব জগতের। হে প্রভু,
পরম পিতা, পরম ঈশ্বর,
বহুবাহুবক্ত্রোদর, বহুচক্ষুযুক্ত
তব অনন্ত স্বরূপ হেরিতেছি আজি
সর্ব্বস্থানে, কিন্তু নাহি হেরি আদি অন্ত
মধ্য তব। হেরিতেছি তোমা
মুকুটশোভিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী
দীপ্তিমান তেজপুঞ্জরূপে প্রজ্জ্বলিত
বহ্নিপ্রভ আদিত্যের প্রায় সর্ব্বত্র
সকল দিকে স্ব-প্রকাশ আপন প্রভায়।
বুঝিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে আজি পরব্রহ্ম
অক্ষর তুমিই, পরম আশ্রয় তুমি
জগতের, বেদধর্ম্মপালক তুমিই,
তুমিই পুরুষ আদি। হেরিতেছি তোমা
আজি জন্মস্থিতিলয়শূন্য বহুবাহুযুক্ত
বীর্য্যবান অনন্তপুরুষরূপে,

দীপ্তিমান চক্ষুযুক্ত চন্দ্রসূর্য্য প্রায়।
হেরিতেছি আজি তোমা প্রজ্জ্বলিত
বহ্নিবক্ত্র,—আপনার তেজের প্রভায়
সন্তপ্ত করিছ তুমি বিশ্বচরাচর।
মহাত্মন্, তুমি স্বর্গ, পৃথিবীর মাঝে
অনন্ত আকাশ তুমি, আছ ব্যাপ্ত করি'
সর্ব্বদিক জগতের। তোমার এ
ভয়ঙ্কর অদ্ভুত স্বরূপ হেরিয়া ত্রিলোক
আজি ভীত ত্রস্ত অতি। ভয়ার্ত্ত
দেবতাগণ হেরিয়া তোমার এ ভীষণ
স্বরূপ ব্যাকুল আগ্রহে আজি নিতেছে
শরণ তোমারই মাঝারে,—লভিয়া
প্রবেশ আজি তোমারই মাঝারে
বিলীন হ'তেছে দ্রুত। কেহ বা আবার
তাহাদের মাঝে করিছেন স্তব তব
তেমনই ভয়ার্ত্তচিত্ত, আর 'স্বস্তি' 'স্বস্তি'
উচ্চারণে ঋষি সিদ্ধগণ গাহিছেন
স্তুতিগান তব। একাদশ রুদ্র আর
দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু আর
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য আদি

দেবগণ আর বিশ্বদেবগণ, যক্ষ,
রক্ষ, গন্ধর্ব্বসকল, সর্ব্বপিতৃগণ
আর সিদ্ধগণ সবে হেরিছেন
তোমার এ অত্যাশ্চর্য্য রূপ অপার
বিস্ময়ে আজি। মহাবাহো, বহু বক্ত্র,
বহু চক্ষু, বহু বাহু, উরু, পদ আর
উদর হেরিয়া, বহুদন্ত বিকট
আনন তব হেরিয়া ত্রিলোক আজি
ভীত ত্রস্ত অতি,—আমিও ভয়ার্ত্তচিত্ত
অতীব আজিকে তোমার এ ভয়ঙ্কর
রূপে। হে বিষ্ণু, হেরি' তব দীপ্তিশালী,
বহুবর্ণ দিগন্তব্যাপৃত দেহ, হেরি'
তব সর্ব্বগ্রাসী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিযুক্ত
মুখের বিবর আর বহ্নিপ্রভ
নয়নযুগল, আজি আমি ব্যথিত
ভয়ার্ত্তচিত্ত। সর্ব্ব ধৈর্য্য শান্তি যেন
আজি হ'তেছে বিলুপ্ত মম।
হে দেব-ঈশ্বর, দন্তশ্রেণী তব অতি
ভয়ঙ্কর, প্রলয়বহ্নির প্রায় আনন
তোমার সব তেমনই ভীষণ,

করিয়াছে জ্ঞানশূন্য মোরে, হরিয়াছে
সর্ব্ব শান্তি মোর। হে প্রিয় পরমেশ্বর,
জগত-আশ্রয়, কর তুমি করুণা
আমারে, দেহ ধৈর্য্য, দেহ শান্তি মোরে।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আর ভীষ্ম, দ্রোণ,
কর্ণ আদি কুরুবীরগণ আর শ্রেষ্ঠ
যোদ্ধগণ যত পাণ্ডব বাহিনীমাঝে,
করিছে প্রবেশ দ্রুত বিকটদশন
তব মুখের গহ্বরে। কাহারও বা
চূর্ণীকৃত মস্তক প্রভৃতি রহিয়াছে
লগ্ন সেই বিকট দশনে তব।
তটিনীর বারিধারা যথা উন্মত্ত
প্রবাহে ধায়, লভয়ে প্রবেশ বারিধির
মাঝে, তেমনই কৌরব আর পাণ্ডবের
যোদ্ধগণ লভিছে প্রবেশ দ্রুত
তোমার ও প্রজ্জ্বলিত বহ্নিপ্রভ
মুখের গহ্বরে। উন্মত্ত পতঙ্গগণ
লভে মৃত্যু যথা প্রজ্জ্বলিত বহ্নিমাঝে
পশি', তেমনই সকল লোক, সর্ব্ব
জীবগণ লভিছে প্রবেশ দ্রুত

তোমার ও বহ্নিপ্রভ মুখের বিবরে।
আর তুমি করিতেছ গ্রাস, করিতেছ
নিঃশেষে ভক্ষণ সেই সব জীবগণে।
সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিপ্রভ মুখগর্ভে
তব, করিতেছ সন্তাপিত নিখিল
জগৎ তোমার প্রখর তেজে। কে তুমি
বিকটমূর্ত্তি, বিকটদশন, কহ মোরে
কহ। প্রণমি তোমারে প্রভু। দেবশ্রেষ্ঠ,
দেবতা-ঈশ্বর, তুষ্ট হও এ দাসের
প্রতি। ইচ্ছা জাগে প্রাণে জানিতে তোমাকে
প্রভু। কহ মোরে, কে তুমি বিকটমূর্ত্তি,
বিকটদশন, প্রজ্জ্বলিত বহ্নিবক্ত্র,
উদ্যত গ্রাসিতে এই বিশ্বচরাচর—
কহ মোরে কহ সেই কথা করুণায়
আজি'।

উত্তরিলা শ্রীকৃষ্ণ তখন—'আমি
কাল লোকধ্বংসকারী অতীব বিকট,
উদ্যত করিতে ধ্বংস বিশ্বচরাচর
সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ম্ম-লীলায় আমার।
তুমি যদি নাহি বধ তোমার অরাতিগণে,

নাহি যদি কর তুমি হত্যা তাহাদের ধর্ম্মযুদ্ধে
এই, তথাপি তাহারা সবে হবে হত
জানিও গাণ্ডিবী। কহি তাই সব্যসাচী,
কর পরিত্যাগ তব সর্ব্ব দুর্ব্বলতা,
ত্বরায় প্রস্তুত হও সংগ্রামের লাগি',
কর কীর্ত্তি খ্যাতিলাভ পরাজিত করি'
শত্রু, কর ভোগ নিষ্কণ্টক ধরার
রাজত্ব অমিত বিজয়গর্ব্বে। কালরূপী
আমি করিয়াছি হত্যা ইহাদের, তুমি
শুধু হও উপলক্ষ তার। ভীষ্ম, দ্রোণ,
জয়দ্রথ, কর্ণ মহাবীর, আরও
যত বীরগণ কৌরবের মাঝে,
মৃত্যুর কবলে সবে আছে তারা
সুনিশ্চিত আমারই ইচ্ছায়, আমারই
লীলায়। তুমি শুধু কর বধ বাহ্যতঃ
সবারে, অবিচল অচঞ্চল চিত্তে তব।
নিশ্চিত সক্ষম তুমি হবে শত্রুজয়ে।'
শুনি' হৃষিকেশ মুখে হেন
আশ্বাসের বাণী, কম্প্রবক্ষ, যুক্তকর
গাণ্ডিবী সভয়ে প্রণমিলা ভক্তিভরে

তোমারে আনত মস্তকে, কহিলেন
ভীতচিত্ত গদ্‌গদ ভাবে—'হৃষিকেশ,
মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তব অপার আনন্দ
লভে মানব-সমাজ, অনুরক্ত হয়
তব প্রতি ; রক্ষগণ লভে ভয়,
ভীতচিত্ত তারা করে পলায়ন
সর্ব্বদিকে, আর সিদ্ধ যোগিগণ
করেন প্রণাম প্রগাঢ় ভক্তিতে। অতি
সত্য, অতি যুক্তিযুক্ত ইহা। হে অনন্ত,
হে দেব-ঈশ্বর, জগৎ-আশ্রয়, শ্রেষ্ঠ
তুমি ব্রহ্মা হ'তে, ব্রহ্মারও কারণ তুমি,
পরব্রহ্ম তুমি, সৎ তুমি, অসৎ তুমিই।
তোমাকে প্রণাম তাই কেন নাহি
করিবেন সবে ? হে অনন্ত, তুমি আদি
সনাতন পুরুষ প্রধান। জগতের
লয়স্থান তুমি, তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় তুমি,
পরম আশ্রয়, তোমা-ময় বিশ্বচরাচর।
তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ তুমিই,
চন্দ্র, প্রজাপতি তুমি, তুমি প্রজাপতি
ব্রহ্মার জনক। তোমাকে প্রণাম আমি

করি পুনঃ পুনঃ। তোমাকে প্রণাম করি
সম্মুখে পশ্চাতে, তোমাকে প্রণাম করি
সর্ব্বদিকে আমি। অনন্ত অসীমতেজ,
পরাক্রমশালী তুমি। তুমি আছ
সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপি', তুমি সর্ব্বাত্মন্ তাই।
হে অচ্যুত, এতদিন নাহি জানি'
স্বরূপ তোমার ভয়ঙ্কর ভ্রমে আমি
সখ্যভাবে তোমা করিয়াছি সম্বোধন
কত—'হে কৃষ্ণ, হে সখে, হে যাদব' বলি'।
আবার কখনও, আহার বিহার
আর শয়নের কালে, একাকী কখনও
কিম্বা সখিগণ সমক্ষে কভু বা
পরিহাসছলে কত অবজ্ঞা তোমায়
করিয়াছি আমি। অচিন্ত্যপ্রভাব তুমি,
মার্জ্জনা তাহার লাগি' মাগি আজি
তোমারই সকাশে। তুমি পিতা সকল
লোকের, তুমি পূজ্য, গুরু তুমি, তুমিই
পরম গুরু। ত্রিভুবনে নাহি কেহ
তোমার তুলনা। তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি
সম্ভবে ধরায়। তোমাকে প্রণাম আমি

করি পুনরায়। জগৎ-আরাধ্য তুমি
পরম ঈশ্বর-রূপ। প্রসন্নতা তব
মাগিতেছি তোমা পাশে। হও তুমি
প্রসন্ন দাসের প্রতি। পিতা যথা করে
ক্ষমা তনয়ের শত অপরাধ, মিত্র
যথা করে ক্ষমা শত ত্রুটি তাহার
মিত্রের, পতি যথা করয়ে মার্জ্জনা
শত শত অপরাধ আপন পত্নীর,
তুমিও তেমনি প্রভু, কর ক্ষমা
সর্ব্ব অপরাধ মম, করিয়াছি আমি
যাহা জ্ঞানে ও অজ্ঞানে। হে দেবেশ,
জগৎ-আশ্রয়, আজি হর্ষান্বিত অতি
আমি হেরিয়া তোমার সেই ঐশ্বরিক
বিশ্বরূপ, পূর্ব্বে যাহা কোনও দিন
হেরি নাই আমি; আর তেমনই
ভয়ার্ত্ত-চিত্ত আজি আমি প্রভু, তোমার
সে ভয়ঙ্কর রূপে, তেমনই বিহ্বলচিত্ত
আজি আমি প্রভু, হেরিয়া তোমার সেই
ভীতিপূর্ণ বিশ্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর।
হও তুমি সুপ্রসন্ন প্রভু, এ দাসের

প্রতি, আবার ধারণ কর সেই
পূর্ব্বরূপ তব—চতুর্ভুজ
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সেই
শান্ত স্নিগ্ধ রূপ মনোহর। কর
সম্বরন তব সর্ব্বগ্রাসী কালরূপ
অতীব বিকট। প্রবল আকাঙ্খা প্রাণে
জাগিয়াছে মোর হেরিতে সে
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্বরূপ
তোমার, হেরিয়াছি যাহা আমি পূর্ব্বে
চিরকাল। হে প্রভু, পরমেশ্বর, কর
পূর্ণ, কর পূর্ণ এ বাঞ্ছা আমার
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি। ভীত আমি
এ বিকট বিশ্বরূপে তব।'

কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
'হে অর্জ্জুন, সদা আমি প্রসন্ন তোমার
প্রতি। তাই নিজ মায়াশক্তিবলে
আমার অনন্ত এই তেজোময়,
আদিভূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ মম
স্ব-প্রকাশ তব দিব্য জ্ঞাননেত্রপথে।
কেহ নাহি পূর্ব্বে কোনও কালে হেরিয়াছে

এই ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ মম। ধরায়
মানবগণ, শত বেদপাঠে, কিম্বা
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, কিম্বা দান আদি
ধর্ম্মকর্ম্মে কভু, অথবা তপস্যা উগ্র
করিয়া সাধন নাহি হেরিয়াছে কভু
এ আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ মম। তুমি শুধু
একমাত্র ভাগ্যবান মানব ধরায়
যাহাকে কৃতার্থ আমি করিয়াছি আজি
ঐশ্বরিক বিশ্বরূপে মম। নাহি হও
ভীত তুমি অথবা মোহিত এ বিকট
স্বরূপে আমার। হের পুনঃ নির্ভয়ে
পাণ্ডব, হের পুনঃ হৃষ্টচিত্তে তুমি
আমার সে পূর্ব্বরূপ—চতুর্ভুজ-রূপ
মম, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।'

এত বলি' বাসুদেব সম্বরন করি'
তার বিকট কালের রূপ, ধারণ
করিলা ধীরে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী
তার সেই শান্ত স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল রূপ
মনোহর। তার পর ধীরে ধীরে
ধারণ করিয়া তিনি দ্বিভুজ

মানবমূর্ত্তি করিলেন ধনঞ্জয়ে
সান্ত্বনা প্রদান, সর্ব্ব ভীতি তার
করিয়া হরণ। তখন অর্জ্জুন তারে
কহিলেন ধীরে—'জনার্দ্দন, সুস্থচিত্ত
এবে আমি, সর্ব্ব ভীতি মম অপসৃত
এবে হেরিয়া তোমার ঐ মানব-মূরতি।'
তখন শ্রীকৃষ্ণ ধীরে কহিলেন
ধনঞ্জয়ে—'হে অর্জ্জুন, অতীব দুর্লভ
এই বিশ্বরূপ মম হেরিয়াছ তুমি
যাহা আজি, অমর দেবতাগণও
করেন বাসনা নিত্য হেরিবারে তাহা।
কিন্তু কেহ নাহি হেরিয়াছে এ দুর্লভ
রূপ মম আজিও অর্জ্জুন, বেদপাঠে,
তপস্যায় কিম্বা দান আর
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। শুধুমাত্র সেই
ভক্তগণ মম সক্ষম হেরিতে মম
ঐশ্বরিক রূপ, যাহারা অনন্যভক্তি
ভজনা করেন মোরে, জ্ঞাত যারা
আমার স্বরূপ যথাযথরূপে।
হে পাণ্ডব, যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম তার

করেন আমার লাগি', আমি যার
প্রার্থনীয় শুধু, দ্বেষশূন্য যিনি
সর্ব্বভূতে, আসক্তিবিহীন যিনি
সর্ব্বভাবে, ভক্ত যিনি পরম আমার,
তিনিই লভেন মোরে।'

# দ্বাদশ অধ্যায়।

## ভক্তিযোগ।

তারপর ধনঞ্জয় করিলেন
প্রশ্ন নারায়ণে, বিশ্বের বিধাতা সেই
পরম পুরুষে,—'হে কৃষ্ণ, কহ মোরে
কোন্ ভক্তজন তব শ্রেষ্ঠ এ ধরায়—
যে জন সংযুতচিত্ত নিয়ত তোমাতে,
ভজনা করেন সর্ব্বভক্তি সহকারে
তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূরতি মধুর,
অথবা পূজন যিনি করেন সেই
অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম আকারবিহীন।
সাকার ও নিরাকার উপাসক মাঝে,
শ্রেষ্ঠ কোন্ জন কহ মোরে নারায়ণ,
কহ সেই কথা।'

উত্তরিলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
'যাহারা একান্তচিত্ত সর্ব্ব ভক্তিভরে
ভজনা করেন মোরে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ
পার্থ,—আমার এ মত। ইন্দ্রিয়সংযমী

যারা, সমদর্শী সদা, সর্ব্বপ্রাণীহিতরত
যাহারা নিয়ত পূজন করেন সেই
অব্যক্ত অচিন্ত্য নিত্য নিরাকার
পরব্রহ্মরূপ, তাহারাও লভেন
আমাকে, নাহিক সংশয় তাহে। কিন্তু
দেহধারী মানবের লাগি' নিরাকার
ব্রহ্ম-উপাসনা অতীব আয়াস-সাধ্য,
যেহেতু অস্তিত্ববোধ দেহের যদি বা
নাহি হয় বিদূরিত, নিগুর্ণ
আকারহীন নিরাকার ভাবে নাহি ঘটে
স্থিতিলাভ—নিগুর্ণ আকারহীন
নিরাকার ভাব নাহিক সম্ভব হয়
কল্পনায় তার। আমার ভজনা তাই
করেন যাহারা অনন্য ভকতিভরে,
একান্ত একাগ্রচিত্ত, সমর্পন করি'
সর্ব্ব কর্ম্ম আমাকেই শুধু, তাহারাই
শ্রেষ্ঠ পার্থ। আমি করি পরিত্রাণ
মদগতচিত্ত সেই ভক্তগণে মৃত্যুময়
সংসারসাগর হ'তে, সাকার আমার
পূজা-উপাসনা-ফলে। তাই তুমি কর

পার্থ, মন বুদ্ধি তব আমাতে নিবিষ্ট।
তবেই লভিবে তুমি তত্ত্বজ্ঞান
অতীব মহান্, তবেই লভিবে তুমি
দেহান্তে আমাকে, তবেই লভিবে তুমি
আমারই স্বরূপ, আমারই কৃপায়।
সক্ষম যদি বা তুমি নাহি হও চিত্ত
তব করিবারে স্থির একান্ত আমাতে,
তবে তুমি পুনঃ পুনঃ করিবে অভ্যাস
প্রত্যাহৃত করিবারে মন তব
সর্ব্ব বস্তু হ'তে, আর নিবিষ্ট করিতে
তাহা আমাতেই শুধু। তাহাতেও,
কৃতকার্য্য নাহি হও যদি, চিত্ত যদি
তব নাহি হয় স্থির হেন অভ্যাসেও,
তবে তুমি করিবে সাধন ব্রত
উপবাস আর শ্রবণ কীর্ত্তন, মম
প্রীতির লাগিয়া। তাহাতেও মোক্ষলাভ
করিবে নিশ্চয়।

'যদি বা তাহাও তুমি নাহি পার
করিবারে, তবে তুমি একান্ত শরণাগত,
একান্ত সংযতচিত্ত, সর্ব্বকর্ম্মফল

তব কর পরিত্যাগ,—সর্ব্বকর্ম্মসাধনে
তোমার কর ত্যাগ কর্ত্তৃত্বের অভিমান,
হও পূর্ণ উদাসীন ফলাফলে তার।
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ অভ্যাস অপেক্ষা, ধ্যান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান
হ'তে, আর ধ্যান হ'তে শ্রেষ্ঠ পার্থ,
কর্ম্মফল ত্যাগ, যেহেতু সে ত্যাগে হয়
শান্তিলাভ, আর সেই শান্তিলাভে হয়
মুক্তিলাভ অতীব সত্বর।

'হে অর্জ্জুন, দ্বেষহীন যিনি
সর্ব্বভূতে, মিত্রভাবাপন্ন যিনি
সর্ব্বজীবে, অহঙ্কারমমতাবিহীন
যিনি, কিন্তু কৃপাবান তবু, ক্ষমাশীল
যিনি, সুখেদুঃখে চিত্ত যার সদা
সমভাব, সতত সন্তুষ্ট যিনি,
সংযতস্বভাব, অপ্রমত্ত হৃদয়
যাহার, দৃঢ়চেতা যিনি, আর
সমর্পিতমনবুদ্ধি যিনি আমাতেই
শুধু, প্রিয় মোর হেন ভক্তজন।
যে জন কারণ কভু নাহি হন
কাহারও দুঃখের, অথবা নাহিক

পান দুঃখ কভু নিজে কোনও জন
হ'তে, আর পরশ্রীকাতর যিনি নহেন
কখনও, হর্ষভীতিব্যাকুলতাশূন্য
যেই জন, সেই ভক্তজনই প্রিয়
মোর। ধনঞ্জয়, নিস্পৃহ যে জন,
সদাচারী সদা, পক্ষপাতদোষশূন্য,
স্ব-কর্ত্তব্যপরায়ণ, মনোকষ্টবিহীন
যে জন, সর্ব্বথা উদ্যমহীন সকাম
করমে,—হেন ভক্তজনই প্রিয় মোর।
উৎফুল্ল নহেন যিনি, হর্ষযুক্ত নন
যিনি প্রিয়বস্তুলাভে, দুঃখযুক্ত
নহেন যে জন অপ্রিয় প্রাপ্তিতে,
ইষ্টবস্তুনাশে যিনি নহেন শোকার্ত্ত,
অপ্রাপ্ত বস্তুর আশা নাহিক করেন
যিনি, শুভাশুভসর্ব্বপরিত্যাগশীল,
ভক্তিমান যিনি, তিনিই আমার প্রিয়।
সমজ্ঞানী যিনি শত্রুমিত্রে, মানে
অপমানে, শীতে তাপে, সুখে দুঃখে,
নিন্দা কিম্বা স্তুতিতে সতত, অনাসক্ত
যিনি, সংযমী বচনে, যথালাভে তুষ্ট

যিনি, গৃহাদিতে মমতাবিহীন,
স্থিরচিত্ত, ভক্তিমান যিনি, তিনিই
আমার প্রিয়। যেই ভক্তজন মম
শ্রদ্ধাবান আমা প্রতি, আমা-পরায়ণ
সদা, আর করেন সাধনা হেন ভাবে
লভিবারে এই সব ভাব, তিনিই
আমার প্রিয়।'

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

### তত্ত্বজ্ঞানযোগ।

কহিলেন ধনঞ্জয়—'হে কেশব,
জানিতে বাসনা হয় প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব,—
কি বা জ্ঞান, জ্ঞেয় কি বা, আর ক্ষেত্র
ও ক্ষেত্রজ্ঞ কি বা। কহ মোরে সবিস্তারে
সেই সব কথা'

উত্তরিলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
'হে কৌন্তেয়, ক্ষেত্র এই দেহ, আর যেই
জন—যে অদৃশ্য সত্তা সেই দেহ
আপনার দেহ বলি' করে অনুভব,
সেই সত্তা, সে অদৃশ্য চেতনা শকতি
ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও। সর্ব্ব ক্ষেত্রে, সকল
দেহের মাঝে, আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।
সর্ব্বদেহ মাঝে অবস্থিত চেতনা শকতি
আমি, আর আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ সেই সব
দেহক্ষেত্রমাঝে। প্রকৃত প্রভেদজ্ঞান

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মাঝে জানিও প্রকৃত
জ্ঞান—মোক্ষলাভহেতু। কহিতেছি তোমা
ক্ষেত্রের স্বরূপ—কেমনই বা ইহা, কিরূপ
বিকারযুক্ত, আর প্রকৃতি-পুরুষযোগে
কিরূপে উৎপন্ন ইহা। আরও কহিতেছি
কেই বা ক্ষেত্রজ্ঞ আর কি তার শকতি।
বশিষ্ঠাদি মহাঋষিগণ নানাছন্দে
আর যুক্তিবাক্যে নানা করিয়াছে
বর্ণনা যাহার, বেদান্তের সূত্রমাঝে
ব্যাখ্যাত যে মহাতত্ত্ব, তাহাই তোমাকে
আমি কহিতেছি আজি। শুন তুমি
ধনঞ্জয়।

'পঞ্চ মহাভূত,—ভূমি, বারি, বহ্নি,
বায়ু, ব্যোম,—অহঙ্কার, বুদ্ধি নামে
মহাতত্ত্ব দুই, দশেন্দ্রিয়, মন আর
সেই অব্যক্ত প্রকৃতি, রূপ, রস, শব্দ,
স্পর্শ, গন্ধ, এই তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশ, আর
ইচ্ছা, দ্বেষ, দুঃখ আর দেহাদি, চেতনা,
ধৈর্য্য,—এই সব সবিকার ক্ষেত্র তুমি
জানিও সংক্ষেপে।

'শ্লাঘাহীন দম্ভহীন ভাব,
অহিংসা, গুরুর সেবা, ক্ষমা, সরলতা,
বিষয়-বৈরাগ্য, শৌচ, স্থিরতা আর
আপন-সংযম, অহঙ্কারশূন্যভাব
আর দুঃখ-অনুভূতি জন্ম মৃত্যু জরা
ও ব্যাধিতে, অনাসক্তি পত্নী পুত্র
গৃহাদিতে, সমভাব সুখ দুঃখে
তাহাদের, বিকারবিহীনভাব ইষ্ট
কিম্বা অনিষ্টপ্রাপ্তিতে, একনিষ্ঠ ভক্তি
আমা প্রতি, একান্ত নির্জ্জনবাস
পবিত্র স্থানেতে, সাধারণ লোকসঙ্গে
ইচ্ছার অভাব, আত্মজ্ঞানপরায়ণভাব
আর আলে চনা তত্ত্বজ্ঞানলাভে—
এই বিংশ ভাব জ্ঞান, আর ইহারই
অভাব অজ্ঞান জানিও।

'কহিতেছি তোমা, কি বা সেই
জ্ঞাতব্য বিষয়—কি বস্তুর জ্ঞানলাভে
হয় মোক্ষলাভ। অনাদি অনন্ত সেই
আমার স্বরূপ, সদসৎ-অতীত
সেই পরব্রহ্ম যাহা, তারই জ্ঞানলাভে

হয় মোক্ষলাভ। সর্ব্বস্থানব্যাপ্ত
পরব্রহ্ম সেই ; হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ,
মস্তকাদি তার অবস্থিত সদা
সর্ব্বস্থানে ; স্ব-প্রকাশ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে
তিনি, অথচ ইন্দ্রিয়হীন আপনি
স্বয়ং ; সঙ্গশূন্য তিনি, অথচ আধার
তিনি সকল বস্তুর, সকল জীবের ;
সর্ব্বগুণশূন্য তিনি, অথচ ধারণকারী
সত্ত্ব আদি সকল গুণের ; অবস্থিত
তিনি সদা তাহারই আপন সৃষ্ট
জীবের মাঝারে—অন্তরে বাহিরে।
স্থাবরজঙ্গম তিনি, অতি সূক্ষ্ম তিনি,
তাই তিনি দুর্জ্ঞেয় অতীব। দূরস্থ
অজ্ঞের তিনি, নিকটস্থ জ্ঞানীজন পাশে।
অবস্থিত তিনি জীবগণ-অভ্যন্তরে
অভিন্ন কারণরূপে, আর কার্য্যরূপে
তিনি তাহাদেরই অভ্যন্তরে অবস্থিত
ভিন্নবৎ। তিনিই জ্ঞাতব্য বস্তু
মোক্ষলাভ লাগি', তিনিই সৃজন
স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সকলের। জ্যোতিঃ

তিনি জ্যোতিষ্কগণের মাঝে, তিনি
মায়া-অজ্ঞান-অতীত। তিনি জ্ঞান, তিনি
জ্ঞেয়, তিনি সেই জ্ঞান-লভ্য সত্তা
অপরূপ ; অবস্থিত তিনি সর্ব্বজীবে
সর্ব্বনিয়ামকরূপে।

'সংক্ষেপে কহিনু তোমা, কিবা
ক্ষেত্র, কিবা জ্ঞান, আর জ্ঞেয় কিবা।
এই সব জ্ঞানলাভে মম ভক্তজন
প্রাপ্ত হন মম ভাব, যোগ্য হন ব্রহ্মলাভে।

'প্রকৃতি পুরুষ অনাদি জানিও।
দেহ আর ইন্দ্রিয়বিকার, আর সুখ
দুঃখ আদি যত সব গুণ উৎপন্ন
প্রকৃতি হ'তে। প্রকৃতিই হেতু
কার্য্যকারণের, আর সুখদুঃখভোগ-কর্ত্তা
পুরুষ জানিও। প্রকৃতি-উৎপন্ন দেহ
আর সুখদুঃখ আদি যত সব গুণ
তার, পুরুষ করেন ভোগ, যেহেতু
প্রকৃতি মাঝে অবস্থিত তিনি। আর
সেই প্রকৃতির গুনভোগ হয় জন্মের
কারণ সেই পুরুষের, সদসৎ

যোনিমাঝে নানা। দেহস্থিত যদিও
পুরুষ, যদিও থাকেন তিনি এই
দেহমাঝে প্রকৃতি-উৎপন্ন যাহা,
তথাপি পৃথক্ তিনি দেহ হ'তে সদা,
তথাপি পৃথক্ তিনি সম্পুর্ণ প্রকৃতি
হ'তে। পুরুষ দেহের মাঝে সাক্ষীর
মতন শুধু, অনুমতিদাতাবৎ,
ভর্ত্তাভোক্তাপ্রায়, মহেশ্বর, পরমাত্মা,
অন্তর্যামী বলি' কথিত শাস্ত্রেতে।
প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব জানেন যে জন
হেন, তিনিই লভেন মুক্তি—পুনর্জন্ম
তার কভু নাহি হয়, যদিও করেন
তিনি কর্ম্ম অনুক্ষণ।

'আত্ম-দরশন হয় লাভ কাহারও বা
মানসিক ধ্যানে, কাহারও বা সাংখ্য কিম্বা
নিষ্কাম করমযোগে। আর নাহিক জানেন
যারা এই সব আত্ম-দরশন লাভের
উপায়, আচার্য্যের উপদেশে তারা
পূজন করেন শুধু উপাস্য দেবতা।
তারাও লভেন মুক্তি, শ্রদ্ধা যদি

সে পূজনে থাকে তাহাদের, সেই
উপাসনাকর্ম্ম তাহাদের হয় যদি
অনুষ্ঠিত আচার্য্যের উপদেশমত।
'হে পাণ্ডব, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ
সংযোগফলে—প্রকৃতি ও পুরুষের
মিলনের ফলে, স্থাবরজঙ্গম আদি
সর্ব্ববস্তু হয় সৃষ্ঠ ধরণীর মাঝে।
কিন্তু সেই সৃষ্ট স্থাবরজঙ্গম আদি
সর্ব্ববস্তু যদি হয় নাশ, তথাপি
সে পুরুষের, সেই শ্রেষ্ঠ পরম আত্মার
নাহিক বিনাশ। সেই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা
রহে সমভাবে সর্ব্ববস্তু মাঝে, আর
জ্ঞাননেত্রে যিনি করেন দর্শন সেই
পরম আত্মারে, তিনিই সম্যক দ্রষ্টা,
তিনিই যথার্থদর্শী। দর্শন করেন
যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত
সেই পরম আত্মারে, বদ্ধ তিনি নাহি
হন মায়াতে কখনও, আর সেই হেতু
মুক্তিলাভ ঘটে তার জানিও অর্জ্জুন।
সর্ব্বকর্ম্ম করিছে প্রকৃতি—প্রকৃতিই

সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা, আর আত্মা অ-কর্ত্তা
সতত। যে জন জানেন ইহা, তিনিই
যথার্থদর্শী। জ্ঞাত যেই তত্ত্বদর্শীজন
পৃথকত্ব সকল ভূতের, আর জ্ঞাত
যিনি সেই সব পৃথক্ ভূতের অদ্ভুত
একত্ব এক ব্রহ্মবস্তুমাঝে, আর
জ্ঞাত যেই জন সেই এক ব্রহ্ম হ'তে
সেই সব পৃথকত্বের বহুধা বিস্তার,
তিনি প্রাপ্ত হন ব্রহ্মভাব। যে জন
জানেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের নানাত্বের
মাঝে একত্ব এক আছে অভিনব,
আর সেই নানাত্ব তাহার—বহুধা
বিস্তার সেই একত্বের, সেই একত্বেরই
অভিব্যক্তি শুধু, তিনিই লভেন সেই
পরব্রহ্মভাব।

'হে কৌন্তেয়, আদিহীন অন্তহীন
সর্ব্বগুণহীন সেই পরম পুরুষ,
পরমাত্মা যিনি, তিনি সদা বিকারবিহীন।
যদিও সে অবস্থিত দেহের মাঝারে,
তথাপি সে নাহি করে কিছু। তাই, সেই

আদিহীন অন্তহীন গুণহীন পরমাত্মা
সতত নির্লিপ্ত—লিপ্তিহীন সকল
করমে। সর্ব্বব্যাপী ব্যোম শূন্য যথা
নহে লিপ্ত কোনও কিছুতেই,—যদিও
তাহার মাঝে আছে কত কিছু, কত কিছু
যদিও সে শূন্য ব্যোম করিছে ধারণ,—
তেমনই পরম আত্মা লিপ্ত নহে দেহে,
যদিও সে অবস্থিত দেহের মাঝারে।
একমাত্র সূর্য্য যথা করে প্রকাশিত
সমগ্র জগৎ, তেমনই ক্ষেত্রজ্ঞ এক,
একমাত্র পরমাত্মা, প্রকাশিছে সমগ্র
দেহকে—ক্ষেত্র যাহা পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞের।
জ্ঞাননেত্রে যাঁরা করেন প্রত্যক্ষ, ক্ষেত্র
আর ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য অদ্ভুত, আর
জানেন যাহারা মুক্তির উপায় সকল
জীবের, লভেন পরম পদ শুধু
তাহারাই।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

## গুণত্রয়বিভাগযোগ।

কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে,—
"কহিতেছি ধনঞ্জয়, পুনরায় আমি,
সেই তত্ত্বজ্ঞানকথা, শ্রেষ্ঠ যাহা
সর্ব্বজ্ঞান হ'তে, যে জ্ঞান লভিয়া
মুনিঋষিগণ লভেন পরম সিদ্ধি।
যাহারা আশ্রয় করি' এই তত্ত্বজ্ঞান
প্রাপ্ত হন স্বরূপ আমার, প্রাপ্ত হন
ত্রিগুণ-অতীত ভাব, সৃষ্টিকালে তারা
নাহিক লভেন জন্ম, নাহিক করেন
তারা মৃত্যুরূপ দুঃখ অনুভব
প্রলয়ের কালে,—তাহারা লভেন মোক্ষ,
তাহারা হয়েন জন্ম আর মৃত্যুর অতীত।
'প্রকৃতি আমার যোনি—গর্ভাধান-স্থান।
সেথা সেই গর্ভাধান-স্থানে, গর্ভ আমি
করি হে ধারণ, আর সেই গর্ভে
সমুৎপন্ন হয় সর্ব্বভূত। হে অর্জ্জুন,

যত জীব লভিছে জনম দেবতা
মানব আদি নানা যোনিমাঝে, প্রকৃতিই
তাহাদের উৎপত্তির স্থান ; প্রকৃতিই
মাতৃরূপা ক্ষেত্র আর আমি পিতা
বীজপ্রদ তাহাদের। সত্ত্ব রজ তম—
এই গুণত্রয় প্রকৃতি-সঞ্জাত করিছে
আবদ্ধ দেহস্থিত নির্ব্বিকার অব্যয়
আত্মাকে। এই গুণত্রয়মাঝে, সত্ত্বগুণ
সুনির্ম্মল প্রকাশক পবিত্র অতীব।
তাই সে আবদ্ধ করে নির্ব্বিকার
অব্যয় আত্মাকে সর্ব্বসুখ আর
জ্ঞানের আসক্তি দিয়া। আর রজোগুণ—
রাগাত্মক যাহা, আকাঙ্খার জন্মদাতা,—
আবদ্ধ আত্মাকে করে কামনায়
কলুষিত কর্ম্মের আসক্তি দিয়া। আর
তমোগুণ অজ্ঞানমূলক, আবদ্ধ আত্মাকে
করে জ্ঞানশূন্য মোহে, আবদ্ধ আত্মাকে
করে প্রবল আলস্য আর নিদ্রার বন্ধনে।
হে ভারত, সর্ব্বসুখশান্তি অভিমুখে
দেহীকে চালিত করে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ

শুধু ; আর সকাম করমে করে
রজোগুণ উদ্বুদ্ধ তাহাকে ; আর
তমোগুণ করে আচ্ছন্ন দেহীর জ্ঞান,
করে বদ্ধ তারে কর্ম্মহীন আলস্যে
দারুণ। যদিও এ গুণত্রয় রহিয়াছে
বর্ত্তমান জীবের মাঝারে সদা
সর্ব্বক্ষণ, সমভাবে তারা নহেক
প্রবল কভু। কখনও বা সত্ত্বগুণ
অতীব প্রবল, কখনও বা রজ কিম্বা
তমোগুণ। যখন যে গুণ হয় প্রবল
জীবেতে তখন সে করে কর্ম্ম সেই
গুণ-অনুযায়ী। যখন নির্ম্মল জ্ঞান
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের যোগে হয় প্রকটিত
জীবের মাঝারে, জানিবে তখন সত্ত্ব
প্রবল তাহার। আর রজোগুণ লভে
যবে প্রবলতা, প্রবৃত্তি, উদ্যম, লোভ,
অশান্তি, অতৃপ্তি, স্পৃহা, অনুরাগ,
তখনই উৎপন্ন হয় মাঝারে তাহার।
আর তমোগুণ বৃদ্ধি পায় যবে, প্রগাঢ়
আলস্য আর উদ্যম-অভাব, অন্ধ

অজ্ঞানতা আর মূঢ় ভ্রম করয়ে
আচ্ছন্ন তারে। সত্ত্বগুণ প্রবল যখন,
মৃত্যু যদি ঘটে সেই ক্ষণে, ঊর্দ্ধলোক
লভে আত্মা সে মৃত্যুর ফলে। আর রজ
কিম্বা তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মরণ
যাহার ঘটে, পুনর্জ্জন্ম ঘটে তার
কর্ম্মাসক্ত মানবের কুলে কিম্বা
পশ্বাদির মূঢ় যোনিমাঝে। সাত্ত্বিক
কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ,
আর রজস্তমজাত করমের ফল
দুঃখ আর অজ্ঞানতা শুধু। সত্ত্বগুণ
হ'তে জন্মে জ্ঞান, রজোগুণ হ'তে লোভ,
আর তমোগুণ হ'তে জন্মে অ-জ্ঞান,
প্রমাদ, মোহ। দেহান্তে সাত্ত্বিকগণ
ঊর্দ্ধলোকে করেন প্রয়াণ, আর
রাজসিক কিম্বা তামসিক যারা
তাহারা লভেন জন্ম নরকুলে আর
নীচ যোনিমাঝে। যখন যথার্থদর্শী
মানবপ্রধান পারেন বুঝিতে
অন্তরে অন্তরে তার, তাহার সকল

কর্ম্ম হ'তেছে সাধিত প্রকৃতির
গুণত্রয়ে শুধু, পারেন বুঝিতে, তিনি
নাহি করিছেন কর্ম্ম তার, পারেন
বুঝিতে; তিনি শুধু—আত্মা তার শুধু—
ত্রিগুণ-অতীত এক সাক্ষীর মতন
সর্ব্বদেহযন্ত্র-অনুষ্ঠিত কর্ম্মের তাহার,
মম ভাব তিনি লভেন তখন, প্রাপ্ত
হন ব্রহ্মত্ব ভারত। দেহের
উৎপত্তিহেতু সত্ত্ব রজ তম এই
গুণত্রয় প্রকৃতির উত্তীর্ণ যে জন,
যে জন ত্রিগুণাতীত, জন্ম মৃত্যু জরা
ব্যাধিমুক্ত তিনি হন, করেন সে জন
লাভ পরম আনন্দ।'

করিলেন প্রশ্ন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণে
তখন—'কি লক্ষণ হয় প্রকটিত
মানবের মাঝে যখন করেন তিনি
অতিক্রম সত্ত্ব, রজ, তম এই
গুণত্রয় প্রকৃতির? আর কিরূপে বা
অতিক্রম করেন সে জন এই
গুণত্রয়?'

উত্তরিলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
'হে পাণ্ডব, সত্ত্বের লক্ষণ জ্ঞান,—সত্ত্বগুণ
দেয় জ্ঞান মানবেরে। আর রজোগুণ,
তমোগুণ দেয় কামনা কলুষময়
কর্ম্মের প্রবৃত্তি আর মূঢ় মোহ তারে।
যিনি নাহি হন বিচলিত এই সব
গুণধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত করমে কখনও,
যিনি শুধু নিয়ত ভাবেন মনে, এই
তিন গুণ শুধু করিতেছে কর্ম্ম
তাহাদের তাহারই দেহের মাঝে
অলঙ্ঘ্য সে প্রকৃতির নিয়মে কেবল,
যে জন ভাবেন মনে তিনি নাহি
করিছেন কিছু, তিনি নহে কর্ত্তা তার
কোনও করমের, আর অবিচল
অচঞ্চল উদাসীন রহেন যে জন
হেন ধারণার বশে সর্ব্বকর্ম্মকালে
তার, তিনিই ত্রিগুণাতীত। অবস্থিত
যিনি আত্ম-স্বরূপে সতত, সমজ্ঞান
যিনি সদা সুখে, দুঃখে আর সুবর্ণ,
প্রস্তরে, প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বস্তুতে,

নিন্দা প্রশংসায়, শত্রুমিত্র আর
মানে অপমানে, সতত উদ্যমহীন,
কর্ত্তৃত্বের অভিমানহীন যিনি
সর্ব্বকর্ম্মে তার, অর্থাৎ জানেন যে জন
অন্তরে অন্তরে তার তিনি নাহি
করিছেন কর্ম্ম তার—গুণত্রয় শুধু
করিতেছে কর্ম্ম তাহাদের—তিনিই
ত্রিগুণাতীত। একনিষ্ঠ ভক্তিতে যে জন
করেন আমার সেবা, তিনিই সক্ষম
হন করিবারে অতিক্রম এই
গুণত্রয়, তিনিই সক্ষম হন
ব্রহ্মভাব লাভে। আমিই পরমব্রহ্ম
অমৃত অব্যয় নিত্য—আমিই পরম
ব্রহ্ম, সর্ব্বধর্ম্ম আর সর্ব্ব সুখের
আকর, জানিও অর্জ্জুন।'

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

### পুরুষোত্তমযোগ।

কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
সংসার বৃক্ষের প্রায়, কিন্তু মূল তার
ঊর্দ্ধ-প্রসারিত ; আর শাখা সব তার
প্রসারিত নিম্নদিকে, আর বেদ-উক্ত
কর্ম্মকাণ্ড পত্রাদি তাহার। অর্থাৎ
সংসার-বৃক্ষ উদ্ভূত পুরুষোত্তম
পরব্রহ্ম হ'তে, আর সর্ব্বজীব এই
সংসারের মাঝে শাখা যেন সেই
সংসার বৃক্ষের, আর কর্ম্ম সব
তাহাদের বেদোক্ত প্রথায়, পত্র যেন
তার। যদিও নশ্বর এই সংসারের
লীলা, তথাপি অব্যয় ইহা। আদিহীন-
অন্তহীন স্রোতের মতন চলিয়াছে
ইহা চিরকাল। যে জন বৈরাগ্য লাভ
করেন সংসারে, জানিয়া সম্যক এই

অন্তহীন লীলা সংসারের, জানিয়া
সম্যক তার মূল, শাখা, পত্রের
প্রকৃতি, তিনি বেদবিৎ—বিদ্বান তিনিই।
'দেবতা, মানব আর নীচ পশুগণ,
ঊর্দ্ধ-অধঃ-প্রসারিত শাখা সব যেন,
ঊর্দ্ধপ্রসারিত-মূল এই সংসার
তরুর। এ তরু বর্দ্ধিত হয় সত্ত্ব আদি
গুণে, আর রূপ, রস আদি বিষয়
সকল পল্লব ইহার। যদিও
পুরুষোত্তম ইহার প্রকৃত মূল,
ভোগের বাসনা নানা অঙ্গীভূত মূল
সেই প্রকৃত মূলের, নিয়ত যাহার
বলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নানা কর্ম্মের
বন্ধনে বদ্ধ জীবগণ, ধারণ
করিয়া দেহ, ঊর্দ্ধ কিম্বা নিম্নলোকে
করে যাতায়াত অনাদি অনন্তকাল।
মায়ামুগ্ধ জীবগণ সংসারের
নাহি পারে বুঝিবারে প্রকৃত প্রকৃতি
ঊর্দ্ধপ্রসারিত-মূল এই সংসার
তরুর, নাহি পারে বুঝিবারে আদি,

অন্ত আর মধ্য স্থিতি তার। তাই
বিকট বৈরাগ্য শস্ত্রে ছিন্ন করি'
সুদৃঢ় এ সংসার বৃক্ষের মূল,
তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা তোমা করিতে হইবে
লাভ। তাই, একান্ত ভকতিভরে শরণ
মাগিবে সেই পরম পুরুষ পাশে,
মূল যিনি এ বিকট সংসার তরুর,
যাহার মায়াতে এই সংসারের
লীলা চলিয়াছে অন্তহীন, আর
যাহাকে লভিলে পুনর্জন্ম নাহি হয়
আর।

'মোহ আর অহঙ্কার যেই জন
করিয়াছে জয়, অহঙ্কারমোহহীন
যেই জন, আসক্তিবিহীন,
আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ আর কামনাবিহীন
যিনি, অচঞ্চলচিত্ত যিনি সুখ দুঃখ,
শীত উষ্ণবোধে, তিনি শুধু অধিকারী
লভিতে অব্যয়পদ, তিনি অধিকারী
শুধু লভিবারে সেই পরমপুরুষপদ।
সদা স্ব-প্রকাশ যেই পদ, প্রকাশিতে

যেই পদ, চন্দ্র, সূর্য্য, অনলের জ্যোতি
নাহি হয় প্রয়োজন, যে পদ লভিলে
পুনর্জন্ম আর নাহি লভে যোগিগণ,
তাহাই স্বরূপ মম, আমার পরম ধাম।
'আমারই অংশেতে জাত
সংসারের জীবগণ, আমারই বিকাশ
তারা চির সনাতন। পুনর্জন্মযোগ্য
তারা নহে তাই কভু, কিন্তু তবু তারা
পুনর্জন্ম লভে পুনঃ পুনঃ স্বীয়
কর্ম্মফলভোগ লাগি' শুধু,—কর্ম্মফল
তাহাদের করে আকর্ষণ পঞ্চেন্দ্রিয়
আর মন তাহাদের পুনঃ পুনঃ
সংসারের মাঝে। তাই তারা
পুনর্জন্ম লভে বারংবার। বায়ু যথা
পুষ্পগন্ধ করে আহরণ, তেমনই
জীবাত্মা এই দেহত্যাগ কালে,
আকর্ষণ করি' লহে মন আর
ইন্দ্রিয় সকল, দেহান্তরলাভ সেই
জীবাত্মার ঘটয়ে যখন। শব্দাদি
বিষয়ভোগ করে জীব সংসারের

মাঝে, চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, ত্বক, রসনা,
মনের বলে। মূঢ়মতিগণ নাহিক
প্রত্যক্ষ করে, নাহি করে উপলব্ধি
কিরূপে সে সূক্ষ্ম আত্মা সত্ত্বগুণযুত,
করে অবস্থান এই স্থূল দেহের
মাঝারে, অথবা সে দেহান্তরে কিরূপে
প্রবেশ করে নির্গমন করি' তার
পূর্ব্বদেহ হ'তে। শুধুমাত্র
জ্ঞানচক্ষুজনই পারে প্রত্যক্ষ করিতে
সেই সূক্ষ্ম আত্মা অশরীরী, প্রত্যক্ষ
করিতে তার দেহান্তর-উৎক্রমন।
ধ্যান ধারণার বলে পারে যোগিগণ
প্রত্যক্ষ করিতে আত্মা আপনার
দেহমাঝে, কিন্তু মন্দচিত্ত
মন্দমতিগণ নাহি পারে উপলব্ধি
করিতে সে সূক্ষ্ম আত্মা শতশাস্ত্রপাঠেও।
'সূর্য্য, চন্দ্র, অনলের জ্যোতি,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাহা করিছে প্রকাশ,
আমারই সে জ্যোতি, তুমি জানিও
অর্জ্জুন। আমিই আপন তেজে ধারণ

করিছি এই বিরাট জগৎ। করিতেছি
পুষ্ট যত লতাগুল্ম আদি রসাধার
চন্দ্ররূপে আমি। জঠরাগ্নিরূপে আমি
সর্ব্বজীবমাঝে প্রাণ অপান বায়ু বলে
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সর্ব্ব
অন্নপান করি পরিপাক। আত্মারূপে
সকল জীবের, অন্তর্যামীরূপে
তাহাদের, আমিই প্রদান করি স্মৃতি
আর জ্ঞান, আবার আমিই হই সেই
স্মৃতি আর জ্ঞান লুপ্তির কারণ। আমিই
জ্ঞাতব্য সকল বেদের; তত্ত্বজ্ঞানগুরু
আমিই আবার; আবার আমিই
বেদার্থ জ্ঞানী।

'ক্ষরাক্ষর দুই পুরুষই প্রসিদ্ধ
ভবে। কর্ম্মরূপ সর্ব্বভূত ক্ষর, আর
অক্ষর কারণ-মায়া। শ্রেষ্ঠতর যিনি
এই দুই ক্ষরাক্ষর হ'তে, তিনিই
পরম আত্মা। তিনি নির্ব্বিকার প্রভু
জগতের—ত্রিলোক-পালক তিনি। আমি
সেই ক্ষরাতীত, আর শ্রেষ্ঠতর আমি

সে অক্ষর হ'তে। তাই পুরুষ-উত্তম
মোরে কহে সর্ব্ব বেদ আর সর্ব্ব
লোকগণ। হে ভারত, মোহমুক্ত
জ্ঞানীজন যেই জানেন আমারে সেই
পুরুষ-উত্তম বলি', তিনিই পূজন
মোর করি' সর্ব্বভাবে হন সর্ব্বজ্ঞানী।
হে অনঘ, যে জন জানেন এই গুহ্য
শাস্ত্রকথা, তোমাকে আজিকে যাহা
কহিয়াছি আমি, তিনি আত্মজ্ঞান
লভেন নিশ্চিত, তিনি হন কৃতার্থ
ধরায়।'

# ষোড়শ অধ্যায়।

## দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ।

কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—
'হে ভারত, নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি,
আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, দান, কর্ম্মযোগতৎপরতা,
ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্র অধ্যয়ন,
অহিংসা, অক্রোধ, সত্য, তপ, সরলতা,
ত্যাগ, শান্তি, জীবে দয়া, পরনিন্দা বিবর্জ্জন,
মৃদুতা, কুকর্ম্মে লজ্জা, চাঞ্চল্যহীনতা,
ক্ষমা, তেজস্বীতা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ
আর অভিমানহীনভাব—এ সব
স্বর্গীয়ভাব, দৈবী এই সম্পদ সকল
শুদ্ধ সত্ত্বগুণজাত। এই সব শুদ্ধ
সত্ত্বময়ভাব লভেন সে মানব সকল
শুধু, জাত যারা শুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে। আর যাহারা
লভেন জন্ম রজস্তমভাবাপন্ন,

তারা প্রাপ্ত হন দম্ভ, দর্প, ক্রোধ,
অভিমান, নিষ্ঠুরতা আদি যত
আস্থরী সম্পদ, রজস্তমজাত
যাহা। দৈবী এই সম্পদ সকল
মোক্ষের কারণ, আর আস্থরী সম্পদ
হয় বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব,
বিচলিত চিন্তাযুক্ত নাহি হও তুমি,
যেহেতু জনমসাথে লভিয়াছ তুমি
দৈবী সেই পরম সম্পদ সব।
সংসার মাঝারে আছে ছুটি মাত্র
স্বভাব জীবের—দৈবী ও আস্থর।
কহিয়াছি তোমা কিছু দৈবী স্বভাবের
কথা। এখন কহিব তোমা আস্থরী
স্বভাব কিবা।

'অস্থরস্বভাবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ;
নাহি শৌচ, সত্য, আচারের লেশ
তাহাদের। সত্য বলি' তারা নাহি মানে
বেদপুরাণাদি ; স্বভাবের বশে
স্ত্রীপুরুষ-সংযোগই এই
জগৎ-উৎপত্তি-হেতু ; ঈশ্বর নহেন

সৃষ্টি কিম্বা পালনের কর্ত্তা জগতের ;
স্ত্রীপুরুষ-কামই সৃষ্টি করিছে জগৎ—
অত্যদ্ভুত এইসব ভাবে ভাবান্বিত
যত অসুরস্বভাবগণ। হেন হীনমতি
অবিবেকী অতীব বিকৃতবুদ্ধি
অসুরস্বভাবগণ হিংস্র ভাবাপন্ন
সদা, আর হিংসাত্মক কর্ম্মে তাহাদের,
ধ্বংস তারা জগতের করয়ে সাধন।
পূরণীয় নহে যাহা কভু, অদম্য
তেমন সব বাসনার বশে,
দম্ভমানমদমত্ত, নিয়ত অশুচিচিত্ত
মোহবশে তারা আরাধনা করে যত
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
সুনির্দ্দিষ্ট ফললাভ তরে।
অসুরস্বভাবগণ করে আজীবন
বিষয়চিন্তন শুধু। বিষয়চিন্তন
আর বিষয়সম্ভোগ পুরুষার্থ
পরম তাদের। শত আশাপাশবন্ধনে
তাহারা বদ্ধ আজীবন ; কামক্রোধ
আদি রিপুর অধীন তারা, আর

চরিতার্থ করিবারে সর্ব্ব হীন কামনা
তাদের করে তারা অর্থ উপার্জ্জন
অসৎ উপায়ে নানা।

'হেন অসুরস্বভাবগণ ভাবে
মনে মনে সদা, 'লভিয়াছি এত অর্থ
আমি, মনের বাসনা মম হইবে
পূরণ ত্বরা ; লভিয়াছি এত অর্থ,
আবার লভিব অর্থ কত পুনরায় ;
কত শত্রু করিয়াছি নাশ, আবারও
নাশিব শত্রু আরও যারা আছে ;
আমি ভোগী, আমিই ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ,
সুখী আমি, আমি বলবান, আমি ধনী,
মানী ও কুলীন ; কে আছে আমার মত
এত সুখী, এমন ক্ষমতাবান ? যাগযজ্ঞ
আমি করিব প্রচুর, আর করিব
আনন্দলাভ করি' দান দরিদ্র জনেরে'—
হেন জ্ঞানে, হেন ভাবে সতত
অজ্ঞানমুগ্ধ, অসুরস্বভাবগণ।

'নানা হেয় নিন্দনীয় চিন্তায়
বিভ্রান্ত হেন অসুরস্বভাবগণ,

নিয়ত বিষয়ভোগে রত মোহবশে,
করয়ে নরক লাভ পরিণামে শুধু।
আপনারে ভাবে তারা অতীব মহৎ
আর দম্ভে করে অনুষ্ঠান
শাস্ত্রবিধিবিগর্হিত যাগযজ্ঞ আদি যত।
বল-দর্প-অহঙ্কার-কাম-ক্রোধ-বশীভূত
আর পরনিন্দাপরায়ণ এই
অসুরস্বভাবগণ করে শুধু অপমান
সর্ব্বদেহ-অবস্থিত অন্তর্যামীরূপী
মোরে, তাহাদের হীনভাব,
হীন কর্ম্ম আর দম্ভ-অনুষ্ঠানে। আমি
সেই হীনকর্ম্মী হিংস্র ক্রূর নরাধম
অসুরস্বভাবগণে, ব্যাঘ্র, সর্প আদি
হিংস্র যোনিমাঝে পুনঃ পুনঃ করি হে
প্রেরণ। ক্রমে ক্রমে তারা নিজ নিজ
বাসনার ফলে, আর করমের ফলে
তাহাদের, লভে জন্ম বারংবার
আসুরী যোনিতে, আর প্রাপ্ত হয়
আরও অধোগতি ক্রমে, লভি' জন্ম
পরিণামে ক্রিমিকীটরূপে।

'কাম, ক্রোধ, লোভ—এই রিপুত্রয়
নরকের দ্বার তুমি জানিও অর্জ্জুন।
নিয়ত আ-প্রাণ তুমি করিবে বর্জ্জন
তাই এই রিপুগণে। এই তিন
নরকের দ্বার সক্ষম ত্যজিতে যারা,
তাহারা লভেন মোক্ষ, তপ, যোগ আদি
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিয়া সাধন।

'যে জন যথেচ্ছাচারী, করে কর্ম্ম
সদা শাস্ত্রবিগর্হিত, সেই জন নাহি
লভে সুখ ইহলোকে, নাহি লভে মুক্তি
কভু। তাই ধনঞ্জয়, তুমি কর
কর্ম্ম অনুষ্ঠান সদা শাস্ত্রবিধি আর
নিজ অধিকার মত। ক্ষত্রিয় সন্তান
তুমি, কর কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের মত, কর
যোগদান এই ধর্ম্মযুদ্ধে তুমি।'

# সপ্তদশ অধ্যায়।

## শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ।

করিলেন প্রশ্ন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণে তখন—'কহিলে আমারে তুমি, সিদ্ধি কভু নাহি লভে শাস্ত্রবিধি-উল্লঙ্ঘনকারীজন। কিন্তু যদি সেই শাস্ত্রবিধি-উল্লঙ্ঘনকারীজন করেন ভজনা শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে তাহার, তবে সেই শ্রদ্ধা তার, সত্ত্ব, রজ, তম, কোন গুণযুতা ? কহ মোরে তাহা।'

উত্তরিলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—'শ্রদ্ধা স্বভাবজ সদা, পূর্ব্বজন্মসংস্কার-প্রসূত। দেহীর স্বভাবভেদে, পূর্ব্বজন্মসংস্কার-প্রভেদে সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী এই শ্রদ্ধাত্রয় রহিয়াছে তার। শুন তাহা কহিতেছি আমি।

'শ্রদ্ধার পার্থক্য ঘটে অন্তরের তারতম্য হেতু। শাস্ত্রবিধি-উল্লঙ্ঘনকারীজনও

শ্রদ্ধাবান বটে। কিন্তু শ্রদ্ধাবান তিনি
শুধু তেমনই জানিবে, যেমন ছিলেন
তিনি পূর্ব্বজন্মে তার। সত্ত্বগুণযুক্ত
দেহিগণ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় করে
দেবতার পূজা, আর রাজসিকগণ
করে পূজা যক্ষরক্ষদের, আর
ভূতপ্রেত উপাসনা করে তামসিকগণ।

'অবিবেকী মানব সকল, দম্ভ,
অহঙ্কার আর কামনা-আসক্তি-বশে,
কিম্বা বলগর্ব্বে তাহাদের, করে উগ্র
তপস্যা কঠোর শাস্ত্রবিগর্হিত, কৃশ
করি' দেহস্থিত পঞ্চভূতে আর
চৈতন্যস্বরূপ সত্তা আমারই অংশকে।
তাহারা অসুরবুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।

'দেহীর প্রকৃতিভেদে আহার ও
ত্রিবিধ। যজ্ঞ, দান, তপস্যাও ত্রিবিধ
তেমনই।

'উৎসাহ, আরোগ্য, শক্তি, আয়ু,
সুখ আর প্রীতির বর্দ্ধক ভোজ্য,
রসসমন্বিত স্নিগ্ধ স্থায়ীগুণযুক্ত

আর আনন্দদায়ক যাহা, প্রিয়ভোজ্য
সদা তাহা সাত্ত্বিকগণের। অতিরিক্ত
কটু অম্ল অতি লবনাক্ত অতি উষ্ণ
অতি রুক্ষ অতীব বিদাহী আর
দুঃখশোকরোগপ্রদ আহার যে সব,
রাজসিকগণপ্রিয় তাহা। আর
তামসিকগণপ্রিয় ভোজ্য সেই সব
রসহীন গন্ধযুক্ত পর্য্যুসিত আর
বহুপূর্ব্বপক্ক দ্রব্য যাহা, অপবিত্র
উচ্ছিষ্ট অথবা।

'ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যচিত্তজন করেন
যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানে
একাগ্র মননে শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী
শুধু, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। আর
ফলকামনায় দম্ভবশে যেই যজ্ঞ
হয় অনুষ্ঠিত; রাজসিক যজ্ঞ তাহা
আর বিধিবিগর্হিত যজ্ঞ, মন্ত্র ও
দক্ষিণাশূন্য অন্নদানশূন্য যাহা
তাহাই তামসযজ্ঞ।

'দেব, দ্বিজ, গুরু আর বিদ্বান ব্যক্তির

পূজা, শৌচ, সরলতা, অহিংসা-অভ্যাস
আর ব্রহ্মচর্য্য আদি শারীর তপস্যা ।

'বেদাভ্যাস আর সত্য প্রিয় হিতকর
বাক্য যাহা, নাহি করে কভু যাহা
উদ্বেগসঞ্চার, বাঙ্ময় তপস্যা তাহা ।

'আর চিত্তপ্রসন্নতা, মৌন সৌম্যভাব,
অক্রূরতা, কাপট্যহীনতা সর্ব্ব ব্যবহারে,
মানসিক তপস্যা আখ্যাত।

'ত্রিবিধ তপস্যা এই—শারীর,
বাঙ্ময় আর মানসিক—হয় যদি
অনুষ্ঠিত পরম শ্রদ্ধায়, ফলাকাঙ্খাশূন্য
প্রাণে একান্ত একাগ্রচিত্ত পরম ঈশ্বরে,
তবে তাহা তপস্যা সাত্ত্বিক ।

'যশ, মান আর অর্থলাভ হেতু,
হীনদম্ভে যে তপস্যা হয় অনুষ্ঠিত,
অনিত্য ক্ষণিক-ফল সেই অনুষ্ঠান
তপস্যা রাজস ।

'আর বিবেচনাশূন্য উগ্র
দেহক্লেশকর যে হীন তপস্যা,
অথবা অনিষ্ট লাগি' অপরের

যে তপস্যা হয় অনুষ্ঠিত, তামস
তপস্যা তাহা।

'দেশ, কাল, পাত্র আদি করি'
বিবেচনা, নাহি করি' প্রতি-উপকার আশা,
যেই দান হয় অনুষ্ঠিত, তাহাই
সাত্ত্বিক দান।

'আর প্রতি-উপকার কিম্বা
কোনও ফলের আশায় দান, কিম্বা
যেই দান হয় অনুষ্ঠিত অতীব
ক্লেশেতে, তাহাই রাজস দান।

'আর অ-দেশে, অযোগ্য কালে, অযোগ্য
পাত্রেতে দান অবজ্ঞার বশে, দান
তামসিক।

'ওঁ তৎ সৎ—তিন পরব্রহ্ম নাম
শাস্ত্রে আছে উল্লিখিত। আর এই
তিন নামই সৃজিয়াছে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
আর বেদ, যজ্ঞ সব। সেই হেতু
ব্রাহ্মণসকল 'ওঁ' উচ্চারণে সদা
করেন আরম্ভ যত শাস্ত্র-উক্ত যজ্ঞ,
দান, তপ।

'ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য মোক্ষ-অভিলাষিগণ
"তৎ" শব্দ উচ্চারণে করে যজ্ঞ, দান,
তপস্যা তাদের। আর "সৎ" শব্দ হয়
উচ্চারিত অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে
আর প্রশস্ত করমে সদা।
'যজ্ঞ, দান, তপস্যায় স্থিতি,
আর ঈশ্বর বিষয়ে কর্ম্ম "সৎ" নামে
অভিহিত। হে পার্থ, অশ্রদ্ধায়
অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যাহা—যজ্ঞ, দান,
অথবা তপস্যা—তাহাই "অসৎ"।
ইহ কিম্বা পরলোকে নাহি হয়
ফলপ্রদ তাহা।'

---

# অষ্টাদশ অধ্যায়।

## মোক্ষযোগ।

কহিলেন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণে তখন—
'হৃষিকেশ, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব
জানিতে বাসনা করি। কহ মোরে
সবিস্তারে তাহা।'

উত্তরিলা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে—'কাম্যকর্ম্ম
ত্যাগই সন্ন্যাস আখ্যাত—কহেন
পণ্ডিতগণ। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণমতে
করমের ফলত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস।
কর্ম্মত্যাগ—কাম্যকর্ম্ম অথবা অ-কাম্য—
নহেক সন্ন্যাস। আবার পণ্ডিতগণ
কহেন কেহ বা কর্ম্ম মাত্র দোষযুক্ত,
সর্ব্বকর্ম্ম তাই পরিত্যাজ্য সদা কিন্তু
কেহ বা আবার 'যজ্ঞ, দান, তপকর্ম্ম
নহে পরিত্যাজ্য'—কহেন এ কথা। তুমি
তাই ধনঞ্জয়, শুন মোর পাশে ত্রিবিধ
ত্যাগের তত্ত্ব। যজ্ঞ, দান, তপকর্ম্ম

ত্যাজ্য নহে কভু। যজ্ঞ, দান, তপকর্ম্ম
করে চিত্তশুদ্ধি বিদ্বান জনেরও।
কিন্তু করণীয় এইসব কর্ম্ম সদা
ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, আর কর্ত্তৃত্বের
অভিমানলেশ-বিবর্জ্জিত। ইহাই
আমার মত, আর ইহাই উত্তম
মত, জানিও অর্জ্জুন।

'কাম্যকর্ম্ম ত্যাজ্য সদা, কিন্তু
নিত্যকর্ম্ম,—ধর্ম্মের বিধানমতে যেই
কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট যাহার, সেই কর্ম্ম ত্যাজ্য
নহে কভু। হেন নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ
মূঢ় মোহবশে, হেন নিত্যকর্ম্ম
পরিত্যাগ, ধর্ম্মের বিধানে যাহা সদা
অনুষ্ঠেয়, জানিও তামস ত্যাগ। আর
দৈহিক ক্লেশের ভয়ে, কষ্টকর,
দুঃখকর কর্ম্মত্যাগ, জানিও রাজস ত্যাগ।
হেন ত্যাগে নাহি হয় কোনও ফললাভ।
হে অর্জ্জুন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম,
কর্ত্তৃত্বের অভিমানহীন, আসক্তিবিহীন
যাহা, অনুষ্ঠিত যাহা হয় কর্ত্তব্যের

বোধে শুধু, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ।
কর্ত্তৃত্বের অভিমান আর ফলের
কামনাত্যাগ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে, জানিও
প্রকৃত ত্যাগ, জানিও সাত্ত্বিক ত্যাগ।
কর্ম্মত্যাগ নহে ত্যাগ কভু, কর্ম্মফলত্যাগ ই
ত্যাগ, আর তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ,
শ্রেষ্ঠ ত্যাগ এ ধরায়।

'এ হেন সাত্ত্বিক ত্যাগী, স্থিরবুদ্ধি
সংশয়বিহীন হেন সত্ত্বগুণযুক্ত
জ্ঞানীজন, নাহি হন পরাঙ্মুখ
দুঃখকর ক্লেশকর করমেও কভু ;
আর তেমনই এ হেন জন সুখকর
কর্ম্মে কভু নাহিক আসক্ত হন।
হেন জন রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত সদা
সর্ব্বকর্ম্মে তার, হেন জন কর্ম্ম তার
করেন সতত শুধু একান্ত কর্ত্তব্যবোধে।

'দেহিগণ কভু না সক্ষম সর্ব্বকর্ম্ম
করিবারে ত্যাগ। কর্ম্মফল মাত্র যিনি
সক্ষম করিতে ত্যাগ, তিনিই প্রকৃত
ত্যাগী, প্রকৃত সন্ন্যাসী।

'অ-ত্যাগী পুরুষগণ যাহারা করেন
কর্ম্ম না করিয়া ত্যাগ কর্ম্ম ফলের
কামনা, তাহারা মৃত্যুর পরে লভেন
ত্রিবিধ ফল সর্ব্ব কৃতকরমের—
ইষ্ট ও অনিষ্ট আর ইষ্টানিষ্ট মিশ্র
যাহা। আর এ ত্রিবিধফল করে বদ্ধ
তাহাদের স্বর্গ, মর্ত্ত্য আর নরক সম্ভোগে,
যার যার কর্ম্ম অনুযায়ী। কিন্তু ত্যাগী
সন্ন্যাসিগণের—যাহারা করেন কর্ম্ম
ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, শুধুমাত্র কর্ত্তব্যের
বোধে—নাহি হয় হেন কোনও
ফললাভ। আর তাই তারা কভু নাহি
হন বদ্ধ করমে তাদের, যদিও
করেন তারা কর্ম্ম অনুষ্ঠান সদা।

'শুন পার্থ, মোর পাশে সেই
পঞ্চ কারণের কথা, প্রয়োজন যাহা
সদা কর্ম্মসিদ্ধিতরে—যে পঞ্চ
কারণ-কথা আছে উল্লিখিত সাংখ্য
ও বেদান্তমাঝে। যে কোনও কর্ম্মের
লাগি' হয় প্রয়োজন, অধিষ্ঠান, কর্ত্তা

ও করণ আর চেষ্টা, দৈব এই
পঞ্চ হেতু। সর্ব্ব করমের লাগি' হয়
প্রয়োজন কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মস্থান,
কর্ম্মযন্ত্র, কর্ম্মবোধ আর দৈবশক্তি
এক। এ পঞ্চ কারণ বিনা কর্ম্ম কভু
নাহি হয় অনুষ্ঠিত। যে কোনও কর্ম্মই
দেহ—ন্যায্য ও অন্যায্য—করে সম্পাদন
মন ও বাক্যের দ্বারা, তাঁহাই সাধিত
হয় এই পঞ্চ কারণে জানিও। যদিও
ইহাই তথ্য অতীব প্রকৃত, তথাপি
যে জন ভাবে নিঃসঙ্গ আত্মাই কর্ত্তা
সর্ব্ব করমের, ভ্রান্ত সেই জন, নাহি
ঘটে তার আত্মদরশন কভু।
অমার্জ্জিত-বুদ্ধি সেই জন, শাস্ত্রজ্ঞান
নাহিক তাহার। তাই সে প্রকৃত তত্ত্ব
নাহি পারে বুঝিবারে। 'আমি কর্ত্তা'—
নাহি যার এই ভাব মনে, বুদ্ধি যার
নহেক আসক্ত কভু কর্ম্মফলাফলে,
তিনি যদি করেন হনন সর্ব্বজীব
পৃথিবীর, তথাপি হনন তিনি

নাহিক করেন কিছু, আর নাহি তিনি
হন বদ্ধ সেই হত্যাকর্ম্মফলে তার।
'জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিন
কর্ম্মপ্রবর্ত্তক—কর্ম্মের প্রেরক। আর
কর্ম্ম, কর্ত্তা ও করণ কর্ম্মের আশ্রয়,
কর্ম্মপ্রেরণার হেতু। যে কোনও কর্ম্মের
লাগি' প্রথমেই চাহি কোনও
কর্ম্মসাধকের প্রয়োজনবোধ কোনও
কিছু লাগি'। তাহাই প্রেরণা বা
কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রয়োজনবোধ জ্ঞান;
আর যাহার সে প্রয়োজনবোধ সে-ই
পরিজ্ঞাতা; আর যে বস্তুর প্রয়োজনবোধ,
জ্ঞেয় তাহা। এই প্রেরণার বশে যেই
জন করে কর্ম্ম, কর্ত্তা সেই জন; আর
যে বস্তুর দ্বারা কর্ম্ম হয় সম্পাদিত
তাহাই করণ; আর যাহা হয় সম্পাদিত
কর্ম্ম তাহা। কর্ত্তা, কর্ম্ম, আর করণ
মিলিয়া হয় কর্ম্মের আশ্রয়। আরও
কহি—কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কর্ম্মের প্রেরণা
কিম্বা কর্ম্মের প্রেরক এক মানসিক

ভাব শুধু ; আর কর্ম্মের আশ্রয় বটে বাহ্য অভিব্যক্তি তার।

'কাপিল সাংখ্যের মতে, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা হয় তিনরূপ, সত্ত্ব আদি গুণভেদে তাহাদের। কহিতেছি সেই কথা অতি সবিস্তারে।

'যেই জ্ঞানবলে বহুধা-বিভক্ত সর্ব্বভূতের মাঝারে একমাত্র অক্ষয় অব্যয় সত্তা হয় অনুভূত, যেই জ্ঞানবলে এই বহুর মাঝারে এক একত্ব লক্ষিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। আর যে জ্ঞানের বলে ভিন্ন ভিন্ন ভূতমাঝে ভিন্নত্বের হয় অনুভূতি, যে জ্ঞান একত্ব সেই ভিন্নত্বের মাঝে নাহিক প্রত্যক্ষ করে, তাহাই রাজস জ্ঞান। আর যে জ্ঞান আসক্ত মাত্র সীমাবদ্ধ দেহাদিতে শুধু, যে জ্ঞান নাহিক জানে আরও কিছু আছে সীমাবদ্ধ সেই সব দেহ আদি বস্তুর বাহিরে, সেই তুচ্ছ অ-যথার্থ যুক্তিহীন

জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞান যাহা নহে, তাহাই
তামস জ্ঞান।

'করি' পরিত্যাগ সর্ব্ব ফলের কামনা,
রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত অনাসক্ত
কর্ম্মকর্ত্তাজন একান্ত কর্ত্তব্যবোধে
করেন যে কর্ম্ম অতীব বিহিত,
তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। আর ফলের
আকাঙ্ক্ষা করি' অতীব আয়াসে আর
অহঙ্কারবশে যেই কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠিত,
তাহাই রাজস কর্ম্ম। আর মোহবশে
যেই কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠিত একান্ত
বিচারহীন, না ভাবিয়া পরিণাম
তার, না ভাবিয়া কতদূর সাধ্য ইহা,
না ভাবিয়া প্রাণীহিংসা হবে কিনা
তাহে, অথবা কিরূপ হানি সম্ভব
ইহাতে,—হেন মূঢ় বিচারবিহীন
কর্ম্ম অন্ধ মোহবশে, তামসিক কর্ম্ম,
তুমি জানিও অর্জ্জুন।

'আসক্তি বর্জ্জিত যিনি, 'আমি' বা
'আমার' ভাব নাহি যার মাঝে, কর্ত্তৃত্ব

বা মমত্ব বর্জ্জিত যিনি সর্ব্বরূপে, হর্ষ
ও বিষাদহীন সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যিনি,
নির্ব্বিকারচিত্তে যিনি ধৈর্য্যে ও উৎসাহে
কর্ম্ম করেন সতত, তিনিই সাত্ত্বিক
কর্ত্তা। আর কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী যিনি,
বিষয়-আসক্ত, লোভী যিনি,
হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন,
হর্ষান্বিত সিদ্ধিলাভে, অসিদ্ধিতে
শোকান্বিত যিনি, তিনিই রাজস কর্ত্তা।
আর অতীব অস্থিরমতি, অভদ্র,
অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিনাশকারী,
অতীব অলস, অবসন্নচিত্ত সদা,
দীর্ঘসূত্রী যিনি, তিনিই তামস কর্ত্তা।

'ধনঞ্জয়, সত্ত্ব, রজ, তম গুণভেদে,
বুদ্ধি আর ধৃতিও ত্রিবিধ। কহিতেছি
সবিশেষ তাহা, শুন মনোযোগে।

'যে বুদ্ধির বলে, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি,
আর কার্য্য ও অকার্য্য, ভয়াভয়, মোক্ষ
ও বন্ধন হয় পরিজ্ঞাত—যে বুদ্ধির
বলে হয় স্থিরিকৃত কিই বা কর্ত্তব্য

আর অকর্ত্তব্য কিবা, তাহাই সাত্ত্বিকী
বুদ্ধি। আর যে বুদ্ধির বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কার্য্যাকার্য্য নাহি হয় স্থিরিকৃত
সুনিশ্চিতরূপে তাহাই রাজসী বুদ্ধি।
আর অধর্ম্মকে যেই বুদ্ধি ভাবে ধর্ম্ম
বলি,' আর যেই বুদ্ধি ভাবে বিপরীত
সকল বিষয়, অজ্ঞান-আচ্ছন্ন অন্ধ
বুদ্ধি সেই, জানিও তামসী বুদ্ধি।

'হে পার্থ, যোগলব্ধ একাগ্রতাবলে,
লভে ধৃতি অবিচল, ঐকান্তিকভাব—
হয় তাহা পূর্ণরূপে ব্যাভিচারহীন,
নাহি থাকে তার কোনও চঞ্চলতা,
নাহি থাকে তার নিয়মের কোনও
ব্যত্তিক্রম। হেন ধৃতি করে যাহা
নিয়মিত মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,
তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। আর যেই ধৃতি,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম শুধু করয়ে ধারণ,
যেই ধৃতি লিপ্ত শুধু ধর্ম্ম, অর্থ,
কাম উপভোগে আর ফলাকাঙ্ক্ষী সেই
হেতু, তাহাই রাজসী ধৃতি। আর যে

ধৃতির লাগি', বুদ্ধিহীন জন নাহি পারে ত্যজিবারে নিদ্রা, ভয়, শোক ও বিষাদ, নাহি পারে ত্যজিবারে মাদকের স্পৃহা—তাহাই তামসী ধৃতি।

'হে অর্জ্জুন, শুন এবে কহিতেছি তোমা ত্রিবিধ সুখের কথা। যে সুখে আনন্দ বৃদ্ধি পায় ক্রমে ক্রমে, দুঃখ শেষ হয়, যে সুখ অর্জ্জিত হয় প্রথমে আয়াসে কিন্তু পরিণামে যাহা অমৃতের প্রায়, রজস্তমশূন্য স্বচ্ছ যেই সুখ, জন্মে যাহা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রভাবে, সেই ধীর কষ্টলব্ধ অন্তর-উৎপন্ন সুখ, অর্জ্জিত নহেক যাহা বাহ্যবস্তুযোগে, জানিও সাত্ত্বিকী সুখ। আর যে সুখ উৎপন্ন হয় ইন্দ্রিয়, বিষয় আদি বাহ্যবস্তুযোগে অতি অকস্মাৎ, অমৃতের ন্যায় যাহা অতীব প্রথমে কিন্তু বিষবৎ পরিণামে, তাহাই রাজসী সুখ। আর পূর্ব্বাপর যেই সুখ মোহ-উৎপাদক,

নিদ্রা ও আলস্য আর প্রমাদ-উৎপন্ন
যাহা, কর্ম্মে অবহেলা যাহা ঘটায়
দারুণ, সে অলস কালক্ষেপী
রঙ্গরস সুখ জানিও তামসী।
'হে অর্জ্জুন, নাহি এই পৃথিবীর
মাঝে কিম্বা স্বর্গলোকে হেন কোনও
প্রাণী কিম্বা মানব, দেবতা, মুক্ত যারা
প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম, এই
ত্রিগুণের অধিকার হ'তে। ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণও নহে মুক্ত
ত্রিগুণের অধিকার হ'তে। তাহাদেরও
কর্ম্ম আদি জানিও বিভক্ত এই
গুণত্রয় অনুযায়ী প্রকৃতির।
'শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, শ্রদ্ধা,
সরলতা আর জ্ঞান ও বিজ্ঞান
ব্রাহ্মণ-লক্ষণ সব ; ব্রাহ্মণের
ব্রহ্মকর্ম্ম এই সব স্বভাব-সঞ্জাত।
আর পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা,
সংগ্রামে পটুতা আর মুক্ত-হস্ত
দান আদি স্বাভাবিক কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।

গো-পালন, কৃষি ও বাণিজ্য আদি
স্বাভাবিক কর্ম্ম বৈশ্য লাগি'। আর
পরিচর্য্যা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এ তিন
বর্ণের স্বাভাবিক কর্ম্ম শূদ্র লাগি'।

'মানব লভিতে পারে সিদ্ধি
সুনিশ্চিত, যদি সে সাধন করে নিজ
কর্ম্ম তার একান্ত নিষ্ঠায়। শুন তবে,
কিরূপে লভেন সিদ্ধি নিষ্ঠাবান
মানব সকল সম্পাদন করি' কর্ম্ম
তাহাদের একান্ত নিষ্ঠায় নিজ নিজ
অধিকার মত। তত্ত্বজ্ঞানলাভ সম্ভব
তাহার তরে, যদি সে অর্চ্চনা করে
কর্ম্মদ্বারা তার, কর্ম্মের প্রবৃত্তিদাতা
সর্ব্বব্যাপী সেই পরম ঈশ্বরে। আপন
স্বভাবজাত স্বীয় ধর্ম্ম-অনুরূপ কর্ম্ম
যাহা, যদিও বা ত্রুটি, চ্যুতি থাকে কিছু
সাধনে তাহার, তথাপি তাহাই শ্রেষ্ঠ
সম্যক-সাধিত ত্রুটিহীন পরধর্ম্ম,
পরকর্ম্ম হ'তে। স্বভাবনির্দ্দিষ্ট স্বীয়
করম সাধনে নাহি হয় কোনও পাপ,

কোনও ত্রুটিহেতু।

'হে কৌন্তেয়, যদিও বা কোনও ত্রুটি থাকে স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট স্বীয় করমে কাহারও, তথাপি সে কর্ম্ম কভু নহে ত্যাজ্য তার। কারণ সকল কর্ম্ম জগতের মাঝে ধূম্রাচ্ছন্ন বহ্নিপ্রায় দোষযুক্ত সদা, কোনও কর্ম্ম নাহি যাহা পূর্ণ দোষহীন। তাই এই যুদ্ধকর্ম্ম, তোমার স্বভাব-কর্ম্ম, কর্ম্ম তব ধর্ম্ম-অনুরূপ, নহে দোষাবহ তোমা লাগি', যদিও বা হিংসাদোষে দুষ্ট তাহা।

'অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় নিস্পৃহ যে জন সকল বিষয়ে, কর্ম্মফল তিনি করি' পরিত্যাগ লভেন নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি, হন মুক্ত কর্ম্মের বন্ধন হ'তে। হে কৌন্তেয়, শুন মোর পাশে আজি কিরূপে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধ কর্ম্মফলত্যাগী তত্ত্বজ্ঞানী জন লভেন সে ব্রহ্মভাব কর্ম্মের বন্ধনহীন। ইহাই চরম জ্ঞান।

মমত্বের বুদ্ধিবিবর্জ্জিত একান্ত
প্রশান্তচিত্ত সাধক কেবল লভিতে
সক্ষম এই ব্রহ্মভাব, যদি তিনি
হন বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকবুদ্ধি, সংযত
করেন আত্মাকে আপন ধৈর্য্য সহকারে,
করেন নির্জ্জনবাস পরিত্যাগ করি'
শব্দাদি বিষয় আর সর্ব্ব রাগদ্বেষ,
হন লঘুভোজী, সংযত করিয়া দেহ
বাক্য মন, রহেন ধ্যানস্থ সদা, আর
করেন বর্জ্জন বিকট বৈরাগ্যে, বল,
দর্প, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রতিগ্রহ আদি
আর লভেন নির্ম্মল এক প্রশান্ত
স্বভাব হেন সংযমের ফলে।

'ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত জন অতীব
প্রসন্নচিত্ত ; তিনি না করেন শোক
নষ্ট বস্তুতরে ; আকাঙ্খা নাহিক তার
অপ্রাপ্ত বস্তুর লাগি' ; সমদর্শী
সর্ব্বভূতে তিনি ; আর পরাভক্তিযুক্ত
তিনি আমার উপরে। সেই পরাভক্তিবলে
তার জানিতে সক্ষম তিনি স্বরূপ

আমার—জানিতে সক্ষম তিনি কে আমি,
কি মোর বিভাব, বিভূতি আদি, কি আমার
সমগ্র স্বরূপ। আর জানিয়া স্বরূপ
মম, প্রবেশ করেন তিনি আমারই
মাঝারে—হয়েন বিলীন সেই পরম
ব্রহ্মের মাঝে। সর্ব্ব কর্ম্ম যিনি করিয়া
সাধন রহেন আসক্তচিত্ত আমাতেই
শুধু, শাশ্বত অব্যয় পদ লভেন
সে জন আমারই প্রসাদে। হে অর্জ্জুন,
তুমি তাই আমাতেই কর সমর্পণ
সর্ব্ব কর্ম্ম তব বৈরাগ্য বুদ্ধিতে হেন,
আর হও আমা-পরায়ণ, আমাতে
আসক্তচিত্ত সাম্যবুদ্ধিযোগ-বলে
তব, আর কর কর্ম্ম কামনাবিহীন,
স্বীয় ধর্ম্ম আর স্বভাবের অধিকার
মত। তবেই লভিবে ত্রাণ সর্ব্ব দুঃখ
হ'তে তুমি আমারই প্রসাদে। আর
নাহি যদি শুন তুমি আমার এ
উপদেশ অহঙ্কারবশে, তবে তুমি
হইবে বিনষ্ট ধ্রুব, তবে তুমি

নাহিক লভিবে সেই অক্ষয় পরম
পদ। 'করিব না যুদ্ধ আমি'—অহঙ্কারবশে
এই সঙ্কল্প তোমার জানিও অতীব
বৃথা, অতি অর্থহীন। জন্মলব্ধ
প্রকৃতিই তব, ক্ষত্রিয় স্বভাব তব
করিবে প্রবুদ্ধ তোমা যুদ্ধকর্ম্মে ধ্রুব।
হে কৌন্তেয়, করিবে না যাহা তুমি
ভাবিয়াছ মনে মূঢ় অহঙ্কারবশে,
তাহাই করিতে তোমা হবে সুনিশ্চিত,
স্বভাবজ সংস্কারের তীব্র তাড়নায়।

'হে অর্জ্জুন, অবস্থিত যিনি সদা
জীবগণমাঝে, পরম ঈশ্বর সেই
পরম পুরুষ, মায়ার প্রভাবে তার,
করেন চালিত জীবে সর্ব্ব কর্ম্মে তার
কাষ্ঠপুত্তলিকাপ্রায়। জীবগণ নাহি
করে কিছু আপন শকতিবলে।
হে ভারত, অহঙ্কার তাই করি'
পরিত্যাগ সর্ব্বভাবে তুমি লহ হে
শরণ সেই সর্ব্বনিয়ামক পরম
ঈশ্বর পাশে। তাহারই প্রসাদে তুমি

লভিবে পরম শান্তি, নিত্যধাম
লভিবে নিশ্চয়।

'হে অর্জ্জুন, গুহ্য হ'তে গুহ্যতর
তত্ত্বকথা আমি কহিয়াছি তোমারে
আজিকে। তুমি কর প্রণিধান ইহা
অতি সবিশেষ, আর তার পরে কর
স্থির কর্ত্তব্য তোমার, তার পরে কর
স্থির যুদ্ধ কিম্বা যুদ্ধত্যাগ যাহা
ইচ্ছা তব।

'সর্ব্বগুহ্যতম আমার পরম
বাক্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ মম
করহ শ্রবণ এবে। অতি প্রিয় তুমি
মম, তাই ইহা কহিতেছি তোমারই
হিতার্থে।

'আমাতে আসক্তচিত্ত হও তুমি
ধনঞ্জয় সর্ব্বচিত্ত দিয়া, হও তুমি
ভক্ত মম সকল ভক্তিতে তব, হও
তুমি আমার সেবক, আর কর তুমি
প্রণাম আমারে কায়মনোপ্রাণে।
তবেই আমাকে তুমি লভিবে প্রস দে

মম, লভিবে নিশ্চয়। কহিতেছি ইহা
আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, যেহেতু পরম
তুমি প্রিয় পাত্র মম।
'জগতের সর্ব্ব ধর্ম্ম করি'
পরিত্যাগ, শুধু মাত্র শরণ আমার
তুমি লহ ধনঞ্জয়। আমিই করিব
মুক্ত সর্ব্বপাপ হ'তে তোমা। করিও না
কোনও শোক।
'যে জন তপস্যাহীন, স্বধর্ম্মের
অনুষ্ঠানবর্জ্জিত যে জন, ভক্তিহীন
যেই জন, যে জন মানব জ্ঞানে
দ্বেষান্বিত মোর প্রতি, ইচ্ছাহীন
যেই জন শ্রবণে গীতার তত্ত্ব,
হেন জন পাশে কভু নাহি ধনঞ্জয়,
কহিবে এ মহা তত্ত্ব তুমি। অতি গুহ্য
গীতাতত্ত্ব এই করিবেন ব্যাখ্যা যিনি
ভক্তজন পাশে মম, তিনি আমা-প্রতি
তার পরাভক্তি হেতু—এই গীতা ব্যাখ্যাতেই
তিনি করিছেন উপাসনা মম, এই
ধারণায়—লভিবেন আমাকেই, তাহে

নাহিক সন্দেহ। সকল মানব মাঝে
কেহ নাহি আর প্রিয়কারী মম
তাহার মতন, আর এ জগতে তাহা
হ'তে নাহি হবে কেহ প্রিয়তর মোর।
করিবেন পাঠ যিনি গীতাশাস্ত্র এই,
জ্ঞানযজ্ঞে তিনি করিলেন পূজন
আমার, ইহাই ভাবিব আমি। শ্রদ্ধাযুক্ত,
দ্বেষশূন্য যেই জন করেন শ্রবণ
শুধু গীতাশাস্ত্র এই, তিনিও হয়েন
মুক্ত লভি' সেই শুভলোক লভ্য যাহা
শুধু পুণ্য-আচারিগণের।
'কহ মোরে ধনঞ্জয়,
তুমি কি একাগ্র মনে শুনিয়াছ এই
গীতাশাস্ত্র-উপদেশ মম ? অজ্ঞান-জনিত
তব মূঢ় মোহ আজি হইল কি
বিদূরিত ? কহ মোরে তাহা।'
তখন অর্জ্জুন অতি গদ্‌গদ ভাষে
উত্তরিলা হৃষিকেশে—'হে অচ্যুত,
তোমার প্রসাদে আজি বিদূরিত মোহ
মোর। লভিয়াছি আমি দিব্য কর্ত্তব্যের

জ্ঞান, আর এখন সংশয়হীন
দ্বিধাহীন চিত্তে আমি করিব সংগ্রাম
তব উপদেশ মত।”

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাশে কহি,’
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন মাঝে হেন আলোচনা,
কহিলেন সঞ্জয় তাহারে—“হে রাজন্,
বাসুদেব-অর্জ্জুনের এ অদ্ভুত
আলোচনা আমি শুনিয়াছি আজি।
এই গুহ্য যোগকথা, যোগেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণের মুখেতে স্বয়ং, শুনিয়াছি
আমি আজি, ব্যাসদেব-অনুগ্রহে শুধু।
হে রাজন্, অনুভব করিতেছি হর্ষ
মুহুর্মুহু, স্মরি’ বারংবার অদ্ভুত
পবিত্র এই যোগ-আলোচনা
কেশবার্জ্জুনের। স্মরিয়া অদ্ভুত সেই
ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ কেশবের
লভিতেছি আনন্দ অপার। হে রাজন্,
এ ঘোর সংগ্রামে, যে পক্ষে স্বয়ং কৃষ্ণ
মহা যোগেশ্বর, যে পক্ষে অজেয় বীর
পার্থ ধনুর্দ্ধর, সেই পক্ষে আছে লক্ষ্মী

বিজয় ঐশ্বর্য্য আর রাজনীতি ধ্রুব।
ইহাই আমার মত।”

# গীতা-মাহাত্ম্য

( বাংলা )

# গীতা-মাহাত্ম্য

শৌনক কহিলেন—"হে সূত, পুরাকালে নারায়ণক্ষেত্রে ( নৈমিষারণ্যে ), ব্যাসদেব কথিত গীতামাহাত্ম্য আপনি আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা করুন।"

সূত কহিলেন—"ভগবন্, আপনি উত্তম কথা উত্থাপন করিয়াছেন ; গীতামাহাত্ম্য পরম গুহ্যতম। সেই গুহ্যতম গীতা-মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে সমর্থ ? একমাত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যকরূপে জানেন। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসদেবপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক ইহার কথঞ্চিৎ মাত্র অবগত আছেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ অপরের নিকট শুনিয়া তাহার লেশমাত্র কীর্ত্তন করেন। আমি মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই আপনার নিকট যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি।

"সমগ্র উপনিষৎরাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস এবং গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ। সুধিগণ গীতামৃতরূপ দুগ্ধ পান করেন।

"যিনি ভক্তবাৎসল্যগুণে অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া ত্রিলোকের উপকারার্থে গীতারূপ অমৃত প্রদান করিয়াছেন;

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যে মানব ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই সংসারসাগর সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

"যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, পাঠ এবং চিন্তন দ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করেন নাই, সেই মূঢ়জন যদি মোক্ষলাভের বাসনা করেন তবে তিনি বালকের নিকটও উপহাসাস্পদ হন। যাহারা অহর্নিশি গীতাশাস্ত্র শ্রবন ও পাঠ করেন, তাহাদিগকে মানব জ্ঞান করিবে না, তাহারা নিঃসংশয়ে দেবতাস্বরূপ। যে গীতাজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিতত্ত্ব উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতার ভক্তিমুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান আরোহণে, প্রেম, ভক্তি আদি কর্ম্মে ক্রমে ভক্তি জন্মে এবং তাহাতেও চিত্তশুদ্ধি হয়।

"গীতারূপ পবিত্র সলিলে স্নান সাধুগণের পক্ষে সংসার-মলনাশক। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন জনের পক্ষে গীতারূপ পবিত্র সলিলে স্নান হস্তীস্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে না তাহার সমস্ত কর্ম্ম বৃথা। কাজেই, যে গীতাশাস্ত্র জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই; তাহার জ্ঞান, কুলশীল ও মনুষ্যদেহকে ধিক্। গীতার্থ যে না জানে তাহা

অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। তাহার মনুষ্যদেহ, কল্যাণ, সদাচার, বিভব ও গৃহাশ্রমকে ধিক্। গীতাশাস্ত্র যে জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। তাহার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান, মহত্ত্বকে ধিক্। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই তাহার সমস্তই নিষ্ফল; তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। যে গীতার্থ পাঠ করে নাই তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহই নাই। যে জ্ঞান গীতাসম্মত নহে তাহা আসুর জ্ঞান; তাহা নিষ্ফল, ধর্ম্মরহিত এবং বেদবেদান্ত-বহির্ভূত, যেহেতু ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী। গীতা সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার ও বিশুদ্ধ, তাহার তুল্য আর কিছুই নাই।

"যে ব্যক্তি একাদশী বা বিষ্ণুর পর্ব্বদিবসে গীতাপাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে, জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে কোনও অবস্থাতেই শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হন না। শালগ্রাম শীলার নিকট, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যলাভ হয়। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন বা ব্রতাদি দ্বারা সেরূপ পরিতুষ্ট হন না।

"যিনি ভক্তি সহকারে গীতা পাঠ করেন, তিনি বেদ, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রপাঠের ফল প্রাপ্ত হন। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে শিলাময় দেবমূর্ত্তির সমীপে, সাধুজনের সভাতে, যজ্ঞে বা বিষ্ণু-

ভক্তের নিকট গীতাপাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়। যিনি প্রতিদিন গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেন বলিতে হইবে—অর্থাৎ ঐরূপ যজ্ঞ সম্পাদনের ফল লাভ করেন। যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্ত্তন করেন কিম্বা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি পরমপদ লাভ করেন।

"যিনি যথাবিধি ভক্তিভাবে পরিশুদ্ধ গীতা পুস্তক সাদরে দান করেন তাহার ভার্য্যা প্রিয় হয়; এবং তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া দয়িতাগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয় সে গৃহে অভিচার-জনিত দুঃখ (হিংসাবশে অপরে যে দুঃখ দেয়) বা প্রবল অভিশাপ-জনিত দুঃখ উপস্থিত হয় না; সে গৃহে ত্রিতাপ-জনিত পীড়া, ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি এবং নরক ঘটে না। গীতা অর্চ্চনা বা পাঠ করিলে দেহে স্ফোটকাদি রোগ হয় না, বরং শ্রীকৃষ্ণচরণেই দাসত্ব ও অব্যাভিচারিণী ভক্তি লাভ হয়।

"গীতাপাঠনিরত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে থাকিলেও, সুখী ও মুক্ত এবং সর্ব্বজীবে সখ্যভাবাপন্ন; কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। মহাপাপ বা অতিপাপ করিলেও, নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ গীতপাঠকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"অনাচার, অবাচ্যকথন, অভক্ষ্যভক্ষণ এবং অস্পৃশ্যস্পর্শন জনিত পাপসকল এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয় জনিত যে কোনও পাপই হউক না কেন, তাহা গীতাপাঠমাত্রই বিনষ্ট হয়। সকলের অন্ন ভোজন এবং সর্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে না। অন্যায়পূর্ব্বক রত্নপূর্ণা সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিলেও, একবার মাত্র গীতা পাঠেই মানব সেই পাপবিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ নির্ম্মলতা লাভ করে।

"যাহার অন্তঃকরণ নিয়ত গীতায় অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়ান্বিত ও পণ্ডিত; তিনিই দর্শনীয়, ধনবান, যোগী ও জ্ঞানবান; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজক ও সর্ব্ববেদার্থদর্শী। যে স্থানে গীতাপুস্তক থাকে, এবং নিত্য গীতাপাঠ হয়, সে স্থানে পৃথিবীর প্রয়াগ আদি সমস্ত তীর্থই বিদ্যমান। যাহার গীতা পাঠাদিতে প্রবৃত্তি হয় তাহার জীবিতকালে ও দেহান্তে সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাহার দেহরক্ষক হন; বাল-গোপাল কৃষ্ণ, নারদধ্রুবাদি পার্ষদগণসহ অবিলম্বে তাহার সহায় হইয়া থাকেন।

"যে স্থানে গীতা শাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয়, তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ আনন্দে বিরাজ করেন।

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারসর্ব্বস্ব, গীতাই আমার উত্তম এবং অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ। গীতা আমার পরম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু, গীতাকে আশ্রয় করিয়াই আমি অবস্থান করি; গীতাই আমার গৃহস্বরূপ; গীতোক্ত জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি। গীতাই আমার ব্রহ্মরূপা পরাবিদ্যা, ইহাতে সংশয় নাই। গীতা অর্দ্ধমাত্রারূপিণী, নিত্যা, অনির্ব্বচনীয় পদস্বরূপীণী। হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নাম সমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর; এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে গীতার এই সমস্ত নাম প্রত্যহ জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্যজ্ঞানসিদ্ধি ও অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেক পাঠ করিবে, তাহাতে গো-দানের ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই, একতৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের এবং ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন।

যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় চিরকাল বাস করেন। যিনি এক অধ্যায়ের অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া শত মন্বন্তর তথায় বাস করেন। যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক কিম্বা অর্দ্ধশ্লোকও পাঠ করেন তিনি অযুত বৎসরকাল চন্দ্রলোকে বাস করেন। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। অন্তিমকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। যিনি গীতাপুস্তক-সংযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন তিনি বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। গীতার এক অধ্যায় সহযোগে মৃত্যু হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং পুনর্ব্বার গীতাভ্যাস করিয়া উত্তমা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। "গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মৃত্যু হইলেও সদ্গতিলাভ হয়। যে কর্ম্মই অনুষ্ঠান করা হউক, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে গীতাপাঠ করিলে সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করেন, তাহার পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করেন। গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃ-

লোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। চামরের সহিত গীতাপুস্তক দান করিলে দাতা সেই দিনই সম্যকরূপে কৃতার্থ হন। যিনি সুবর্ণ সংযুক্ত করিয়া গীতা-পুস্তক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে দান করেন তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি শতখণ্ড গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করিতে পারেন। গীতার্থ সম্যকরূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করেন, শ্রীভগবান তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করেন। হে ভারত, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে না, সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিষ পান করে। সংসারদুঃখকাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ এবং গীতামৃত পান করিয়া পরম ভক্ত ও সুখী হয়েন। জনকাদি রাজাগণ গীতা আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। গীতাপাঠে উচ্চ, নীচ, ইতর বিশেষ নাই; ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা সমভাবে সকলকেই জ্ঞান দান করেন। যে ব্যক্তি অভিমান বা অহঙ্কারবশে গীতার নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে। যে মূঢ় ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ অমান্য করে সে কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক

নরকে পচিতে থাকে। যে স্থানে গীতা পাঠ বা আলোচনা হয়, তথায় উপস্থিত থাকিয়াও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করে না তাহাকে বহুবার শূকর যোনিতে জন্ম লইতে হয়। যে গীতা পুস্তক চুরি করিয়া তাহা পাঠাদি করে তাহার পাঠাদি বৃথা হয়। যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া অন্যরূপে পরমার্থজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে, সে উন্মত্ত অর্থাৎ তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গীতা শ্রবণান্তে পরমাত্মার প্রীতি কামনায় সুবর্ণ ও ভোজ্যদ্রব্য এবং পট্টবস্ত্র নিবেদন করা কর্ত্তব্য। গীতা-ব্যাখ্যাতাকে নানাবিধ দ্রব্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে শ্রীভগবান হরির প্রীতি জন্মে।'

সূত কহিলেন—"যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি গীতাপাঠের পূর্ণফল প্রাপ্ত হন। আর যিনি গীতাপাঠান্তে গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন না তাহার পাঠ নিষ্ফল ও পরিশ্রম বৃথা হয়। যিনি গীতাপাঠান্তে গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন, এবং যিনি তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাহাদের উভয়েরই পরমা গতি লাভ হয়। অর্থসহিত গীতা ও গীতামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে তজ্জনিত পুণ্যফলে ইহজীবন সুখময় হয়।"

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

( মূল সংস্কৃত )

# অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠক্রমঃ।

## করন্যাসঃ

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যা নম্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকম্।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"

ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র পড়িয়া পুনরায় ঐরূপে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া—

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ"

ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিয়া—

"অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ"

ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ"

ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্।

এই মন্ত্র পড়িয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া—

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ"

ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের করতল দ্বারা বাম হস্তের করতলকে বেষ্টন করিবার কালে—

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ"

ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে ও বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা হাততালি দিবে। ইহা হইলে করন্যাস করা হইবে। ইতি করন্যাসঃ।

---

## হৃদয়াদিন্যাসঃ

করন্যাসের পর হৃদয়াদিন্যাস করিবে। যথা—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"

ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া—

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ"

ইতি শিরসে স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ"

ইতি শিখায়ৈ বষট্।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিখা স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

ইতি কবচায় হুম্।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কবচ স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ"

ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নেত্রদ্বয় ও ভ্রূ-মধ্য স্পর্শ করিয়া—

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ"

ইতি অস্ত্রায় ফট্ শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ। এই মন্ত্র পড়িয়া হাততালি দিবে। ইহাই হৃদয়াদিন্যাস।

---

## ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং,
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীমম্ব।
ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে, ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তাদুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থামবিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬
পারাশর্য্যবচঃ-সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসংবোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা ।
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥ ৮
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুবন্তি দিব্যৈ স্তবৈ-
র্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

এই ধ্যানটি পাঠ করিয়া একমনে গীতাপাঠ করিবে। হাঁচি কাসি প্রভৃতি ঘটিলে দক্ষিণ কর্ণে অনামিকা স্পর্শ করিয়া পুনরায় পাঠ করিতে হয়।

---

## অথ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়াঃ প্রারম্ভঃ

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
য আদিনাথো ভগবাননাদির্জ্ঞানাম্বুধিঃ স্বাত্মরতির্মহাত্মা ।
শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণাম্বুরাশির্নানাস্বরূপৈশ্চরতীহ লোকে ॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ।

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ১
বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ২
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনম্॥ ৩
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ৫
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৬
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৭

ওঁ তৎ সৎ

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ

### অর্জ্জুন-বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ভ্রাতৄন্পুত্রান্ পৌত্রান্সখীংস্তথা
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা
প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তারাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬

ইতি অর্জ্জুনবিষাদযোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

## সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ,
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০
তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনু বিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাংজাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

ইতি স্যাংখ্যযোগোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

---

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

## কর্ম্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তাহনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেনএব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব স সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তেতে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মনি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত ।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ ।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

ইতি কর্ম্মযোগোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

---

# চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

## জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্ত পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগ-ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ব্বার্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে । ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতি॥ ১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহু পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ৩০
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩১
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩২
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্‌বিদ্ধিতান্‌সর্ব্বানেবংজ্ঞাত্বাবিমোক্ষ্যসে॥ ৩৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৪
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৫
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৬
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৭

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৮
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৯
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৪০
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪১
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪২
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনং।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪৩

ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

# পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

## সন্ন্যাসযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নু ন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যতি জন্তবঃ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

ইতি সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

---

# ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

## ধ্যানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তদ্ বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে, যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানাং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বনাশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
সর্ব্বভুতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্‌যোগীভবার্জ্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

ইতি ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

# সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

## জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাংশ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ। ৩০

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

# অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

## অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতার- মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতিঃ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নির্ব্বর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদিং ততম্॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
তত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

ইতি অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

---

# নবমোঽধ্যায়ঃ

## রাজযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়ঃ॥ ৬
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্; ১৬
পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভান্ত॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১
মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

ইতি রাজযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

---

# দশমোঽধ্যায়ঃ

## বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২
যে মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমাঃ সত্যং দমঃ সমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্যতিষ্ঠসি ॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাংস্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মিগুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি বিভুতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।

# একাদশোঽধ্যায়ঃ

## বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং তুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমানা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ । ২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।
অনন্ত বীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টাবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

# দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

## ভক্তিযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মষ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নর॥ ১৯
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ইতি ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

# ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

## তত্ত্বজ্ঞানযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ২
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারতঃ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ৩
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৫
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৬

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৭
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১২
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৫
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৮
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চগুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২২
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৪
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৫
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

ইতি তত্ত্বজ্ঞানযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

# চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

## গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২
মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

---

# পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

## পুরুষোত্তমযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা-
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোঃ ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ১৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

# ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

## দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

---

# সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

## শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭
আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃস্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশেকালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪
তদিত্যনভিসন্ধ্যায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

# অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

## মোক্ষযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমের তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২
পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নিষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১
বিবিক্তসেবি লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম ॥ ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥ ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা।

# শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্

## ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ঋষিরুবাচ—

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টঃ যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩
তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্গৃহাশ্রমম্॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭

গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎ পরোজনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্ জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাস্থুরসম্মতম্॥ ১৮
তম্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা॥ ১৯
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে।
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলং তিষ্ঠন্ শক্রুভির্ন স হীয়তে॥ ২০
শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যংলভতে ধ্রুবম্॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাস্থু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থ কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বা স প্রয়াতি পরং পদম॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।

বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা ।
স সাগ্নিকঃ সদা-জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ ধ্রুবম্॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ৫৫

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমর্দ্ধমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণাময়ুতং তথা॥ ৫৭
গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ৬১
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৮
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৬৯
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চতুর্ব্বর্ণেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭০
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭২
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৩
যোঽভিমানেন গর্ব্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ।

স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা ।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০

সূত উবাচ—

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৪

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

---

*Other works by the same author.*

# CHRONIC DISEASE
— ITS —
# CAUSE AND CURE.

*Prescribed as a Text book in many important Homeo. Colleges.*

(SECOND EDITION)

BY

P. N. BANERJEE, B. A.

**The book that has created a sensation in the Homœopathic World and has been described by international authorities as the very "BIBLE" of Homœopathy.**

*This precious book contains an easy and comprehensive exposition of the method of chronic treatment and is an indipensable hand book for the student and the practitioner. The great philosophy of disease and the true method of cure have been explained in it with force and simplicity.*

**For opinions of the profession throughout the world, please see the following pages.**

Pages 415, Price Rs. 10-0-0 only,
Foreign 14s. )

# OPINIONS.

**The Hahnemannian Monthly, Philadelphia, says :**

This is the fifth book on Homoeopathy reviewed this year and marks a recrudescence of Homoeopathic literature, particularly in this country in the last two years.

This is an esoteric book for those familiar with all the philosophy, finer technique and the most intricate aspects of this speciality.

* * * * *

To our knowledge there exists in our literature no better an exposition of the interpretation of the reaction to a remedy, the rules for repetition, the choosing of the potencies, the use of complimentary drugs, the rules for repetition of potencies and their change than is incompassed in this book. Also cases are given with extraordinarily capable analysis with particular emphasis on the slow evolution of the disease state and a dissection of the symptomatologies with interpretation and evaluation.

Altogether it is a valuable book for the specialists or student in Homoeopathy To the one who would essay to treat chronic cases homoeopathically it might well be considered as a Bible.

**Messrs. Boericke & Tafel, Philadelphia, says :**

We have perused this book carefully and congratulate Dr. Banerjee. He has made a very real contribution to Homeopathic literature. His style is clear and the repetition of the dose and the potency is well covered. We would be glad to help you in distributing this book in this country by ordering a few copies and keeping the book in stock.

**The Homœopathic Recorder, California, America, says :**

This valuable book demonstrates how thoroughly the concept of Hahnemannian Homoeopathy has taken hold of some of our

Indian Homoeopaths. The psychological mind of the people of the Orient is peculiarly adapted to the Homoeopathic concept.

* * * * *

While the basic cause of disease is plainly set forth, the practical application is made plain. The stress is made to place a simple, clear presentation of the subject in such a manner as to urge the student to go to the more extended works of Hahnemann, Boenninghausen, Kent and Close. It is a valuable contribution to our literature.

**Dr. A. Dwight Smith, M.D., California, America, says :**

This book gives all the fundamental principles of Homoeopathic Philosophy as taught in the Organon, Hahnemann's Chronic Diseases, and by many of the older Homoeopathic writers. It describes clearly and in an easily readable manner the cause of disease, the difference between acute and chronic diseases, taking of the case, keeping records, obstructions to recovery etc. The various fundamental laws of Homoeopathy are well illustrated by actual clinical cases. In reality this is a book on Homoeopathic philosophy, something which every Homoeopathic physician must know in order to practise real Homeopathy, but a knowledge of which many physicians of to day are sadly lacking.

* * * * *

I have never read any one book, however, that went so thoroughly into the fundamentals and philosophy of Homoeopathy as this one does. The writer is a real master of Homoeopathy and knows how to express it. Every student of Homoeopathy whether in medical College or in practice, should read and study this book.

**NUMEROUS SUCH OPINIONS.**

# — মেঘদূত —

(মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" এর বাংলা
অমিত্রাক্ষর কাব্য সংস্করণ)

ভাষা, ভাব, রস, শব্দলালিত্য, উপমা ও অনুপ্রাসের মধুরতায় মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" এর ন্যায়ই অতুলনীয়। আজ পর্যন্ত কালিদাসের "মেঘদূত" এর এইরূপ সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য বাংলা সংস্করণ এই প্রথম। প্রতি ছত্রে বিরহী যক্ষের মর্ম্মন্তুদ ব্যথা অতি করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় বিরচিত এই "মেঘদূত" এ মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" এর মধুরতা পূর্ণমাত্রায় পাইবেন।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

অগ্রিম অর্ডার বুক করুন। মূল্য ৩॥০ টাকা মাত্র।

---

**A real remedy for snake bite discovered at last !**

**P. N. BANERJEE'S**

# "EKAN"

The world's only infallible remedy for snake bite. Has not yet failed in a single case. Put it to the test and be convinced. Keep it handy and save snake bitten lives.

**Price—Rs. 2/8/-**

**BANERJEE & CO.**

**P. O. GIDNI ; DIST. MIDNAPORE,**

**Bengal, India.**